وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

(القرآن الكريم ٣٣:٤٠)

নবুওতে মুহাম্মদী

আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী
আল-কুরায়শী

নবুওতে মুহাম্মদী

বিশ্বনবী এবং নবীগণের সমাপ্তকারী, মানবমুকুট
হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাঃ-এর কয়েকটি বৈশিষ্টের পরিচয়

(প্রথম খণ্ড)

মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী আল্-কুরায়শী

আহ্‌লেহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ,
৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা—১

এম, এ বারী
কর্তৃক
আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ,
৯৮ নওয়াবপুর রোড, ঢাকা—১ হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য—টাঃ ৭০.০০ : সত্তর টাকা মাত্র

প্রথম সংস্করণ :
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ।
দ্বিতীয় সংস্করণ :
মে, ১৯৮৮ খৃঃ

আমার মা জননী

হযরত উম্মে সালমা মরহুমার

পবিত্র স্মৃতি

নবুওতে মুহাম্মদী

গ্রন্থের সহিত বিজড়িত রহিল।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم -

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

মুখবন্ধ

اللهم داحى المدحوات و بارئى المسموكات، وجبار القلوب على فطرتها، شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامى بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا ومولانا محمد عبدك و رسولك، الخاتم لما سبق والفاتح لما اغلق، والمعلن الحق بالحق، والدامغ اجيشات الاباطيل، كما حمل فاضطلع بامرك لطاعتك، مستوفزا فى مرضاتك، غير ناكل عن قدم ولا واه فى عزم، واعيا لوحيك، حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ امرك، حتى اورى قبسا لقابس الاء الله تصل باهله اسبابه، به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والاثم وابهج موضحات الاعلام و منيرات الاسلام ونائرات الاحكام فهو امينك المامون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة -

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واولاده واهل بيته و ذريته ومحبيه واتباعه واشياعه وعلينا معهم اجمعين يا ارحم الراحمين -

مرحبا سيد مكى مدنى العربى،
دل وجان باد فدايت چه عجب خوش لقبى !
من بيدل بجمال تو عجب حيرانم،
الله الله جمال است بدين بوالعجبى !

দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান ভুবন সমূহের অধিস্বামী আল্লাহর গুণরাজী যেরূপ সীমাহীন ও অফুরন্ত, ভূলোকে দ্যুলোকে সৃষ্টির সেরা যিনি, সেই রসূলগণের অধিনায়ক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌সালামের গুণাবলীর সংখ্যা নিরূপণ করাও সেইরূপ দুঃসাধ্য। রসূলুল্লাহর (সাঃ) ভক্ত ও অনুগত বিদ্বানগণ তাঁহার পবিত্র জীবন কাহিনী সম্পর্কে এত অধিক সংখক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবীর অন্য কোন নবী, রসূল, সংস্কারক, জননায়ক, ধর্মনেতা ও বিজেতার জীবনী সম্পর্কে উহার এক সহস্রাংশ পুস্তকও তাঁহাদের ভক্ত ও অনুরক্তগণ সংকলিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সকল বিশিষ্ট গুণের অধিকারী ছিলেন এবং যে সকল গুণে গুণান্বিত হওয়ার দরুণ তাঁহাকে সৃষ্টির সেরা, মানবত্বের পুর্ণ প্রতীক এবং সমুদয় রসূল ও নবীর অধিনায়করূপে মনোনীত করা হইয়াছিল শুধু সেই সকল বৈশিষ্ট সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আরবী ভাষায় অল্প সংখক গ্রন্থ বিরচিত হইলেও আমাদের মাতৃভাষায় অদ্যাবধি এইরূপ একখানা পুস্তকও সঙ্কলিত হয় নাই, অথচ ইহা সর্ববাদীসম্মত যে, আল্লাহর পবিত্র সত্তা ও তাঁহার গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা যেরূপ অত্যাবশ্যক, সেইরূপ জগদ্গুরু, মানবমুকুট, ধরণীর শ্রেষ্ঠতম গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) বিশিষ্ট গুণরাজী সম্পর্কেও সম্যকরূপে অবহিত হওয়া বিশ্বাসী জনগণের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র বৈশিষ্ট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অভাবে মুসলিম সমাজে নানারূপ বিভ্রান্তি ও গোলযোগ সংঘটিত হইয়াছে। এমন কি অনভিজ্ঞতা ও অসতর্কতার দরুণ ইসলামের শত্রু দলের চক্রান্তজালে আবদ্ধ হইয়া অজ্ঞ ও সরলমতি মুসলমানগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের ধর্ম ও ঈমানের গৌরবকেও হারাইতে বসিয়াছেন।

স্বয়ং বিশ্বপতি আল্লাহ যাঁহার মহিমাকে সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করিয়াছেন, জাতির সেই সৌভাগ্য স্পর্শমণি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র নামের গৌরবকে সমুন্নত করার বাসনা লইয়াই তাঁহার এই দীনাতিদীন, অকৃতী গোলাম এই অমূল্য গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে সাহসী হইয়াছে।

حکایت از قد ان یار دلنواز کنیم !

باین فسانه مگر عمر خود دراز کنیم !

গ্রন্থের বহুলাংশ মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের পৃষ্ঠায় ইতিপুর্বে প্রকাশলাভ করিয়াছিল। এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার প্রাক্কালে উহার সহিত আরো অনেক কিছু সংযোজিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতা এবং তাঁহার দ্বারা নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি—এই দুইটি বিষয় মুখ্যভাবে আলোচিত হইলেও আনুষংগিকরূপে হযরতের (সাঃ) আরো বহুবিধ বৈশিষ্টের কথা এই গ্রন্থে অবতারণা করা হইয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি প্রমাণিত করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত দার্শনিকতা ও যুক্তিবাদেরও আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। হাদীস ও তফসীর সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রমাণের যে বিশাল মণি-মুক্তার স্তুপ আহরণ করা হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। এই পুস্তকের সাহায্যে একটি হৃদয়ও যদি রসূলুল্লাহর (সাঃ) ভক্তি এবং প্রেমরসে আপ্লুত হয় এবং একটি বিভ্রান্ত অন্তরও যদি তাঁহার প্রতি ঈমান ও শ্রদ্ধার নূরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহা হইলেই এই দীন লেখকের সমুদয় পরিশ্রম সার্থক হইবে।

নবুওতে মুহাম্মদীর প্রথম খণ্ড আপাততঃ প্রকাশ লাভ করিতেছে। রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওত এবং তাঁহার নবুওতের বিশিষ্টতাকে উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে শুধু লালসা ও কল্পনা বিলাসকে সম্বল করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন, আল্লাহর অভিপ্রায় হইলে দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহাদের বাগাড়ম্বর ও প্রতা-

রণার মুখোশ উন্মোচিত করা হইবে এবং যদি জীবনের আরো কিছু অবসর ঘটে, তাহা হইলে তৃতীয় খণ্ডে তওরাৎ, যবুর ও ইঞ্জিলে রসূলুল্লাহর (সাঃ) যে সকল বৈশিষ্ট্যের ইংগিত রহিয়াছে, ইনশা-আল্লাহ সেগুলির অবতারণা করা হইবে।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, দীন লেখকের চিররুগ্ন, বিশেষতঃ অন্ধপ্রায় অবস্থার দরুণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এবং প্রুফ যথোচিত ভাবে সংশোধিত হইতে পারে নাই। ইহার জন্য সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণকে যে পরিমাণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, এই দীন লেখকের লজ্জা ও মনস্তাপের পরিমাণ তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক। উপায়ন্তর না থাকায় এই ভাবেই গ্রন্থখানা পাঠকবর্গের হস্তে সমর্পিত হইল।

দয়াময় আল্লাহ এই গ্রন্থের কল্যাণে তাঁহার এই অধম ও পাপসিক্ত বান্দার অপরাধের যাবতীয় কলঙ্ক বিধৌত করুন এবং জনগণের অন্তঃকরণ রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র অনুরাগে ও শ্রদ্ধায় হিরণ্ময় হইয়া উঠুক! আমীন!!

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب *

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস : সদর দফতর : পাবনা, পূর্বপাকিস্তান ১লা মাঘ, ১৩৬২	রসূলুল্লাহর (সাঃ) নগণ্যতম খাদেম— মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী।

দ্বিতীয় সংস্করণের

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، ولا اله الا الله اله الاولين والآخرين، وقيوم السموات والارضين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده و رسوله، خاتم النبيين، و امام المرسلين، وحجة الله على خلقه أجمعين، و قد بعثه الله تعالى بالدين القويم، والصراط المستقيم، وجعل رسالته عامة للناس أجمعين الى يوم الدين، والصلوة والسلام على آله الطيبين الطاهرين، وعلى اصحابه قدوة الموحدين ونجوم المهتدين -

অনন্য প্রতিভা এবং ইসলামী শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানবত্তার অধিকারী সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহান ব্যক্তিত্ব হযরতুল আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান 'নবুওতে মুহাম্মদী'। দীর্ঘ সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার সার্থক ফলশ্রুতিরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে এই বৃহদাকার অমূল্য গ্রন্থটি। তদানীন্তন পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীসের সদর দফতর পাবনায় অবস্থিতি কালের শেষ পর্যায়ে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই অনুপম গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ দিন পূর্বে ইহার কপি নিঃশেষিত হওয়ায় সুধী মহলে প্রচুর চাহিদা থাকা সত্বেও পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা এতদিন সম্ভব হইয়া উঠে নাই। এক্ষণে মহান আল্লাহর অপার রহমতে সেই তওফীক লাভ করায় রহমানুর রহীমের দরবারে নিবেদন করিতেছি সিজদায়ে শুকর।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতেছেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, মানবত্বের পূর্ণ প্রতীক, সমুদয় নবী ও রসূলগণের অধিনায়ক এবং বিশ্ব মানবতার জন্য দয়া ও করুণার প্রতিচ্ছবি। যে সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁহার পক্ষে এই দুর্লভ সম্মান ও পদ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সম্ভব হইয়াছিল, উহার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নিরূপণ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আল্লামা কাযী সুলায়মান মনসুরপুরী উর্দু ভাষায় লিখিত তাঁহার বহুবিক্রুত সীরাত গ্রন্থ—'রাহ্‌মাতুল লিল্ আলামীন' এ কুরআন ও হাদীসের প্রমাণপঞ্জীসহ মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাঃ এর ৩২ (বত্রিশ)-টি বৈশিষ্ট (খুসূসিয়ত) এর উপর আলোকপাতের প্রয়াস পাইয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার ২টি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে অন্যান্য নবী রসূলদের মধ্যে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী এবং শ্রেষ্ঠত্বের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করিয়াছে। এই দুইটি বৈশিষ্টের প্রথমটি হইতেছে: মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুওতের সার্বজনীনতা এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে তাঁহার মাধ্যমেই নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি।

'নবুওতে মুহাম্মদী' গ্রন্থে আনুষঙ্গিকভাবে রসূলুল্লাহ সাঃ এর বহুবিধ বৈশিষ্টের উল্লেখ এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান লাভ করিলেও, তাঁহার নবুওতের বিশ্বজনীনতা এবং তাঁহার দ্বারা নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি—এই দুইটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। এই দুইটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়াই এই গ্রন্থের মূল কাঠামো গ্রথিত এবং উহার কলেবর সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত হইয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয় দুইটির সমর্থনে মহাগ্রন্থ আল কুরআন, আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ অভিধান সমূহ এবং হাদীস ও তফসীর সমুদ্র মন্থন করিয়া অকাট্য প্রমাণপঞ্জীর যে অজস্র মণিমুক্তা আহরণ করা হইয়াছে এবং উহাদের পোষকতায় দর্শন ও বিজ্ঞানভিত্তিক যে সব যুক্তি পেশ করা হইয়াছে উহার দৃষ্টান্ত সত্যই দুর্লভ। বাংলা ভাষাতে তো নয়ই, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষাতেও এমন প্রমাণসিদ্ধ ও যুক্তিনির্ভর সুলিখিত গ্রন্থ একান্তই বিরল।

"নবুওতে মুহাম্মদী'তে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের ব্যাপকতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।" 'মাহে নও', ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬৭ বাং এ প্রকাশিত প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক ও সমালোচক-সম্পাদক আবদুল কাদির এর লিখিত 'মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী' শীর্ষক প্রবন্ধে উপরোক্ত মন্তব্যের সঙ্গে এই গ্রন্থের যে কোন বিজ্ঞ পাঠক একমত হইবেন—একথা নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুওতের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় এই গ্রন্থের ৮৯ পৃষ্ঠা ব্যয়িত হইয়াছে। আর তাঁহার নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি—অর্থাৎ তিনিই শেষ নবী, তাঁহার পর আর কোন নবী নাই—এই বিষয়ের আলোচনা শুরু হইয়াছে ৯০ পৃষ্ঠায় আর শেষ হইয়াছে ২৮৭ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ এই মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যয়িত হইয়াছে ১৯৮ পৃষ্ঠা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ অন্যান্য নবী রসূলদের ন্যায় নির্দিষ্ট কোন দেশ, কোন গোত্র, কোন সমাজ কিংবা কোন জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত হন নাই। তিনি সারা বিশ্বের সকল দেশ, সকল জাতি এবং সকল বর্ণের সকল মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত বিশ্ব নবী। কালেমা তাইয়েবা—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর শেষার্ধ—'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বনামধন্য লেখক যথার্থই বলিয়াছেন:

"এই স্বীকারোক্তির অন্যতম তাৎপর্য এই যে, তাঁহার নবুওত ও রিসালত কোন দেশ, জাতি বা গোত্রের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। ভূভাগের প্রতি প্রান্ত এবং পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম অংশ তাঁহার বিশ্বজনীন নবুওতের সাম্রাজ্য-সীমার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি দুনয়ার ক্ষুদ্রতম কোন অংশকেও নবী সম্রাট মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (সাঃ) রিসালতের সাম্রাজ্য বহির্ভূত বলিয়া ধারণা করে, নিখিল বিশ্বের পৃষ্ঠে অবস্থিত দেশ গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন করার অপরি-

হাদীসকে সন্দেহ করে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর রসূল হযরত মুহাম্মদ সাঃ-কে বিশ্বাস করে নাই। রসূলুল্লাহ সাঃ এর প্রতি তাঁহার ঈমান কায়েম হয় নাই। ইহা ভাব বিলাসের অভিব্যক্তি নহে, ঈমানিয়তের বুনিয়াদী বিধান।" (৩—৪ পৃঃ)

এই বুনিয়াদী বিধানের সমর্থনে প্রমাণপুঞ্জী রূপে কুরআন মজীদ হইতে ১২টি আয়াত এক এক করিয়া উধৃত করিয়া উহার সহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীযুগের প্রসিদ্ধ তফসীরকারগণের ভাষ্য ও মন্তব্য—তাঁহাদের তফসীর গ্রন্থের পৃষ্ঠার বরাতসহ সংযোজিত হইয়াছে। অতঃপর উহার পোষকতায় ৪২টি হাদীস মূল সূত্র উল্লেখপূর্বক উধৃত হইয়াছে।

যে সব লোক মনে করেন যে, পারলৌকিক মুক্তিলাভের জন্য মুহাম্মদ সাঃ এর নবুওতকে মান্য করা অপরিহার্য নয়, সৃষ্টি-কর্তাকে মানিয়া লইয়া স্ব স্ব ধর্মীয় শাস্ত্রের বিধিবিধান প্রতিপালন কিংবা সর্বস্বীকৃত অন্যায় বা পাপাচরণ পরিহার করিয়া শাশ্বত সত্যের অনুসরণ ও সর্বস্বীকৃত সৎকার্যগুলি সম্পাদন করিয়া চলিলেই মুক্তি লাভ করা সম্ভব অর্থাৎ ইসলাম কবুল না করিয়া এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাঃ-কে নবীরূপে স্বীকৃতি না দিয়াও মানুষ মুক্তির আশা পোষণ করিতে পারে, তাহারা আসলেই ভ্রান্ত। এই মতের পরিপোষক ও সমর্থকরূপে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোক ছাড়াও আজিকাল প্রগতি-শীলতার দাবীদার কোন কোন মুসলিম নামধারী তথাকথিত চিন্তাবিদকেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভ্রান্ত মতের পোষকতায় তাঁহারা কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াতের অপব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণেও দ্বিধাবোধ করেন না। বিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদন করে কুরআন মজীদের বহু সংখ্যক আয়াত, বিশিষ্ট তফসীরকারদের সংশ্লিষ্ট ভাষ্য, ৩১টি বিশুদ্ধ হাদীস এবং অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সন্দেহাতীত-ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে,

"আল্লাহর রসূল সৈয়েদুল মুর্সালীন মুহাম্মদ মুস্তফা আলায়-হিস্ সালাতু ওয়াত্ তসলীমকে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুসলিম পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না এবং যাহারা তাঁহার নবুওত ও রিসালতের প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই, তাহারা কাফির ও বিধর্মী।" (৮৮ পৃঃ)

এই গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে "রসূলুল্লাহ সাঃ কর্তৃক নবুওতের চরমত্বলাভ" তথা খতমে নবুওত সম্পর্কে আলোচনা সূচিত হইয়াছে এবং শেষ অবধি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিশস্ত ও প্রামাণ্য উক্তির সাহায্যে নূতন নবুওতের দাবীদারদের মিথ্যার দেউলকে ধূলিসাৎ এবং দর্শন ও বিজ্ঞান ভিত্তিক সূক্ষ্ম আলোচনা ও অকাট্য যুক্তি দ্বারা তাহাদের শঠতা ও প্রবঞ্চনার কুজ্ঝটিকা অপসারণ করা হইয়াছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূচনায় গ্রন্থকার বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, "রসূলুল্লাহ সাঃ এর নবুওতের অন্যতম প্রধান অসাধারণত্ব এই যে, তাঁহার আগমন দ্বারা নবুওত এবং ওয়াহীর চরমত্ব সংঘটিত হইয়াছে, অর্থাৎ মুহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) আবির্ভাবের পর তদীয় জীবদ্দশায় তাঁহার সহকর্মীরূপে এবং তাঁহার বিয়োগের পর তাঁহার প্রতিচ্ছায়ারূপে বা স্বাধীনভাবে কোন নূতন নবীর আগমন সম্ভাবনাকে ইসলাম অস্বীকার করিয়াছে। তাঁহার আগমনের পর অন্য কোন নবী বা ঐশীবাণী ধারকের আবির্ভাবকে যাহারা সম্ভাব্য অথবা সম্ভাবিত মনে করে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে রসূলুল্লাহ সাঃ-এর নবুওতের প্রতি বিশ্বাসী নহে। রসূলুল্লাহ সাঃ এর নবুওতকে যাহারা আরবের জন্য সীমাবদ্ধ মনে করে, তাহারা যেরূপ অবিশ্বাসী ও কাফির, তাঁহার আগমনের পর 'নবুওত' ও ওয়াহীর যে কোন নূতন দাবীদার এবং তাহার অনুসারীগণও সেইরূপ বিধর্মী ও কাফির। ঈমান ও ইসলামের দাবী তাহাদের কণ্ঠ হইতে যতই যোরে উচ্চারিত হউক এবং রসূলুল্লাহ সাঃ এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তাহারা যতই পঞ্চমুখ থাকুক, তাহাদের সমস্ত দাবী ও উচ্ছ্বাস অন্তঃসারশূন্য ও নিরর্থক,

তাহারা কদাচ মিল্লতে ইসলামিয়া বা মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (৯০ ও ৯১ পৃঃ)

গ্রন্থকারের জোরালো বক্তব্য ও ঘোষণার সুদৃঢ় ভিত্তি হইতেছে খতমে নবুওত সম্পর্কে কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও দ্ব্যর্থহীন অর্থবোধক একটি আয়াত (আ'ল্ আহযাব : ৪০) এবং উহার সমর্থনমূলক অপর ৭টি আয়াত।

প্রথম এবং সুস্পষ্ট আয়াতের 'খাতম' বা 'খাতিম' শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা লইয়া নূতন নবীর দাবীদারগণ বিভ্রান্তির যে কুহেলিকা সৃষ্টির অপচেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে, সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার আরবী ভাষার ১২ জন বিশিষ্ট শব্দতাত্ত্বিক অভিধানকার ও কুরআন মজীদের বিভিন্ন যুগের ৩৫ জন বিশ্বস্ত ও প্রখ্যাত ভাষ্যকারের উধৃতি পেশ এবং ১০০টি বিশ্বস্ত হাদীস (গ্রন্থে হাদীসের ক্রমিক নম্বর গণনায় প্রুফ রীডারের অনবধানতায় ভুলক্রমে ১০০টির স্থলে ১০৬টি হইয়া গিয়াছে—এ জন্য আমরা দুঃখিত) সঙ্কলন করিয়া সেই কুহেলিকার আবরণ অপসারণ পূর্বক প্রকৃত সত্যের দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নব যুগের চিন্তা চেতনায় প্রভাবিত আধুনিক শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাহাদের প্রবণতা ও চাহিদা অনুসারে নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির মনস্তাত্ত্বিক কারণ এবং সামাজিক ও গণতান্ত্রিক মূল্য—দর্শন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টি কোণ হইতে লেখক তাঁহার দক্ষ রচনাশৈলীর মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। স্বীয় বক্তব্যকে বলিষ্ঠতর করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার বিশ্বশ্রুত দার্শনিক লেখকদের উধৃতিও পেশ করিয়াছেন। এই দিক দিয়া আলোচ্য বিষয়ে যে কোন ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে এই গ্রন্থ এক অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী—একথা নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে।

নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য এবং উহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সার্থক আলোচনার পর শরয়ী সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপনার সূচনায় গ্রন্থকার যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :

(নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির) "এই মতবাদকে ভিত্তি করিয়াই ইসলামের অমরত্ব, রসূলুল্লাহ সাঃ এর বিশ্বজনীন নেতৃত্ব ও মুসলিম জাতির প্রাধান্যের আকীদাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ঈমানীয়াতের উক্ত মৌলিক ভিত্তি-প্রস্তরখানি নড়িয়া উঠিলে উম্মতে মুসলিমার গগনস্পর্শী প্রাসাদ মিসমার হইয়া যাইবে, অপরাপর জাতি এবং ধর্ম আর মুসলিম জাতি ও ইসলাম ধর্মে কোন পার্থক্যই অবশিষ্ট রহিবেনা।"

অথচ এই গগনস্পর্শী প্রাসাদটির মর্মমূলে আঘাত হানিয়া উহাকে বিধ্বংস করার দুরভিসন্ধিতে নতুন নবুওতের দাবীদারগণ তাহাদের লিখিত গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা এবং মৌখিক প্রচার প্রপাগাণ্ডায় যে অপকৌশলের আশ্রয় লইয়াছেন, তাহার যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বাংলা ভাষায় গবেষামূলক মৌলিক গ্রন্থ রচনায় আল্লামা মরহুমের পূর্বে বা পরে কেহই আগাইয়া আসেন নাই। এই দলের প্রবঞ্চনা ও ধোকাবাজির জওয়াবে এবং তাহাদের চক্রান্তের ফাঁদ হইতে অজ্ঞ ও তথাকথিত শিক্ষিত সমাজকে রক্ষার জন্য সর্ব প্রথম মর্দে মুজাহিদ হযরতুল আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শীই জ্ঞানের জ্যোতির্ময় মশাল এবং যুক্তির অস্ত্র নিয়া কলমী জিহাদের ময়দানে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মাসিক 'তর্জুমানুল হাদীসে' এই সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধমালার প্রকাশ শুরু হইলেই খতমে নবুওতের দুশমনদলের মধ্যে রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং তাহাদের চিরাভ্যস্ত পন্থায় তাহাদের মুখপত্রে ও প্রকাশিত গ্রন্থে প্রতিবাদের নামে আবোল তাবোল বকাবকি শুরু হইয়া যায়। ইহারা তাহাদের ভূঁইফোড় ও কপোলকল্পিত নবুওতের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সব মিথ্যা তথ্য ও ভ্রান্ত যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লামা মরহুম তর্জুমানের পৃষ্ঠায় প্রামাণ্য উক্তি ও অকাট্য যুক্তির সাহায্যে 'বিতর্ক ও বিচার' শিরোনামে উহার দাঁতভাঙ্গা জওয়াব প্রদান করেন এবং উহা এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই সন্নিবেশিত হয় (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। নবুওতে মুহাম্মদীর প্রথম সংস্করণ গ্রন্থাকারে

প্রকাশিত হওয়ার পর ঐ ভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত দলের পক্ষ হইতে পুনঃ গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে অশালীন ভাষায় যে সব মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তিনি পূর্ণ শালিনতা বজায় রাখিয়া ঐ বিভ্রান্ত দলের প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকাদি হইতে তাহাদের গুরুঠাকুরদের উক্তির মাধ্যমেই উহার সমুচিত জওয়াব প্রদান করেন (তর্জুমানুল হাদীস, ৭ম বর্ষ দ্রষ্টব্য)। এই নব সংস্করণে উহা "কাদিয়ানী অভিযোগ ও উহার জওয়াব" শিরোনামে পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হইয়াছে।

দীর্ঘদিন পর আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ ও তত্ত্বগভীর একান্ত প্রয়োজনীয় এই অমূল্য গ্রন্থখানা চিন্তাশীল আগ্রহী পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থাপন করিতে পারায় আমরা যেরূপ আনন্দিত, তেমনি গৌরববন্ত। রহমানুর রহীম আল্লাহর নিকট এই উপলক্ষে আমাদের বিনীত প্রার্থনা : হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্টির সেরা, প্রিয়তম বান্দা, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তোমার প্রশংসায় অগ্রণী এবং তোমা কর্তৃক উত্তমরূপে প্রশংসিত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রকৃত মর্যাদা রক্ষায় মর্দে মুজাহিদের ভূমিকা পালনকারী এই গ্রন্থের অমর লেখক ও সঙ্কলক হযরতুল আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লা-হিল কাফী আল্ কুরায়শীকে তাঁহার এই দুর্লভ অবদান ও অমূল্য খেদমতের জন্য তুমি জাযায়ে খাইর প্রদান কর, তাঁহার সমুদয় গুনাহখাতা ও ভুল ভ্রান্তি মার্জনা করিয়া তাঁহাকে তোমার সন্তোষভাজন বান্দা কর এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সাঃ এর সান্নিধ্যে স্থান দান কর! আর আমাদিগকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাঃ এর পরিত্যক্ত আমানত—কুরআন ও সুন্নাহর যথার্থ প্রচার ও প্রতিষ্ঠাদানের জন্যে জিহাদ চালাইয়া যাওয়ার শক্তি ও তওফীক প্রদান কর!

মুহাম্মাদ আবদুল বারী
সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

১১শে রামাযান, ১৪০৮ হিঃ
৮ই মে, ১৯৮৮ ইং

সাংকেতিক শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা

যে সকল গ্রন্থের সাহায্যে এই পুস্তক সংকলিত হইয়াছে, সংখ্যা বহুল হওয়ায় সেগুলির তালিকা স্বতন্ত্রভাবে প্রদত্ত হইল না। যে সকল হাদীস গ্রন্থের উল্লেখ পুনঃ পুনঃ প্রদান করিতে হইয়াছে, শুধু সেই সকল হাদীস গ্রন্থের নাম মাঝে মাঝে সাংকেতিকভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাতে এই সংকেতগুলি বুঝিতে পাঠক পাঠিকাগণের অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য সেগুলির তাৎপর্য নিম্নে সন্নিবেশিত হইল :

১। কসীর=তফসীর ইবনে কসীর
২। কন্‌য=কনযুল উম্মাল, আলীমুত্তকী
৩। সঅদ=তাবাকাতে কুবরা, ইবনে স'অদ
৪। জরীর=তফসীর ইবনে জরীর
৫। তাবা=তাবারানী
৬। তির্=জামে' তিরমিযী
৭। দার=দারেমী
৮। নঈম=আবুনঈম
৯। নববী=শরহে মুসলিম—মহীউদ্দীন নববী
১০। ফত্‌হ=ফত্‌হুল বারী, হাফিয ইবনে হজর আসকালানী
১১। বয্‌যার=মুসনদ, ইমাম বয্‌যার
১২। বুখারী=সহীহ, ইমাম বুখারী
১৩। মন্‌যর=ইবনুল মন্‌যর
১৪। মনসূর=তফসীর দুররে মনসূর, সৈয়ূতী
১৫। মর্দ=ইবনো মর্দওয়ে
১৬। মুস=মুসনদ, ইমাম আহমদ
১৭। মুসলিম=সহীহ, ইমাম মুসলিম নেশাপুরী
১৮। যওয়ায়েদ=মজমাউয্‌ যওয়ায়েদ, হাফিয হয়সমী
১৯। হাকিম=মুস্তদরক, ইমাম হাকিম
২০। হিব=ইবনে হিব্বান

বিষয়সূচি

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বিষয়	হাদীস	পৃষ্ঠা

—:—

রসূলুল্লাহর (সাঃ) এর নবুওতের বিশেষত্ব

প্রথম বিশেষত্বঃ নবুওতের সার্বভৌমত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের মূলমন্ত্র কালেমায়ে তাইয়েবা **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ** বাক্যের প্রতি ঈমান স্থাপন না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং কাহাকেও মুসলিম বিবেচনা করার উপায় নাই। কিন্তু এই পবিত্র কালেমার শেষার্ধ সম্পর্কে ইতিহাসের অতিক্রান্ত যুগে অমুসলিম জাতিবর্গের মধ্যে এবং ইদানীং তথাকথিত এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারীদের মধ্যে মতনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থধারী—ইয়াহুদ ও নাসারাগণের মধ্যে অধিকাংশই রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতকে স্বীকার করেন নাই। ইয়াকুবীয়া ও নস্তুরিয়া প্রভৃতি ইয়াহুদ ও খ্রীষ্টানগণ রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতকে নিরক্ষর আরববাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও কেহ কেহ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শুধু আরবের নবীরূপে মান্য করিতে রাযী হইয়াছেন। বর্তমানে এরূপ একদল লোকের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, যাহারা আধ্যাত্মিক

মুক্তির জন্য রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন না। সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং সদাচরণের অনুষ্ঠানকে তাঁহারা মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে অন্যান্য নবী ও রসূলগণের মত মোটামুটি ভাবে একজন রসূল বলিয়া মানিয়া লওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর অন্যান্য ভাববাদী আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষগণের ন্যায় আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে শুধু একজন রসূলরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া ইসলামের মূলমন্ত্র কালেমায়ে তাইয়েবার তাৎপর্য নয়। কুরআনে হযরতের (সাঃ) নবুওত ও রিসালতের যে আকার ও প্রকৃতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মান্য করিতে হইলে তাঁহাকে তাঁহার সেই বিশিষ্ট রূপ ও বিশেষণ সহকারেই মানিয়া লইতে হইবে। যাহারা কুরআন কর্তৃক বর্ণিত গুণে ও বিশেষণে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গুণান্বিত ও বিশেষিত বলিয়া বিশ্বাস করিবেনা, তাহারা মুসলিম পর্যায়ভুক্ত নয় এবং যাহারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে রসূল রূপে আদৌ স্বীকার করে নাই, অথবা তাঁহার রিসালতকে নির্দিষ্ট জনপদ বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ মনে করিয়া লইয়াছে, তাহাদের এবং উপরিউক্ত দলের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই।

আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম যে আদর্শ ও শিক্ষার প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন, মূলনীতির দিক দিয়া তাহা অভিন্ন. কিন্তু জ্ঞানের পরিপক্কতা এবং প্রগতিবাদের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে দা'ওয়াত ও প্রচারণার সুর যেমন বিভিন্ন কণ্ঠে ঝংকৃত হইয়াছিল, নবুওত ও রিসালতের আকৃতি এবং প্রকৃতিও সেইরূপ যুগ ধর্ম অনুসারে অনিবার্য ভাবে বৈচিত্র্যময় হইয়া পড়িয়াছিল। কাহারো নবুওত নবীগণের আত্মীয়-স্বজনগণের মধ্যে, কাহারো আপন নগরীর চতুঃসীমার ভিতর, কাহারো একটি নির্দিষ্ট জাতির জন্য. কাহারো ভূ-খণ্ডের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ একটি নির্ধারিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। নবী-

গণের মধ্যে কাহারো আগমন ঘটিয়াছিল সমসাময়িক অন্য কোন নবী বা রসূলের সমর্থন ও সাহায্যের জন্য, কেহ আসিয়াছিলেন পূর্ববর্তী নবী ও রসূলের বিস্মৃত শিক্ষাকে উজ্জীবিত করার কারণে, কেহ সাময়িক বা আঞ্চলিক দুর্নীতির সংশোধন কল্পে, কেহ আসিয়াছিলেন নির্দিষ্ট কোন জাতিকে পরাধীনতার শৃংখল হইতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ; কাহারো আবির্ভাব ঘটিয়াছিল পরবর্তী রসূলের আগমন-পথকে সুগম করার নিমিত্ত।

বর্ণ, গোত্র ও জাতিভেদের বহুরূপী স্বার্থ-সংঘাত ও ভৌগলিক সীমার বেড়াজালকে মিস্‌মার করিয়া নিখিল বিশ্বের সকল মানব সন্তানের জন্য, তাহাদের সর্ববিধ প্রয়োজন ও অভাবকে পূরণ করার উদ্দেশ্যে শতধা বিচ্ছিন্ন ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত মনুষ্য সমাজকে এক অখণ্ড ও সুসমঞ্জস মহাজাতিতে পরিণত করার নিমিত্ত বিশ্ব প্রকৃতি এক বিশ্ব নবীর আগমন প্রতীক্ষায় অধীর ও উদগ্রীব ছিল। সৃষ্টির পূর্ণতা লাভের এই তীব্র ব্যাকুলতাকে চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নবী ও রসূলরূপে আগমন করা সত্ত্বেও আদম, নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসা আলায়হিমুস সালাম সফীউল্লাহ, নজীউল্লাহ, খলীলুল্লাহ, কলীমুল্লাহ ও রূহুল্লাহ নামেই কথিত হইয়াছেন, একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকেই আল্লাহ বিশ্ববাসীর নিকট "রসূলুল্লাহ" (সাঃ) রূপে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন।

অতএব "মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল" এই স্বীকারোক্তির অন্যতম তাৎপর্য এই যে, তাঁহার নবুওত ও রিসালত কোন দেশ, জাতি বা গোত্রের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। ভূভাগের প্রতি প্রান্ত এবং পৃথিবীর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম অংশ তাঁহার বিশ্বজনীন নবুওতের সাম্রাজ্য-সীমার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ক্ষুদ্রতম কোন অংশকেও নবী সম্রাট মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (সাঃ) রিসালতের সাম্রাজ্য-বহির্ভূত

বলিয়া ধারণা করে, নিখিল বিশ্বের পৃষ্ঠে অবস্থিত দেশ, জাতি ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন করার অপরিহার্যতাকে সন্দেহ করে, সে প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহর রসূল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে বিশ্বাস করে নাই, রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি তাহার ঈমান কায়েম হয় নাই। ইহা ভাববিলাসের অভিব্যক্তি নয়, ইহা ঈমানীয়াতের বুনিয়াদী বিধান। আমরা ঈমানীয়াতের এই অপরিত্যাজ্য সূত্র প্রথমতঃ দ্বাদশটী আয়াতের সাহায্যে প্রমাণিত করিব। অতঃপর আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাস্বরূপ "চল্লিশ হাদীস" উদ্ধৃত হইবে।

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب -

প্রথম প্রকরণ :

প্রথম আয়াত :

আল্লাহ তদীয় রসূল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আদেশ করিয়াছেন :

قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموت والارض -

আপনি বলুন, হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্যই প্রেরিত সেই আল্লাহর রসূল, আকাশসমূহ এবং পৃথিবী যে আল্লাহর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, [আল্ আ'রাফ : ১৫৮ আয়াত]।

দ্বিতীয় আয়াত :

আপনি বলুন,

قل يايها الناس انما انا لكم نذير مبين -

হে মানব সমাজ! এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, আমি বস্তুতঃ তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী, [আল্ হজ্ব : ৪৯]।

তৃতীয় আয়াত :

وارسلنك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا -

এবং আপনাকে, হে মোহাম্মদ (দঃ)! সমগ্র নিখিল মানবের জন্য আমি রসূল রূপে প্রেরণ করিয়াছি এবং এ বিষয়ে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, [আন্নিসা : ৭৯]।

চতুর্থ আয়াত :

يايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم -

হে মানব সমাজ! নিঃসন্দেহ রূপে 'আর্‌, রসূল' সত্যসহকারে তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের কাছে আগমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে মান্য করিয়া লও, কারণ ইহাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, [আন্নিসা : ১৭০]।

বর্ণিত আয়াত চতুষ্টয় সম্পর্কে কুরআনের বিজ্ঞায় মহাপারদর্শী প্রথিতযশা পণ্ডিতগণের অভিমত উল্লেখ করিতেছি :

১) হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস (রাযীঃ) বলেন : আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়দের জন প্রেরণ করিয়াছেন। ১

২) হাফিয ইবনে কসীর বলেন, গৌর ও কৃষ্ণ, আরব ও আজমকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

১। দুররে মনসুর : (৪) ১৩৫ পৃঃ।

সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। ইসলাম ধর্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে এই মতবাদ মানিয়া লওয়া অপরিহার্য। ১

৩) সৈয়েদ রশীদ রিযা বলেন, আরব ও আজমের সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, আরাবী, হাশেমী নবী মোহাম্মদ বিনে আবদুল্লাহ (সাঃ) তাঁহাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল রূপে আগমন করিয়াছেন। ২

দ্বিতীয় প্রকরণ :

পঞ্চম আয়াত :

وما ارسلنك الا رحمة للعلمين -

হে রসূল (সাঃ)!—আমরা আপনাকে বিশ্ব চরাচরের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি—[আল-আম্বিয়া : ১০৭]।

ষষ্ঠ আয়াত :

تبرك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا -

মহিমান্বিত সেই প্রভু—যিনি তদীয় বান্দের প্রতি বিশ্বচরাচরের জন্য সতর্কবাণী রূপে ফুর্কান (প্রভেদকারী) অবতীর্ণ করিয়াছেন, [আল্-ফুর্কান : ১]।

আল্লাহ স্বয়ং "রব্বুল 'আলামীন," তিনি যেরূপ বিশ্বচরাচরের অর্থাৎ জড় ও চৈতন্য, প্রত্যক্ষীভূত এবং দৃষ্টি ও অনুভূতির অন্তরালে

১। তফসীর ইবনে কসীর : (৪) ২৫৩পৃঃ।
২। তফসীর আল্‌মানার : (৯) ৩০০ পৃঃ।

অবস্থিত জ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত ভূলোক ও দ্যুলোকের অধীশ্বর, সেই রূপ তদীয় রসূল হযরত মোহাম্মদও (সাঃ) সমগ্র জীব জগতের জন্য শান্তি ও অনুকম্পা রূপী এবং কুরআনও তদ্রূপ সমুদয় বিশ্ববাসীর জন্য সতর্কবাণী। কোন বস্তু যেমন আল্লাহর রবুবিয়ত বা প্রভুত্বকে অস্বীকার করিতে পারেনা, তদীয় রসূলের (সাঃ রহমত বা অনুকম্পাকেও তেমনি কেহ অস্বীকার করার অধিকারী নয়। যাহারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বিশ্বাস করে নাই, কেবল তাহারাই শান্তিহারা ও করুণাবঞ্চিত। বিশ্বচরাচরের জন্য সতর্কতার পয়গাম যিনি বহন করিয়া আনিয়াছেন, তিনিই বিশ্বনবী।

সপ্তম আয়াত :

فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدا - يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض -

সে দিন কিরূপ হইবে, যখন আমি প্রত্যেক জাতি হইতে একজন করিয়া সাক্ষ্যদাতা উত্তোলিত করিব এবং আপনাকে হে রসূল (সাঃ)! তাহাদের সকলের জন্য সাক্ষ্যদাতারূপে উত্থিত করিব, যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) অবাধ্য হইয়াছে, সেদিন তাহারা মাটিতে মিশিয়া যাইবার আকাংখা করিবে! [আন্-নিসা : ৪১ ও ৪২]।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রত্যেক নবী শুধু আপনাপন উম্মতের সাক্ষ্যদাতা, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমুদয় আম্বিয়ার উম্মতগণের জন্য অর্থাৎ দুনিয়ার সকল অধিবাসীর জন্য সাক্ষ্যদানকারী। তাঁহার প্রতি মানবমণ্ডলীর বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপর তাঁহার সাক্ষ্যের ফলাফল নির্ভর করে। যে মানুষ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বিশ্বাস করে নাই এবং তিনি যে অনুসরণীয় কর্মসূচী মানব

জাতির হস্তে প্রদান করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করে নাই, সে যত বড় শক্তিশালী, ধীমান, প্রজ্ঞাশীল ও দেশপ্রিয় হউক না কেন, তাহাকে চরম দিবসে অনুতপ্ত হইতেই হইবে এবং অনুশোচনার আতিশয্যে সে মাটিতে মিশিয়া যাইবার আকাংখা করিবে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) আগমনের পূর্বে যে সকল জাতি আল্লাহর গ্রন্থের ধারক হইবার গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান পোষণ করিতেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না, প্রত্যক্ষ নিদর্শনাদি অবলোকন করিয়া যাহারা হযরতের (সাঃ) নবুওতকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই তাঁহারাও রসূলুল্লাহর (সাঃ) রিসালতকে আরবের অশিক্ষিত প্রতিমাপূজকদের জন্য সীমাবদ্ধ মনে করিতেন। উল্লিখিত শিক্ষাভিমানীদলের ক্ষুদ্র সংস্করণরূপী এক শ্রেণীর মানুষ মুসলমান সমাজেও ইদানীং গজাইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের ধারণা এই যে, হযরতের (সাঃ) শিক্ষা ও আদর্শ কেবল অন্ধকার যুগের মানুষদের অনুসরণীয় ছিল, যাহারা বিজাতীয় নিরীশ্বরবাদে সুপণ্ডিত এবং ইউরোপ ও আমেরিকার প্রচলিত জ্ঞান বিজ্ঞানে সুদক্ষ, তাহাদের জন্য আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ (সাঃ)-কে বরণ করিয়া লওয়া আবশ্যক নয়। কিন্তু অশিক্ষিতদের মত শিক্ষাভিমানী, গ্রন্থধারী আহলে কিতাবদিগকেও রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন করার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

অষ্টম আয়াত :

আল্লাহ বলিতেছেন,

يا اهل الكتب قد جاءكم رسولنا يبين لكم

على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير

ولا نذير - فقد جاءكم بشير و نذير

হে গ্রন্থধারীগণ! রসূলগণের আবির্ভাব সংবৃত হইবার কালে তোমাদের নিকট আমাদের রসূল তোমাদের জন্য আমার উক্তি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা এ কথা বলিতে না পার যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী আগমন করেন নাই; অতএব শুন, নিশ্চয় তোমাদের নিকট সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী আগমন করিলেন, [আল্ মায়েদাহ : ১৯]।

উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে হাফিয ইবনে কসীর বলেন যে, রসূলদের আগমন সংবৃত ও হেদায়তের পথ রুদ্ধ হওয়ায় যখন ধর্মের বিকৃতি এবং প্রতিমা, আগুন ও ক্রুশের পূজা ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল, সমস্ত দেশে অশান্তি, অনাচার ও মূর্খতা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হেদায়তের প্রয়োজন বিশ্বজনীন আকারে অনুভূত হইতেছিল। তাই আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে বিশ্বনবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে বিপথগামীরা এ কথা বলিতে না পারে যে, সুপথের সন্ধানদাতা এবং কুপথ হইতে সতর্ককারী কোন রসূল আমাদের কাছে আসেন নাই। তজ্জন্য আল্লাহ ঘোষণা করিলেন যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে অবিভক্ত মানবজাতির জন্য বশীর ও নযীর রূপে প্রেরণ করা হইল। (সংক্ষেপ) ১

যে সকল শিক্ষাভিমানী আহ্লে-কিতাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নবীরূপে এবং তাঁহার প্রচারিত বিধানকে স্বীয় জীবন-পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করে নাই, তাহারা শুধু যে কাফির, তাহাই নয়, তাহারা বিদ্রোহী। তাহাদের সহিত সংগ্রাম করার জন্য আল্লাহ আদেশ দিয়াছেন।

নবম আয়াত :

قاتلو الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر

১। তফসীর ইবনে কসীর: (৩) ৩১৩—৩১৪ পৃঃ।

ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق

من الذين اوتوا الكتب ـ

যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেনা এবং পরকালের উপর যাহাদের আস্থা নাই এবং আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সাঃ) যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহা বর্জন করেনা এবং স্বয়ং সত্য বিধান অনুসারে যাহারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করে না, আহ্‌লে কিতাবগণের সেই সকল দলের সহিত তোমরা সংগ্রাম কর [আত্‌তওবা : ২৯]।

নবম হিজরীতে এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পৃথিবীর তদানীন্তন সভ্যতম ইউরোপীয় খৃষ্টান রোমক সাম্রাজ্যের সহিত সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে বহির্গত হন এবং তবুক নামক ওয়াদীউল কোরা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া তথায় কুড়ি দিবস পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।

সঈদ বিনে জুবায়র, আবু যয়েদ, মুজাহিদ ও হাসান বসরী প্রভৃতি তাবেয়ী ইমামগণ বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াত দ্বারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ১

দশম আয়ত :

আল্লাহ তদীয় রসূল (সাঃ)-কে আদেশ করিয়াছেন, হে রসূল! আপনি বলুন,

واوحى الى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ـ

"এই কুরআন আমার প্রতি ওয়াহী করা হইয়াছে, যাহাতে ইহার সাহায্যে আমি তোমাদিগকে এবং যাহাদের নিকট উহা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেই [আল্‌-আন্‌আম : ১৯]।

১। দুর্‌রে মন্‌সুর : (৩) ২২৮ ও ২২৯ পৃঃ।

(ক) আনস বিনে মালিক (রাবীঃ) বলেন যে, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) পারস্য সম্রাট কিসরা, রোমক সম্রাট কাইসর, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং অন্যান্য স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গকে আল্লাহর পথে আহ্বান করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ১

(খ) মুজাহিদ বলেন যে, আয়াতে বর্ণিত "তোমাদিগকে" শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—আরব জাতি আর "যাহাদের কাছে কুরআন প্রচারিত হইয়াছে" বাক্যদ্বারা আরবের বহির্ভূত সমুদয় জাতিকে বুঝাইতেছে। ২

(গ) সৈয়েদ রশীদ রিযা উল্লিখিত আয়াত প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন : এই আয়াত শেষ প্রেরিত মহানবীর (সাঃ) বিশ্বজনীন নবুওতের অকাট্য প্রমাণ। আরব ও আজমের প্রতি স্থানে, প্রত্যেক সময়ে, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত কুরআনের দা'ওয়াত যাহাদের কাছে পৌঁছিয়াছে বা পৌছিবে তাহাদের সকলকেই রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতে ঈমান স্থাপন করিতেই হইবে। যাহাদের নিকট কুরআন প্রচারিত হয় নাই, তাহাদের কাছে প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের দা'ওয়াত পৌছে নাই। ইসলামের নীতি ও আদেশাবলী কুরআনের বাচনিক উপস্থাপিত না করিয়া শুধু দার্শনিক আলোচনা ও যুক্তিতর্কের অবতারণা দ্বারা তবলীগের কর্তব্য শেষ হয় না। সৈয়েদ সাহেব আরো বলিয়াছেন, আমরা দেখিতেছি যে, সলফে সালেহীনের অর্থাৎ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের যুগের পর হইতে মুসলমানরা কুরআনের দা'ওয়াত ও তবলীগের কার্য পরিত্যাগ করিয়াছে, সুন্নত কর্তৃক পরিগৃহীত কুরআনের ব্যাখ্যার রীতি পরিহার করিয়া তাহারা মুতাকাল্লেমীন (তার্কিক) ও ফকীহদের (আইন শাস্ত্রবিশারদ) অন্ধ অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাদের অবলম্বিত বর্তমান আচরণের প্রতিবাদ স্বয়ং কুরআন করিতেছে। ৩

১। দুর্‌রে মন্‌সুর : (৩) ৭পৃঃ।
২। দুর্‌রে মন্‌সুর : (৩) ৭পৃঃ।
৩। তফসীর আল্‌ মানার : ৩৫১ পৃঃ।

একাদশ আয়াত :

আল্লাহ তদীয় রসূল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّلٰكِنَّ

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ـ

আমি আপনাকে সমগ্র মানবের জন্য সুসংবাদবাহী এবং সতর্ককারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ মানব তাহা অবগত নয়। [সাবা : ২৮ আয়াত]।

উল্লিখিত আয়াতের অর্থ এত সুস্পষ্ট যে কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, তথাপি কয়েকজন খ্যাতনামা সাহাবা ও তাবেয়ীর উক্তি উধৃত করিয়া দিতেছি :

ক) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে মানব ও দানবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। ১

খ) মুজাহেদ বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন।

গ) মোহাম্মদ বিনে কা'আব বলেন, আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন।

ঘ) কাতাদা বলেন, আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আরব ও আজমের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ২

ঙ) প্রাচীনতম তফসীরসমূহের সঙ্কলয়িতা ইমাম ইবনে জরীর বলেন : আল্লাহ উল্লিখিত আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন : আমি আপনাকে নির্দিষ্টরূপে আপনার সগোত্রদের জন্য প্রেরণ করি নাই, অধিকন্তু সমগ্র মানব সমাজ—আরব, আজম,

১। তফসীর ইবনে জরীর : (৭) ৯১ পৃঃ।

২। ক, খ, গ ও ঘ : দুররে মনসুর : (৫) ২৩৭ পৃঃ।

শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সকলের জন্য আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি। যাহারা আপনাকে বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের জন্য আপনাকে সুসংবাদবাহী এবং অস্বীকারকারীদের জন্য সতর্ককারী করা হইয়াছে। ১

রসূলুল্লাহর (সাঃ) আগমন যে গ্রন্থধারী ইয়াহুদ ও নাসারা এবং গ্রন্থহীন আরব, হিন্দ পারস্য প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সমুদয় দেশের সমগ্র মানব জাতির জন্য ঘটিয়াছে, তাহা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু হযরতের (সাঃ) আহ্বান শুধু মানব জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়, কুরআনে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কারভাবে জ্বিনদিগকেও সম্বোধন করা হইয়াছে। কুরআনকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) উপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী বলিয়া মান্য করিলে তাঁহার রিসালতকে জ্বিনদের জন্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ কুরআনে জ্বিন ও ইন্সান তুল্যরূপে সম্বোধিত হইয়াছে। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন :

দ্বাদশ আয়াত :

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا

مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ـ

হে জ্বিন ও ইন্সানমণ্ডলী, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর পার্শ্বদেশসমূহ (zone) অতিক্রম করিয়া যাইবার যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে অতিক্রম করিয়া দেখাও—[আর্ রহমান : ৩৩ আয়াত]।

ক) এই আয়াত দ্বারা ইবনে আব্বাস (রাযীঃ) মানুষের ন্যায় জ্বিনদের জন্যও রসূলুল্লাহর (সাঃ) রিসালত সাব্যস্ত করিয়াছেন। ২

১। তফসীর ইবনে জরীর : (২২) ৬৬ পৃ।

২। তফসীর ইবনে জরীর : (৭) ৯১ পৃঃ।

খ) মুকাতল বলেন, হযরতের (সা:) পূর্বে কোন নবী দানব ও মানব উভয়ের জন্য প্রেরিত হন নাই।

গ) ফখ্রুদ্দীন রাযী বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা:) যেরূপ সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ জিনদের জন্যও তাঁহার আগমন ঘটিয়াছিল। ১

০ ০ ০ ০

রসূলুল্লাহর (সা:) নবুওতের প্রমাণ স্বরূপ অতঃপর মুসনদের নিয়মে "চল্লিশ হাদীস" সংকলিত হইবে।

১। (খ, ও (গ তফসীর কবীর: (৭) ৭১৯ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক) জাবির বিনে আবদুল্লাহর (রা:) বর্ণিত হাদীস সমূহ:

প্রথম হাদীস:

রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন:

اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر
وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتى ادركته الصلوة
فليصل واحلت لى المغانم ولم تحل لاحد قبلي و اعطيت الشفاعة
وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة -

আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হইয়াছে, (যাহা) আমার পূর্বে অন্য কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। এক মাসের পথের দূরত্ব হইতে সন্ত্রাসিত করার শক্তি দ্বারা আমাকে ক্ষমতাশালী করা হইয়াছে এবং আমার জন্য মৃত্তিকাকে উপাসনালয় ও পবিত্র করা হইয়াছে, অতএব আমার উম্মতের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির যে কোন স্থানে নামাযের সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে (সেই স্থানেই) নামায পড়িতে হইবে এবং আমার জন্য যুদ্ধে লব্ধ লুণ্ঠন উপভোগ করার কার্যকে বৈধ করা হইয়াছে, আমার পূর্বে অন্য কাহারো জন্য উহা বৈধ করা হয় নাই এবং আমাকে 'শাফাআত' প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইতিপূর্বে নবীগণ শুধু তাঁহাদের স্বগোত্রের জন্য নির্দিষ্টরূপে প্রেরিত হইতেন কিন্তু আমি মানব-মণ্ডলীর জন্য সার্বজনীন রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি [বুখারী]। ১

১। বুখারী—ফত্হ সহ—তান্নাদুর: (১) ৩৬৯ পৃঃ।

দ্বিতীয় হাদীস :

জাবির (রা:) এর দ্বিতীয় রেওয়ায়ত لم يعطهن احد বাক্যের পর من الانبياء সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং المغانم শব্দের স্থানে الغنائم বর্ণিত হইয়াছে এবং الى الناس عامة বাক্যের স্থানে الى الناس كافة স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে এবং শাফাআতের কথা সর্বশেষে উল্লিখিত হইয়াছে। গনম, মগ্‌নম ও গনীমৎ শব্দত্রয়ের অর্থ অভিন্ন। ১ উল্লিখিত শাব্দিক পরিবর্তনের পর তাৎপর্য্যের মধ্যে যতটুকু পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা এই :

আমার পূর্বে নবীগণের মধ্যে কাহাকেও উক্ত পাঁচটি বিষয় দেওয়া হয় নাই এবং আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি, —[বুখারী]। ২

তৃতীয় হাদীস :

রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন :

كل نبى بعث الى قومه خاصة وبعثت الى كل احمر واسود -

"সকল নবী তাঁহার স্বগোত্রের জন্য নির্ধারিতরূপে প্রেরিত হইতেন, আর আমি সকল লোহিত ও কৃষ্ণকায়দের জন্য প্রেরিত হইয়াছি।" এই রেওয়ায়তে মৃত্তিকাকে উপাসনালয়, পবিত্র ও বিশুদ্ধ (طيبة) বলা হইয়াছে,—[মুসলিম]। ৩

চতুর্থ হাদীস :

এই হাদীসের রেওয়ায়তে বলা হইয়াছে :

لم يعطهن نبى كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة -

১। মুখতাকস সিহাহ : ৪৯০ পৃঃ।
২। বুখারী—ফত্‌হ সহ—সালাৎ : (১) ৪৪৪ পৃঃ।
৩। মুসলিম, নবৰী সহ—মসজিদ : (১) ১৯৯ পৃঃ।

আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে উক্ত বিষয়গুলি প্রদত্ত হয় নাই। প্রত্যেক নবী তাঁহার স্বগোত্রের জন্য নির্দিষ্টরূপে প্রেরিত হইতেন আর আমি মানব জাতির জন্য সার্বজনীনভাবে প্রেরিত হইয়াছি। যুদ্ধের লুণ্ঠন সম্বন্ধে এই হাদীসে বলা হইয়াছে : حرمت على من كان قبلى

আমার পূর্ববর্তীগণের জন্য উহা হারাম করা হইয়াছিল। এই রেওয়ায়তের ভাষায় নিম্নলিখিত বাক্য অতিরিক্ত ভাবে সন্নিবেশিত আছে : ورعب منا عدونا مسيرة شهر

আমাদের শত্রুগণ এক মাসের দূরবর্তী স্থান হইতে আমাদের জন্য সন্ত্রাসিত হইয়া থাকে, [দারমী]। ১

পঞ্চম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন :

بعثت الى الاحمر والاسود وكان النبى انما يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة -

আমাকে লোহিতকায় ও কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রত্যেক নবী ইতিপূর্বে শুধু আপন গোত্রের জন্য নির্দিষ্টরূপে প্রেরিত হইতেন এবং আমি মানব সমাজের জন্য সার্বজনীনভাবে প্রেরিত হইয়াছি, [আহমদ]। ২

খ) আবু হুরায়রার (রা:) প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীসসমূহ :

ষষ্ঠ হাদীস :

রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন :

فضلت على الانبياء بست : اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق وختم بى النبيون -

১। দারমী—সালাৎ : ১৬৮ পৃঃ।
২। মুস : (৩) ৩০৪ পৃঃ।

আমি ছয়টি বিষয়ে সমুদয় নবীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাকে ভাষার আলঙ্কারিক সম্পদ (সংক্ষিপ্ত কথায় বিস্তৃত তাৎপর্য্য সম্বলিত concise and comprehensive বাক্য বিন্যাসের ক্ষমতা) প্রদত্ত হইয়াছে এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করার ক্ষমতা দ্বারা আমাকে বলীয়ান করা হইয়াছে এবং আমার জন্য যুদ্ধের লুঠকে হালাল করা হইয়াছে। মাটিকে আমার জন্য পবিত্র এবং উপাসনালয় করা হইয়াছে এবং আমি সমগ্র সৃষ্ট জগতের জন্য প্রেরিত হইয়াছি এবং আমার দ্বারা নবীগণের আগমন শেষ করা হইয়াছে, [আহ্‌মদ, মুস্‌লিম ও তিরমিযী]। ১

সপ্তম হাদীস :

এই রেওয়ায়তের মতনে (Text) বলা হইয়াছে :

وارسلت الى الخلق كافة -

এবং আমি সমগ্র সৃষ্টির জন্য প্রেরিত হইয়াছি, [আহ্‌মদ]। ২

অষ্টম হাদীস :

এই হাদীসে কথিত হইয়াছে :

ارسلت الى الناس كافة -

আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি, [ইবনে স'অদ]। ৩

নবম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بى و بما جئت به فاذا فعلوا ذالك عصموا منى دماءهم و اموالهم الا بحقها وحسابهم على الله -

১। মুসঃ (২) ৪১২; মুসলিম নববীঃ (১) ১৯৯ পৃ।
২। মুস্ঃ (২) ৪১২ পৃঃ।
৩। সঅদ, প্রঃ (১—১ঃ ১৮ পৃঃ।

যতক্ষণ না মানুষেরা সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই এবং আমার প্রতি তাহারা ঈমান স্থাপন না করিবে এবং যাহা লইয়া আমি আগমন করিয়াছি (ইসলাম—কুরআন) তাহা বিশ্বাস না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। উপরিউক্ত সাক্ষ্যদান ও ঈমান স্থাপনার পর তাহারা তাহাদের রক্ত (প্রাণ) ও ধন আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া আমার নিকট হইতে সুরক্ষিত করিয়া লইল এবং তাহাদের আচরণের হিসাব আল্লাহ গ্রহণ করিবেন, [মুসলিম]। ১

১০ম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

والذى نفسى بيده (عند مسلم : نفس محمد بيده) لا يسمع بى احد من هذه الامة يهودى و (عند مسلم : ولا) نصرانى ثم يموت ولا (عند مسلم : ولم) يؤمن بالذى ارسلت به الا كان من اصحاب النار -

যাহার হস্তে আমার প্রাণ আছে (মুসলিমের রেওয়ায়ত অনুসারে : মোহাম্মদের প্রাণ আছে', তাঁহার শপথ! এই উম্মতের যে ইয়াহুদী অথবা যে খৃষ্টান আমার কথা শ্রুত হওয়া সত্ত্বেও আমি যে নবুওত সহকারে প্রেরিত হইয়াছি, তাহার প্রতি ঈমান স্থাপন করিবেনা, সে নারকী (হইবে)—[আহমদ ও মুসলিম]। ২

১১শ হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

بعثت الى الناس كافة الى كل ابيض واحمر - اعطيت الشفاعة فادخرتها لامتى يوم القيامة -

আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি, সকল শ্বেতাঙ্গ ও লোহিতকায়ের জন্য। আমাকে 'শাফাআত' প্রদান করা হইয়াছে,

১। মুসলিম - ঈমানঃ (১) ৩৭ পৃঃ।
২। মুসলিম, (১) ৮৬ পৃঃ; কসীরঃ (৪) ২৫৪ পৃঃ।

কিন্তু আমি উহা কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতের জন্য সঞ্চিত (স্থগিত) রাখিয়াছি, [মনযর]। ১

১২শ হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

الحمد لله الذى ارسلنى رحمة للعالمين و كافة للناس بشيرا ونذيرا -

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে সকল বিশ্বের জন্য রহমত রূপে প্রেরণ করিয়াছেন, আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী করিয়াছেন, [জরীর]। ২

১৩শ হাদীস :

আল্লাহ তদীয় রসূল হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে বলেন :

ارسلناك الى الناس كافة بشيرا و نذيرا شرحت لك صدرك و وضعت عنك وزرك و رفعت لك ذكرك -

আপনাকে সমগ্র মানবের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করিয়া পাঠাইয়াছি, আপনার হৃদয়কে সম্প্রসারিত করিয়াছি এবং আপনার বোঝা আপনার উপর হইতে অপসারিত এবং আপনার নামকে সমুন্নত করিয়াছি, [জরীর]। ৩

১৪শ হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

فضلنى ربى بست : اعطانى فواتح الكلم و خواتيمه وجوامع الحديث و ارسلنى الى الناس كافة بشيرا ونذيرا -

১। মনযর : (৫) ২০৭ পৃঃ।
২। জরীর : (১৫) ৯ পৃঃ।
৩। জরীর : (১৫) ৯ পৃঃ।

আমার প্রভু আমাকে ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন : আমাকে বাক্যের সূচনা এবং তাহার সমাপ্তি এবং ভাষার সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছেন এবং আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, [জরীর]। ১

গ) আবুযর গিফারীর (রাযীঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীসসমূহ :

১৫শ হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

اعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى : بعثت الى الاحمر والاسود وجعلت لى الارض مسجدا و طهورا و احلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى، ونصرت بالرعب شهرا، يرعب منى العدو مسيرة شهر - وقيل لى : سل تعطه، فاختبأت دعوتى شفاعة لامتى، وهى نائلة منكم ان شاء الله تعالى من لا يشرك بالله شيئا -

আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয় নাই। আমি লোহিত ও কৃষ্ণকায়গণের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। আমার জন্য মাটিকে উপাসনার স্থান ও পবিত্র করা হইয়াছে। যুদ্ধে লুণ্ঠিত সামগ্রী আমার জন্য বৈধ করা হইয়াছে, আমার পূর্বে কাহারো জন্য উহা উপভোগ করা বিধিসঙ্গত ছিলনা এবং আমাকে এক মাসের পথের দূরত্ব হইতে সন্ত্রাসিত করার শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, শত্রু এক মাসের পথের দূরত্ব হইতে আমার জন্য ত্রাসিত হইয়া উঠে এবং আমাকে বলা হইয়াছে : প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হইবে, কিন্তু আমি আমার যাচ্ঞা আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য স্থগিত রাখিয়াছি ; আল্লাহর অভিপ্রায় হইলে, তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর সহিত শির্ক করে নাই,

১। জরীর : (১৫) ৯ পৃঃ।

তাহারা উহা (আমার শাফাআত) প্রাপ্ত হইবে, [আহমদ, দারমী, তাবারানী, হিব্‌ ও হাকীম] । ১

১৬শ হাদীস :

সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে উল্লিখিত হাদীস ইমাম আহমদ স্বতন্ত্রভাবে সঙ্কলিত করিয়াছেন। ২

আম'শ বলেন : মুজাহিদের অভিমত অনুসারে লোহিতের তাৎপর্য মানুষ আর কৃষ্ণের অর্থ হইতেছে [জিন-দানব]।

১৭শ হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

بعثت الى كل احمر و اسود -

আমি সমুদয় লোহিত বর্ণ ও কৃষ্ণকায়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, [আহমদ]। ৩

হাফিয হায়সমী বলেন : এই হাদীসের সনদের পুরুষগণ সকলেই বুখারীর রাবী। ৪

ঘ) আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস (রাযীঃ) এর বাচনিক বর্ণিত হাদীসসমূহ :

১৮শ হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلى' ولا اقوله فخرا : بعثت الى كل احمر و اسود' فليس من احمر ولا اسود يدخل فى امتى الا كان منهم' وجعلت لى الارض مسجدا -

১। মুস্ঃ (৫) ১৪৮ পৃঃ, দার্ম মুক্তঃ ৩০৬ পৃঃ, কন্‌য : (৬) ১০৯ পৃঃ।
২। মুস্ঃ (৫) ১৪৫ পৃঃ।
৩। মুস : (৫) ১৪৫ পৃঃ।
৪। যাওয়ায়েদ : (৮) ২৫৯ পৃঃ।

আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে, (যাহা) আমার পূর্বে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, আর আমি এ কথা গৌরব প্রকাশ-করার জন্য বলিতেছিনা। আমি সমুদয় লোহিত ও কৃষ্ণের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। লোহিত ও কৃষ্ণগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, আমার উম্মত শ্রেণীতে সে প্রবেশ করিবে, অথচ সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবেনা। আর মাটিকে আমার জন্য উপাসনালয় করা হইয়াছে, [আহমদ]। ১

১৯শ হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

بعثت الى الناس كافة : الاحمر و الاسود -

আমি সমগ্র মানবের জন্য প্রেরিত হইয়াছি—লাল এবং কালো, [আহমদ ও হাকীম—তিরমিযী]। ২

ইবনে কসীর বলেন, এই হাদীসের সনদ উৎকৃষ্ট। হায়সমী বলেন, ইয়াযীদ বিনে যিয়াদ ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ বুখারীর পুরুষ এবং ইবনে যিয়াদ হাসানুল হাদীস। ৩

২০তম হাদীস :

এই রেওয়ায়তে উল্লিখিত উক্তির পর সন্নিবেশিত হইয়াছে :

انما كان النبى يبعث الى قومه -

ইতিপূর্বে নবী শুধু আপন গোত্রের জন্য প্রেরিত হইতেন। ৪

২১তম হাদীস :

রসূলুল্লাহর (সাঃ) বলিয়াছেন :

ارسلت الى الاحمر والاسود و كان النبى يرسل الى قومه خاصة -

১। মুস্ঃ (১) ২৫০ পৃঃ।
২। মুস্ঃ (১) ৩০১ পৃঃ; কন্‌য (৬) ১০৯ পৃঃ।
৩। কসীর : ৪) ২৫০ পৃঃ; যাওয়ায়েদ : (৮) ২৫৮।
৪। মনসূর : (৫) ২০৭ পৃঃ।

আমি লোহিত ও কৃষ্ণের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, ইতিপূর্বে নবী নির্দিষ্টভাবে স্ব স্ব গোত্রের জন্য প্রেরিত হইতেন, [তাবারানী ও বাযযার]। ১

২২তম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

اعطيت خمسا لم يعطها احد قبلى من الانبياء جعلت لى الارض طهورا و مسجدا ولم يكن من الانبياء يصلى حتى يبلغ محرابه و نصرت بالرعب مسيرة شهر يكون بين يدى اى المشركين فيقذف الله الرعب فى قلوبهم و كان النبى يبعث لى خاصة قومه و بعثت انا الى الجن والانس و كانت الانبياء يعزلون الخمس فتجى النار فتاكله وامرت انا ان اقسمها فى فقراء امتى ولم يبق نبى الا اعطى شفاعة واخرت انا شفاعتى لامتى -

আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে, যেগুলি আমার পূর্বে নবীগণের মধ্যে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। আমার জন্য মাটিকে পবিত্র ও উপাসনালয় করা হইয়াছে। নবীগণ তাঁহাদের উপাসনার নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত নামায পড়িতে পারিতেন না এবং আমার সম্মুখস্থ এক মাসের পথের দুরত্ব পর্যন্ত সন্ত্রাসিত করার শক্তি আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে, মুশরিকগণের মনে সেই স্থান হইতেই আল্লাহ ত্রাসের সঞ্চার করিয়া থাকেন। নবীগণ আপনাপন গোত্রের জন্য বিশেষ করিয়া প্রেরিত হইতেন আর আমি দানব ও মানবের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি। নবীগণ যুদ্ধে লব্ধ সম্ভারের পঞ্চমাংশ পরিত্যাগ করিতেন আর আগুন আসিয়া তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিত কিন্তু আমি আমার উম্মতের দরিদ্রদের মধ্যে উহা বিতরণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি এবং সকল নবীকেই শাফাআতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা

১। যাওয়ায়েদ : (৮) ২৫৮ পৃঃ ; কন্‌য : (৬) ১০ পৃঃ।

তাহা অপূর্ণ রাখেন নাই কিন্তু আমি আমার শাফাআতের অনুমতিকে আমার উম্মতের জন্য স্থগিত রাখিয়াছি, [বাযযার]। ১

৬) আমর বিনে শুআইব-পিতা পিতামহ (রাযীঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীস :

২৩মত্ত হাদীস :

তবুক অভিযানের বৎসরে রসুলুল্লাহ (সাঃ) নৈশ নামাযের জন্য উত্থান করিলেন, তাঁহার একদল সহচর তাঁহার পশ্চাতে তাঁহাকে পাহারা দিবার জন্য সমবেত হইলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায সমাপ্ত করিয়া তাঁহাদের দিকে ঘুরিয়া বসিয়া বলিলেন :

لقد اعطيت الليلة خمسا ما اعطيهن احد قبلى : اما انا فارسلت الى الناس كلهم كافة عامة وكان من قبلى انما يرسل الى قومه -

অদ্য রজনীতে আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই : আমাকে সমগ্র মানবের জন্য ব্যাপকভাবে ও সার্বজনীনরূপে প্রেরণ করা হইয়াছে, আমার পূর্বে শুধু নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য রসূলকে প্রেরণ করা হইত, [আহ্‌মদ, হাকীম—তিরমিযী]। ১

ইবনে কসীর বলেন, এই হাদীসের সনদ উৎকৃষ্ট ও বলিষ্ঠ।

চ) আবু মুসা আশআরীর (রাযীঃ) বাচনিক বর্ণিত হাদীসসমূহ :

২৪তম হাদীস :

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

بعثت الى الاحمر والاسود -

১। যাওয়ায়েদ : (৮) ২৫৮ পৃঃ।

২। মুস : (২) ২২২ পৃঃ ; কন্‌য : (৬) ১০৯ পৃঃ। কসীর : (৪) ২৫০ পৃঃ।

আমি লোহিত ও কৃষ্ণের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, [আহ্‌মদ ও তাবারানী]। ১

হায়সমী বলেন, রাবীগণ সকলেই বুখারীর পুরুষ। ইবনে কসীর বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ্‌।

২৫তম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

من سمع بی من امتی یهودی او نصرانی فلم یؤمن بی لم یدخل

আমার উম্মতের মধ্যে, ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান, যে ব্যক্তি আমার কথা শ্রবণ করিবে অথবা আমার উপর ঈমান স্থাপন করিবেনা, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবেনা, [আহমদ ও মুসলিম]। ২

ছ) আবু উমামা বাহেলী (রাযীঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীসসমূহ :

২৬তম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

فضلنی ربی علی الانبیاء وقال علی الامم باربع : ارسلت الی الناس کافة وجعلت الارض کلها لی ولامتی مسجدا وطهورا فاینما ادرک رجلا من امتی الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره ونصرت بالرعب مسیرة شهر یقذف فی قلوب اعدائی واحل لنا الغنائم -

আমার প্রভু আমাকে নবীগণের উপর অথবা বলিলেন : সকল জাতির উপর চারিটি বিষয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন : আমি সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছি এবং আমার ও আমার উম্মতের জন্য সমস্ত মাটিকে উপাসনার স্থান ও পবিত্র করা হইয়াছে। আমরা উম্মতের যে কোন ব্যক্তির যে কোন স্থানে

১। মুস্ঃ (৪) ৪১৬ ; কনয্ঃ (৬) ১০৯ পৃঃ ; যাওয়ায়েদ ঃ (৮) ২৫৮ পৃঃ।
২। কসীর ঃ ৪ ২৫৪ পৃঃ।

নামাযের সময় উপস্থিত হইবে, সেই স্থানেই তাহার নিকট উপাসনার স্থান ও বিশুদ্ধ হইবার উপকরণ মওজুদ রহিয়াছে। আমাকে এক মাসের পথের দূরত্ব হইতে সন্ত্রাসিত করার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, আমার শত্রুদের মন ততদূর হইতেই সন্ত্রাসিত হইয়া উঠে এবং আমাদের জন্য যুদ্ধে লুণ্ঠিত সামগ্রীর উপভোগ বৈধ করা হইয়াছে, [আহ্‌মদ]। ১

২৭তম হাদীস :

এই রেওয়ায়তে প্রথমে মাটির পবিত্রতার কথা বলার পর উল্লিখিত হইয়াছে : আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি, [আহ্‌মদ]। ২

হায়সমী বলিয়াছেন, সনদের পুরুষগণ সকলেই বিশ্বস্ত। ৩

২৮তম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

ان الله بعثنی رحمة للعالمین وهدی للمتقین -

আল্লাহ আমাকে সমগ্র জগতের জন্য অনুকম্পা এবং মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, [আবু নঈম]। ৪

২৯তম হাদীস :

এই রেওয়ায়তেও রসূলুল্লাহর (সা.) উক্তি বর্ণিত হইয়াছে যে,

ارسلت الی الناس کافة -

আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি, [বায়হকী]। ৫

১। মুস্ঃ (৫) ২৫৮ পৃঃ। ২। মুস্ঃ (৫) ২৫৬ পৃঃ।
৩। যাওয়ায়েদ ঃ (৮) ২৫৯ পৃঃ। ৪। মনসুর ঃ (৫) ৩৪৩ পৃঃ।
৫। কনয্ঃ (৬) ১০০ পৃঃ।

৩০তম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন :

ارسلت الى الناس كافة -

আমাকে সমগ্র মানবের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে, [তাবারানী ও যিয়া মকদসী]। ১

৩১তম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন :

اعطيت اربعا لم يعطهن نبي قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر وبعثت الى كل ابيض واسود -

আমাকে চারিটি বিষয় দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয় নাই : এক মাসের দূরত্ব হইতে সন্ত্রাসিত করার ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হইয়াছে এবং আমি সমুদয় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, [তাবারানী]। ২

৩২তম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন :

ان الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وامرني ربي بمحو المعازف والمزامير والاوثان والصليب وامر الجاهلية -

আল্লাহ আমাকে সকল বিশ্বের জন্য অনুকম্পা ও সকল বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমার প্রভু আমাকে বাদ্যযন্ত্র, বাঁশী এবং প্রতিমা ও ক্রুশ এবং জাহেলী ব্যবস্থাসমূহকে নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দিয়াছেন, [তাবারানী]। ৩

১। কন্য: (৬) ১০৪ পৃ:।

২। কন্য: (৬) ১১০ পৃ: ; যাওয়ায়েদ: (৮) ২৫৯ পৃ:।

৩। কন্য: (৬) ১১১ পৃ:।

জ) আবদুল্লাহ বিনে মসউদ (রাযী:) এর বাচনিক বর্ণিত হাদীস :

৩৩তম হাদীস :

জরীর বিনে আবদুল্লাহর (রাযী:) প্রমুখাৎ বর্ণিত প্রথম হাদীসের ন্যায়। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন :

وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة -

ইতিপূর্বে নবীগণ শুধু তাঁহাদের স্বগোত্রের জন্য নির্দিষ্টরূপে প্রেরিত হইতেন, কিন্তু আমি মানবমণ্ডলীর জন্য সার্বজনীনরূপে প্রেরিত হইয়াছি, [আহমদ ও তাবারানী]। ১

(ঝ) আবুদ দরদা (রাযী:) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস :

৩৪তম হাদীস :

كانت بين ابي بكر وعمر محاورة، فاغضب ابو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه ابو بكر يساله ان يستغفر له، فلم يفعل حتى اغلق بابه في وجهه، فاقبل ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال ابو الدرداء ونحن عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما صاحبكم هذا فقد غامر - قال و ندم عمر على ما كان منه - فاقبل حتى سلم وجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم و قص على رسول الله عليه وسلم الخبر - قال ابو الدرداء : وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ابو بكر يقول : والله يا رسول الله لانا كنت اظلم ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل انتم تاركو لي صاحبي ؟ هل انتم تاركو لي صاحبي ؟ اني قلت : يا ايها الناس، اني رسول الله اليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال ابو بكر : صدقت -

আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যে কোন বিষয়ে তর্কবিতর্ক হয় এবং আবু বকরের কথায় উমর চটিয়া

১। কন্য: (৬) ১০০ পৃ:।

উঠেন এবং রাগান্বিত অবস্থায় তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যান। আবু বকর উমরের নিকট ক্ষমা চাহিতে চাহিতে তাঁহার অনুসরণ করেন কিন্তু উমর তাঁহাকে ক্ষমা না করিয়া তাঁহার মুখের উপর নিজের গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দেন। তখন আবু বকর রসূলুল্লাহর (সা:) নিকট উপস্থিত হন, আবুদ দরদা বলিতেছেন: আমরা রসূলুল্লাহর (সা:) নিকট অবস্থান করিতেছিলাম। হযরত (সা:) আবু বকরকে দেখিয়া বলিলেন, তোমাদের সহচরকে বিপন্ন বোধ হইতেছে। আবুদ দরদা বলেন যে, ইতিমধ্যে উমর স্বীয় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইয়া রসূলুল্লাহর (সা:) নিকট আগমন করিয়া সালাম করিলেন এবং হযরতের নিকট উপবেশন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। আবুদ দরদা বলিতেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা:) রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং আবু বকর বলিতে লাগিলেন হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ শপথ, আমি বেশী অপরাধী! রসূলুল্লাহ (সা:) বলিতে লাগিলেন: তোমরা আমার সহচরকে ছাড়িয়া দিবে? তোমরা আমার সহচরকে পরিত্যাগ করিবে? আমি যখন বলিয়াছিলাম, হে মানবগণ, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল রূপে আগমন করিয়াছি, তখন তোমরা আমাকে বলিয়াছিলে, আপনি মিথ্যা বলিতেছেন, আর আবু বকর বলিয়াছিল, আপনি সত্য বলিতেছেন, [বুখারী]। ১

(ঞ) সায়েব বিনে ইয়াযীদ (রাযী:) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস:

৩৫তম হাদীস:

রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন:

بعثت الى الناس كافة -

পাঁচটি বিষয়ে নবীগণের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছি, আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি, [তাবারানী]। ২

১। বুখারী, তফসীর (ফত্‌হসহ ৮: ২২৮ পৃ:।

২। কনুষ: (৬) ১০৩ পৃ:; যাওয়ায়েদ: (৮) ২৫৯ পৃ:।

(ট) আলী বিনে আবি তালিব (রাযী:) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ:

৩৬তম হাদীস:

রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন:

ان الله بعثني الى كل احمر و اسود -

আল্লাহ আমাকে সকল রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, [ইবনে আছাকির]। ১

৩৭তম হাদীস:

রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন:

ارسلت الى الابيض والاسود والاحمر -

আমি শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণকায় ও রক্তবর্ণদের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, [আসকরী (আমসা:ল)]। ২

(ঠ) মুসাউওয়া'র বিনে মখরমার বাচনিক বর্ণিত হাদীস:

৩৮তম হাদীস:

রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন:

ان الله تعالى بعثني رحمة للناس كافة فادوا عني رحمكم الله ولا تختلفوا -

আল্লাহ আমাকে সমগ্র মানবের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আমার পক্ষ হইতে তোমরা ঘোষণা করিয়া দাও, আল্লাহ তোমাদিগকে দয়া করুন, তোমরা মতভেদ করিওনা, [তাবারানী]। ৩

১। কনুয: (৬) ১০৪ পৃ:।

২। কনুয: (৬) ১০৯ পৃ:।

৩। কনুয: (৬) ১১১ পৃ:।

(ড) আবদুল্লাহ বিনে উমর (রাযীঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস :

৩৯তম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

بعثت الى الناس كافة : الاحمر والاسود، وانما كان يبعث كل نبى الى قريته -

আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হইয়াছে, আমার পূর্বে কোন নবীকে সেগুলি প্রদত্ত হয় নাই : আমি সমগ্র মানবের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, লাল ও কাল ; সমুদয় নবী (ইতিপূর্বে) শুধু আপন জনপদের জন্য প্রেরিত হইতেন, [তাবারানী ও হাকীম—তিরমিযী]। ১

হায়সমী বলেন, সনদের অন্যতম ব্যক্তি ইসমাঈল বিনে ইয়াহয়া বিনে কোহায়ল দুর্বল। ২

(ঢ) আনাস বিনে মালিক (রাযীঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীস :

৪০তম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

ان الله بعثنى رحمة للعالمين و هدى للعالمين -

আল্লাহ আমাকে সকল বিশ্বের জন্য অনুকম্পা ও সকল বিশ্বের জন্য পথ প্রদর্শক করিয়া পাঠাইয়াছেন, এবং আমার প্রভু আমাকে বাদ্য যন্ত্র, বাঁশী এবং প্রতিমা, ক্রুশ ও জাহেলী ব্যবস্থাসমূহকে নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দিয়াছেন. [তাবারানী, হাসান বিনে সুফ্‌ইয়ান, ইবনে মাজাহ, আবু নঈম ও ইবনুন্‌নজ্জার]। ১

(ণ) আবু আবদুল্লাহ সওবান (রাযীঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস :

৪১তম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

ان الله زوى فى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتى سيبلغ ملكها مازوى لى منها -

১। কন্‌য : (৬) ১০৯ পৃঃ। ২। যাওয়ায়েদ : (৮) ৩৫৮ পৃঃ।

আল্লাহ আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে সংকুচিত করিলেন, আমি তাহার পূর্ব ও পশ্চিম দিকসমূহ দর্শন করিলাম, ভূপৃষ্ঠের যতদূর আমার জন্য সংকুচিত করা হইয়াছিল, ততদূর আমার উম্মতের রাজ্য প্রসারিত হইবে, [আহ্‌মদ, মুস্‌লিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্]। ১

শায়খুল ইসলাম ইবনে তয়মিয়াহ বলেন :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহার প্রচারজীবনের সূচনাতেই উক্ত সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন অর্থাৎ মক্কাজয়ের পূর্বে তাঁহার সহচর-বৃন্দের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য ছিল, কিন্তু তিনি যেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সেইরূপই ঘটিয়াছিল। তাঁহার উম্মতের রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তার লাভ করিয়াছিল কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণে পূর্ব ও পশ্চিমের তুলনায় বিস্তৃত হয় নাই, কারণ তাঁহার উম্মত সর্বাপেক্ষা সমতাপ্রাপ্ত ও সাম্যবাদী (اعدل) ; সুতরাং পৃথিবীর মধ্যাংশের দেশ সমূহে তাঁহার তব্‌লীগ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, [আল্ জওয়াবুস্ সহীহ : (৪) ১৩৭ পৃঃ]।

ত) আবু সঈদ খুদরীর (রাযীঃ) বাচনিক বর্ণিত হাদীস :

৪২তম হাদীস :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

بعثت الى الاحمر والاسود و انما كان النبى يبعث الى قومه -

আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে, যেগুলি আমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই, আমি রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণকায়দের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি। নবীগণ ইতিপূর্বে শুধু আপন গোত্রের জন্য প্রেরিত হইতেন, [তাবারানী]।

হায়সমী বলেন : ইহার সনদ হাসান। ২

১। মুসলিম : (২) ৩৯০ ; কন্‌য : ৬ ৯২ পৃঃ।

২। যাওয়ায়েদ : (৮) ২৬৯ পৃঃ।

রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণাঙ্গের তাৎপর্য :

বর্ণিত হাদীসসমূহে বারম্বার "রক্তবর্ণ" الاحمر ও "কৃষ্ণবর্ণ" الاسود শব্দ দুইটি উল্লিখিত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাযীঃ) শিষ্য মুজাহিদ বলেন যে, কৃষ্ণবর্ণের তাৎপর্য জ্বিন আর রক্তবর্ণের অর্থ মানুষ। অন্যান্যরা বলেন : শব্দ দুইটির অর্থ আরব ও আরবের বহির্ভূত জাতিবৃন্দ। হাফিয ইবনে কসীর বলিয়াছেন যে, উভয় প্রকার অর্থই সঠিক, [তফসীর : (৭) ২২ পৃঃ]।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতার সংবাদ সকল অতিক্রান্ত জাতির নিকট যুগে যুগে তাহাদের নবীরা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সংবাদ ইয়াহুদ ও খৃষ্টানের প্রথম পুরুষ ইসরাঈল বা হযরত ইয়াকুবের (আঃ) বাচনিক নিম্নলিখিত ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল :

The Sceptre shall not depart from Judah, nor lawgiver from between his feet, untill Shiloh come and unto him shall the gathering of the people be. [The Old Testament, Genesis, ch. 49 ; 10.]

যিহুদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণ-যুগলের মধ্য হইতে বিচার দণ্ড যাইবেনা, যে পর্যন্ত শীলো না আইসেন ; জাতিগণ তাঁহারই আজ্ঞাবহতা স্বীকার করিবে, [আদি পুস্তক : ৪৯ ; ১০]।

১৭২২—১৮৩১ ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের আরাবী অনুবাদে কথিত হইয়াছে :

حتى يجئ الذى الكل (شيلوه) واياه تنتظر الامم -

যে পর্যন্ত তিনি আগমন না করেন যাহার জন্য সমস্তই (শীলো) এবং তাঁহারই জন্য জাতিসমূহ অপেক্ষা করিতেছে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের অনুবাদে আছে :

واليه تجتمع الشعوب -

যতক্ষণ না তিনি আগমন করেন যাঁহার জন্য সমুদয় গোত্র সমবেত হইবে।

যাঁহার আগমন বার্তা হযরত ইয়াকুব প্রদান করিয়াছেন, তিনি নিশ্চিতরূপে হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ব্যতীত আর কেহই নহেন, কারণ রাজদণ্ডধারী যিহুদার বংশে হযরত মুসা ব্যতীত, আর শরীঅতধারীরূপে হযরত মুসার পর উক্ত বংশে হযরত ঈসা আলায়হিস্সালাম ব্যতীত আর কেহ আগমন করেন নাই। হযরত ইয়াকুব শেষ যুগের (Last days—Verse) সংবাদ প্রদান করিতেছেন এবং হযরত মুসা ও হযরত ঈসার পর শেষযুগের নবী মোহাম্মদ আলায়হিস্সালাতো—ওয়াস্সালাম ব্যতীত অন্য কোন রাজদণ্ড ও বিচারদণ্ডধারীর আবির্ভাব ঘটে নাই। অধিকন্তু একমাত্র তাঁহার জন্যই সমস্ত জাতির সমাবেশ ঘটিয়াছিল, কারণ নবীগণের মধ্যে একমাত্র তিনি বংশ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানবের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। ইসরাঈলী অথবা অন্য কোন নবীর যুগে মানবজাতির সমুদয় গোত্রের সমাবেশ দর্শন করার আশা সুদূর পরাহত ছিল।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তয়মিয়াহর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের 'মধুরেণসমাপয়েৎ' করিব।

ومن المعلوم بالضرورة لكل من علم احواله وبالنقل المتواتر الذى هو اعظم تواترا مما ينقل عن موسى و عيسى وغيرهما عليهم السلام وبالقرآن المتواتر عنه وسنته المتواترة عنه وسنة خلفائه الراشدين من بعده انه صلى الله عليه وسلم ذكرانه ارسل الى اهل الكتب : اليهود والنصارى كما ذكرانه ارسل الى الاميين رسولا - بل انه ارسل الى جميع بنى أدم : عربهم وعجمهم من الروم والفرس والترك والهند والبربر والحبشة وسائر الامم، بل انه ارسل الى الثقلين : الجن والانس جميعا - وهذا كل من الامور الظاهرة المتواترة عنه التى اتفق على نقلها عنه اصحابه مع كثرتهم و تفرق ديارهم واحوالهم، وقد

صحبه عشرات الوف لا يحصى عددهم على الحقيقة الا الله تعالى ونقل ذلك عنهم التابعون وهم اضعاف الصحابة عدداً ثم ذلك منقول قرنا بعد قرن الى زمننا مع كثرة المسلمين وانتشارهم فى مشارق الارض ومغاربها - وهو الذى اخبر عن الله تبارك وتعالى بكفر من لم يؤمن به من اهل الكتاب وغيرهم وانهم يصلون جهنم وساءت مصيرا -

যাহাদের নিকট রসূলুল্লাহর (সাঃ) অবস্থা বিদিত রহিয়াছে এবং হযরত মূসা ও ঈসা আলায়হিমাস্ সালাম প্রভৃতির উক্তি যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তদপেক্ষা অধিকতর পৌনঃপুনিকভাবে বর্ণিত উক্তি সমূহ এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক পৌনঃপুনিকভাবে বর্ণিত কুরআন এবং পৌনঃপুনিকভাবে বর্ণিত তাঁহার সুন্নত এবং তাঁহার পর তদীয় হেদায়তপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নত সম্বন্ধে যাঁহারা অভিজ্ঞতা রাখেন, তাঁহারা নিশ্চিতরূপে অবগত আছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন: তিনি যেমন নিরক্ষরগণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন তদ্রূপ ইয়াহুদী ও খৃষ্টান গ্রন্থধারী (আহ্‌লে-কিতাব)-গণের জন্যও রসূলরূপে আগমন করিয়াছিলেন, বরং তিনি সমগ্র মানব সন্তানের জন্য আরব, আজম, ইউরোপ, পারস্য, তুরস্ক, হিন্দ, বর্বর (নিউবিয়া), আবিসিনিয়া প্রভৃতি স্থানের সকল জাতির জন্য রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এ কথা প্রকাশ্য ও পৌনঃপুনিকভাবে রসূলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে এবং উল্লিখিত উক্তি সম্পর্কে তাঁহার সহচরবৃন্দ একমত হইয়াছেন অথচ তাঁহাদের সংখ্যা প্রচুর ছিল এবং তাঁহাদের অবস্থা বিভিন্নরূপী এবং তাঁহারা বিভিন্নদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, দশ লক্ষের অধিক লোক রসূলুল্লাহর (সাঃ) সহচর ছিলেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেহই অবগত নহেন। পুনশ্চ উল্লিখিত উক্তি তাঁহাদের নিকট হইতে তদীয় শিষ্যমণ্ডলী তাবেয়ীগণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা আবার সাহাবাগণ

অপেক্ষাও বহুগুণ অধিক। অতঃপর যুগের পর যুগ ধরিয়া মুসলমানগণের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত তাহাদের বিস্তৃতি সত্ত্বেও উল্লিখিত উক্তি আমাদের সময় পর্যন্ত (৭০০ হিজরী) বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। ইয়াহুদী ও নাসারা এবং অন্যান্য যেসকল ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতাকে বিশ্বাস করেনা, তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, তাহারা কাফির এবং তাহারা দোযখবাসী এবং দোযখ অতিশয় জঘন্য বাসস্থান. [আল্-জওয়াবুস্ সহীহ: (১) ৪৯ পৃঃ]।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একটি ভ্রান্তির অপনোদন

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিশ্ববাসীর অনুসরণের জন্য যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনব্যবস্থা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন এবং তিনি স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁহার পবিত্র জীবনাদর্শ এবং মদীনায় স্থাপিত ইস্‌লামী নবরাষ্ট্রের ভিতর দিয়া যাহা রূপায়িত করিয়াছিলেন, সেই ইস্‌লামী শরীঅতের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করার বাসনায় এবং সস্তা উদারতার ডিগ্রী লাভ করার উদ্দেশ্যে একদল লোক কুরআন হইতে কতকগুলি আয়াত বাছিয়া বাহির করিয়া প্রমাণিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করার জন্য হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা আলায়হিস্‌সালাতো ওয়াস্‌সালামের রিসালতকে মান্য করিয়া লওয়া এবং তাঁহার প্রদত্ত আইনকানুনের অনুসরণ করিয়া চলা আবশ্যক নয়। তাঁহাদের বিবেচনায় সৃষ্টিকর্তাকে মানিয়া লইয়া স্ব স্ব পিতৃ-পিতামহগণের পরিগৃহীত ধর্মশাস্ত্রের বিধিবিধান প্রতিপালন করিলে অথবা যেগুলি সর্বসম্মত সত্য ও সৎকার্য সেইগুলির অনুসরণ করিয়া চলিলেই যেকোন ধর্মীয়সমাজ অথবা মানুষকে সঠিকপথের পথিকরূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

উল্লিখিত অভিমতটি একাধারে যুক্তির দিক দিয়া যেরূপ অচল, কুরআনী শিক্ষার দিক দিয়াও তদ্রূপ উহা সম্পূর্ণ অসত্য। সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সরল-হৃদয় ব্যক্তিদিগকে বিভ্রান্তির এই মোহজালে জড়িত হইতে দেখিয়া আমরা উল্লিখিত অভিনব সংস্কারবাদীগণের দলীল প্রমাণগুলি সংক্ষেপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ক) এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানে প্রত্যেক সমাজের ভিতর অল্প বিস্তর বৈষম্য পরিলক্ষিত হইলেও ধর্মের মৌলিক আদর্শ ও শিক্ষার মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন ঐশী ধর্মসমূহে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উপেক্ষা, সাময়িক প্রয়োজন, সহনশীলতা ও দলীয় স্বার্থপরতার চাপে পড়িয়া পৃথিবীর সকল সমাজের ধর্মে ও শাস্ত্রে ন্যায় অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা এবং সঠিক ও প্রক্ষিপ্তের এরূপ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে যে, কোন ধর্ম-শাস্ত্রের সত্যকার বাস্তব রূপ ও ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারসাধন কার্যতঃ একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মূল বৈদিক ধর্মের সহিত প্রতিমাপূজকদের মতবাদ ও আচারের যে জগাখিচুড়ি পরিদৃষ্ট হয় এবং যে দুইটি পরস্পর বিরোধী ধর্ম-স্রোত আজ একই খাতে প্রবাহিত হইতেছে, এতদুভয়ের মধ্যে মূল ও শাশ্বত ধর্মের বিধান ও শাস্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলি বাছিয়া বাহির করিবে কে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন সমাজেরই মৌলিক সত্যতাকে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু সেই মৌলিক সত্যতাকে সঠিকভাবে নির্ণয় করার কষ্টিপাথর তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কুরআনের সুরত-আন্‌নহলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারিত হইয়াছে যে,

وما انزلنا عليك الكتب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه۔

হে রসূল (সাঃ)! আমি আপনার নিকট শুধু এই উদ্দেশ্যেই মহিমান্বিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি যে, আপনি মানব সমাজের ভিতর তাহাদের মতভেদের নিরসনকল্পে উহা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবেন, [৬৪ আয়াত]।

সুরত-আল্ বাকারায় কুরআনকে অবতীর্ণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য স্বরূপ বলা হইয়াছে,

وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ -

মনুষ্য সমাজ যেসকল বিষয়ে মতভেদ করিয়াছে, সেইগুলির মীমাংসার জন্যই পরম সত্য স্বরূপ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে, [২১৩ আয়াত]।

সূরত আল্ মায়েদায় কুরআনকে পূর্ববর্তী গ্রন্থের রক্ষয়িতা (মুহায়মিন) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

আল্লাহ বলিয়াছেন,

وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ -

হে রসূল (সাঃ), আমি আপনার নিকট সত্যসহকারে মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, ইহা পূর্ববর্তী গ্রন্থের তস্‌দীককারী ও রক্ষয়িতা, [৪৮ আয়াত]।

অতঃপর কোন জাতি, দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের মৌলিক সত্যতার মর্মকেন্দ্ররূপী রসূলুল্লাহর (সাঃ) রিসালতের আকীদায় সম্মিলিত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমুদয় সত্য মিথ্যা, প্রক্ষেপ ও বিক্ষেপের সংমিশ্রণ দ্বারা কাহারো পক্ষেই বাস্তব সত্যের সন্দর্শন লাভ সম্ভবপর হইবেনা। একমাত্র কুরআনেই দৃপ্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে যে,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ -

উহাকে সকল প্রকার ভ্রান্তি, প্রক্ষেপ, জালিয়াতী ও অশুদ্ধতার হস্ত হইতে হিফাযত করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করিয়াছেন, [আল্ হিজ্‌র : ৯ আয়াত]।

খ) ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানবসমাজকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখা নয়। এক ও অভিন্ন সৃষ্টিকর্তার সন্তান ও দাসানুদাসরূপে সমগ্র মানবসমাজকে এক ও অভিন্ন জাতিতে পরিণত করাই ধর্মের সত্যকার সার্থকতা। মানববুদ্ধির অপরিপক্বতা, সাগর ও পর্বত প্রভৃতির বাধা উল্লঙ্ঘন করার অক্ষমতা, বিভিন্ন ভাষার দুর্বোধ্যতা, সময় ও স্থানের দুরন্ত অতিক্রম করার অপারগতা, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানবসমাজকে ধর্মের এই মহান উদ্দেশ্যে সমবেত করার পথে অন্তরায় ছিল। এই সকল বাধাবিঘ্ন বিদূরিত হওয়ার পরও যদি পৃথিবীর মানবসন্তান তাহাদের অপরিপক্ক ও অপরিণত মান ও দেহের উপযোগী স্ব স্ব ধর্ম ও শাস্ত্র লইয়াই পৃথক পৃথক ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকে, তাহাহইলে প্রলয়কাল পর্যন্ত মানবত্বের মহা-সম্মেলনের স্বপ্ন কোনদিন বাস্তবতাররূপ পরিগ্রহ করিতে পারিবেনা। যাহারা প্রত্যেক ধর্মেরই পরস্পর বিরোধী মতবাদ, আচার ও অনুষ্ঠানকে সত্য বলিয়া স্বীকৃতি দান করিয়া থাকে এবং প্রত্যেক পরস্পর বিরোধী পদ্ধতিকেই মুক্তির সহায়করূপে বিশ্বাস করে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে মানব-সমাজের শত্রুমাত্র। মানবীয় ভ্রাতৃত্বের সাগরতীর্থে দেশ ভাষা, বর্ণ, অবস্থা, বংশ ও ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানবসন্তানকে মিলিত হইবার জন্য একমাত্র হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) আহ্বান জানাইয়াছেন। One Nation Theory অর্থাৎ এক জাতীয়তার পরিকল্পনার আধুনিক শ্লোগান যদি ক্ষুদ্র ও দুর্বল মানবসন্তানদিগকে শোষণ ও গলাধঃকরণ করার প্রোপাগাণ্ডা মাত্র না হয়, তাহাহইলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁহার বহু বিশ্রুত ভ্রাতৃত্বের আহ্বানকে মান্য করিয়া লওয়া ছাড়া কাহারো গত্যন্তর নাই।

গ) তারপর সর্বসম্মত সত্য ও সর্ববাদীসম্মত সৎকার্যের ব্যাখ্যাই বা কি? আধুনিক জগতে সমূহবাদী দর্শনশাস্ত্রে সমুদয় সত্য ও মিথ্যাকেই সাময়িক এবং আপেক্ষিক (Relative) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

ইতিহাসের সৃষ্টিযুগ হইতে এযাবতকাল সত্য ও মিথ্যার যে মূল্য ও মান মানব সমাজ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, সমাজ ও গার্হস্থ জীবনের যেসকল নীতি-নৈতিকতাকে তাহারা স্ব স্ব জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, সমস্তেরই গোড়ায় ঘুণ ধরিতে ও সমস্তই ওলট-পালট হইয়া যাইতে বসিয়াছে। সততা, বিশ্বস্ততা ও শালীনতার ভাবগুলি এখন নির্বোধ দলের অভিধানে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। প্রলয় উষার এই মৃত্যুরোলে সর্বসম্মত সত্যের মৌলিকতা আবিষ্কার করিবে কে ? স্বার্থসর্বস্ব আত্মদ্রোহী নির্দিষ্ট কোন মানবগোষ্ঠীর হস্তে সর্বসম্মত সত্যের নীতি আবিষ্কারের অধিকার প্রদান করার বিষময় ফল ইউরোপের তথাকথিত রেনেসাঁ হইতে আজ পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তেই অসহায় দুর্বল মানবসন্তান মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছে। সুতরাং যুক্তি ও ইতিহাসের সাক্ষ্যদ্বারা ইহা সন্দেহাতীতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচারক আসমানী প্রত্যাদেশের ধারক ও বাহক হযরত মোহাম্মদ মুসতফার (সাঃ) প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন ব্যতিরেকে কাহারো পক্ষে কোন সর্বসম্মত সত্যের সন্ধান লাভ করা সম্ভবপর নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের প্রতি উল্লিখিত আস্থাহীন দলটি তাঁহাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য কুরআনের যেসকল আয়াত তাঁহাদের অভিমতের পোষকতায় সমুপস্থিত করিয়া থাকেন, আমরা বক্ষমান পরিচ্ছেদে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

তাঁহারা বলেন, কুরআনের সূরত-আলবাকারার ৬২ আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين

من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم

عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون -

যাহারা মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই হউক অথবা ইয়াহুদরাই হউক কিংবা খ্রীষ্টানরাই হউক কিংবা সাবেয়িনই (১) হউক, যে কেহই হউকনা কেন, যে কেহ আল্লাহ এবং চরম দিবসের উপর ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং সদাচারশীল হইয়াছে, তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবশ্যই লাভ করিবে। তাহাদের জন্য ভয় এবং ভাবনার কোনই কারণ রহিবেনা। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, মুক্তিলাভের জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় হইতেছে মাত্র তিনটি বস্তু : সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস, কর্মফলে আস্থা এবং সৎকার্যের আচরণ। রসূলুল্লাহর (সাঃ)

১। সেন্ট জনের ভক্তদলের অন্যতম সম্প্রদায়—এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা।

প্রতি কাহারো বিশ্বাস থাকুক কি না থাকুক, উপরিউক্ত তিনটি বিষয় যাহারা মানিয়া লইবে, তাহারা খ্রীষ্টান হউক, ইয়াহুদী হউক, মুসলিম হউক, যে কোন ধর্মের অনুসারী হউক—তাহারা মুক্তির অধিকারী হইবে।

উল্লিখিত আয়াতের বর্ণিতরূপ ব্যাখ্যা এবং প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত সমস্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ও দুরভিসন্ধিমূলক। কুরআনে মুক্তির-পদ্ধতি স্বরূপ নানাস্থানে প্রয়োজন ভেদে এবং বর্ণনা পদ্ধতির চাহিদা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই আয়াতে যেরূপ আল্লাহ এবং পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস এবং সদাচরণকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, সূরত-ইউনুসের ৬৩ আয়াতে সেই-রূপ শুধু ঈমান এবং সাধুতার জীবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, পারলৌকিক জীবনের কোন কথাই উক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয় নাই।

আল্লাহ বলিয়াছেন :

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون' الذين

امنوا وكانوا يتقون-

তোমরা অবহিত হও যে, যাহারা আল্লাহর মিত্র তাহাদের জন্য ভয় এবং ভাবনা নাই, তাহারা আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল এবং সাধুতার অনুসারী। আবার সূরত হা-মীম আস্‌সিজদার ৩০ আয়াতে শুধু আল্লাহকে প্রভুরূপে মানা করিয়া লওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে, এই স্থানে মতবাদ ও আচরণের অন্য কোন কথাই উল্লিখিত হয় নাই।

আল্লাহ বলেন :

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا' تتنزل

عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا

بالجنة -

"ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা বলিয়াছে—আল্লাহ আমাদের প্রভু! এবং এই উক্তির উপর দৃঢ় রহিয়াছে, ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং বলেন, তোমরা ভয় ও ভাবনা করিওনা এবং তোমরা বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর"। আবার সূরত আল্-বাকারার ১৭৭ আয়াতে সত্যবাদী এবং সাধুগণের জন্য অনেকগুলি বিষয়ের অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ এবং পারলৌকিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতা, ঐশী গ্রন্থ এবং নবীগণের প্রতিও আস্থা স্থাপন করিতে হইবে। আত্মীয়স্বজন, অনাথ দরিদ্র, পথিক ও ভিক্ষুক এবং ঋণগ্রস্ত-দিগকে স্বীয় সম্পদের অংশীদার করিতে হইবে। নামাযের প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, প্রতিশ্রুতিপালন এবং অভাব অভিযোগে ও দুঃখ কষ্টে ধৈর্যালম্বন করিতে হইবে।

আল্লাহ বলেন :

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتب

والنبيين واتى المال على حبه ذوى القربى واليتمى

والمسكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام

الصلوة و اتى الزكوة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين

صدقوا و اولئك هم المتقون -

শুধু পূর্বে বা পশ্চিমে তোমাদের মুখমণ্ডল ঘুরাইবার কার্যে কোন মঙ্গল নাই। পক্ষান্তরে প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী তাহারা, যাহারা আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি, ফেরেশতা ও গ্রন্থের এবং নবীগণের প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং আল্লা'র প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, পথিক, ভিক্ষুক এবং যাহাদের স্কন্ধ আবদ্ধ, তাহাদিগকে স্বীয় ধন প্রদান করিয়াছে, নামায প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং যাকাত দিয়াছে এবং যাহারা অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের অঙ্গীকার পালন করিয়া থাকে, যাহারা অভাবের তাড়নায় ও পীড়ার প্রকোপে ও শত্রুদের সম্মুখীন হইতে ধৈর্য অবলম্বন করে ; প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সত্যবাদী এবং তাহারাই সত্যকার সাধু, [আলবাকারা, ১৭৭ আয়াত]।

আবার সুরত আন্ নিসায় আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণ, ঐশীগ্রন্থসমূহ, রসুলগণ এবং শেষ দিবসের প্রতি আস্থাহীনদিগকে স্পষ্টভাবেই পথভ্রষ্ট বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

আল্লাহ বলিয়াছেন :

و من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم

الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا -

যাহারা আল্লাহকে এবং তাঁহার ফেরেশতাগণকে এবং তাঁহার গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁহার রসুলদিগকে এবং শেষ দিবসকে অবিশ্বাস করিল, তাহারা নিশ্চিতরূপে পথভ্রষ্টতার বহু নিম্নে নিপতিত হইয়াছে, [:৩২ আয়াত]।

পুনশ্চ সুরত আল-মুজাদলায় আল্লাহর প্রতি এবং চরম দিবসের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ যাহারা তাহাদের নিদর্শন উল্লিখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ এবং রসুলের বিপক্ষদলের সহিত তাহারা কিছুতেই বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়না।

আল্লাহ বলেন :

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد

الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم

او عشيرتهم -

হে রসুল! যে জাতি আল্লাহকে বিশ্বাস করিয়াছে এবং শেষ দিবসের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছে, আপনি কদাচ তাহাদিগকে আল্লাহ এবং তদীয় রসুলের প্রতিরোধকারী দলের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে দেখিবেননা। সে প্রতিরোধকারীদল তাহাদের পিতৃপিতামহগণ হউক অথবা তাহাদের বংশধররাই হউক অথবা তাহাদের ভ্রাতৃদলই হউক অথবা তাহাদের আত্মীয়স্বজনগণই হউক, [২২ আয়াত]।

ফলকথা—সুরত আলবাকারার ৬২তম আয়াতের সাহায্যে ইহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করা যে, আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য রসুলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের প্রতি আস্থা স্থাপন করা অপরিহার্য নয়—চরম মূর্খতার পরিচায়ক। কারণ কুরআনের উল্লিখিত আয়াতগুলি পাঠ করিয়া দেখিলে খুব সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, ঈমান ও আধ্যাত্মিক

মুক্তি লাভের উপায় স্বরূপ কুরআনের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নরূপ শর্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। উল্লিখিত শর্তগুলির সমষ্টিগতভাবে অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্যই কুরআন মানব সমাজকে আহ্বান জানাইয়াছে। বর্ণিত শর্তসমূহের কোনটিকে বাদ দিয়া মতলব মত যে কোনটিকে অগ্রগণ্য করা প্রবৃত্তিপরায়ণতার পরিচায়ক হইলেও সততা ও বিশ্বস্ততার লক্ষণ নয়। সুরত আল-বাকারার উল্লিখিত আয়াতে শুধু এই কথার উপরেই যোর দেওয়া হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) পূর্ববর্তী ধর্ম-সমূহের অনুসরণকারীগণ এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) যাঁহারা অনুগামী হইয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন, তাঁহারা কেহই শুধু ধর্মের ঢাক পিটাইয়া বা কোন দলবিশেষের শ্লোগান গাহিয়া মুক্তির অধিকারী হইবেননা। রসূলুল্লাহর (সাঃ) পূর্ববর্তীগণ এবং তাঁহার অনুসরণকারী-গণের মধ্যে যাঁহারাই আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হইয়াছেন এবং সাধুতার জীবন অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মুসার উম্মত হউন অথবা ঈসার উম্মত হউন অথবা রসূলুল্লাহর (সাঃ) উম্মত হউন, সকলেই জাতি ও দল নির্বিশেষে মুক্তির অধিকারী হইবেন। কিন্তু এই আয়াতে কুত্রাপি একথা বলা হয় নাই যে, মুসা এবং ঈসা এবং অন্যান্য রসূল আলায়হিমুস্‌সালামের দলভুক্তরা হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর আগমনের পরও তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন না করা সত্ত্বেও মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং এইরূপ অপব্যাখ্যা সরলমতি অজ্ঞ মুসলমানদিগকে বিভ্রান্ত করার একটি ষড়যন্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মোহাম্মদী নবুওতের শত্রুদল সুরত আল বাকারার একশত অষ্টচত্বারিংশ আয়াতটিও তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাহায়ক স্বরূপ উপস্থিত করিয়া থাকেন।

এই আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন :

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ
مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا -

প্রত্যেকরই এক একটি দিক রহিয়াছে, যেদিকে সে স্বীয় মুখ ফিরাইয়া থাকে। অতএব তোমরা সৎকার্য সাধনে ধাবিত হও, তোমরাযেস্থানেই থাকনা কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকেই সন্নিবেশিত করিবেন।

নবুওতে মোহাম্মদীর শত্রুদল অজ্ঞ জনসাধারণকে বুঝাইয়া থাকেন যে, উল্লিখিত আয়াতের তাৎপর্য অনুসারে ইবাদত ও উপাসনার ভিতর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিকে গুরুত্বদান করিতে কুরআনে নিষেধ করা হইয়াছে। মানুষ যেকোন ধর্মের অনুসরণকারী হউকনা কেন এবং ইবাদত ও উপাসনার যেকোন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলুক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। সৎকার্য সাধন করিয়া যাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ইহাকেই কুরআনে মুক্তির উপায়রূপে অভিহিত করা হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অপরূপ ব্যাখ্যার সহিত কুরআনের উল্লিখিত আয়াতের যাহা সত্যিকার সম্পর্ক, তাহা 'ভানুমতির খাম্বা'র অতিরিক্ত নয়। উল্লিখিত আয়াতে ইবাদত ও উপাসনা পদ্ধতির কোন নাম

নিশানাও নাই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় শুভ পদার্পণ করার পরও কিছুদিন যাবৎ পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণে বায়তুল মকদ্দসের সখ্‌রার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতেন। কিন্তু উল্লিখিত নবীগণের আদিপুরুষ ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলায়হিমাস্‌সালাম কা'বার দিকে মুখ করিতেন। খ্রীষ্টানগণ সখ্‌রা পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাভিমুখী হইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীগণের কিবলাও বিভিন্ন দিকে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ইয়াহুদ ও খ্রীষ্টানগণের কিবলা পরিহার করিয়া আল্লাহর নির্দেশ মত স্বীয় আদি পিতা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের পরিগৃহীত কিবলার দিকে মুখ ফিরাইয়া নামায আরম্ভ করিয়া দিলেন, তখন ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানগণ হযরতের (সাঃ) আচরণে অতিশয় রুষ্ট হইয়া নানাবিধ বিরূপ মন্তব্য করিতে লাগিল। আল্লাহ এই সকল বাদানুবাদের সমাধানকল্পে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আল্লাহর তওহীদ এবং পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস এবং কর্মফলের প্রতি আস্থা স্থাপনের ন্যায় নির্দিষ্ট কোন দিকের অনুগামী হওয়া ধর্মের এরূপ কোন অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ নয় যে, তজ্জন্য ইয়াহুদ ও খ্রীষ্টানদলের এতটা হট্টগোলের কারণ হইতে পারে। কারণ তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণও এমন কি স্বয়ং তাঁহারাও এক কিবলায় সম্মিলিত হইতে পারেন নাই। আল্লাহ স্বীয় অপরিসীম অনুগ্রহে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ধর্মকেন্দ্র ও নাভিস্থলকে মুসলিম জাতির কিবলা-রূপে মনোনীত করিয়া নিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে বাদানুবাদ ও কলহ-বিবাদ নিরর্থক। এই সকল ব্যবহারিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে বাগবিতণ্ডা পরিহার করিয়া আল্লাহর ওয়াহীর অনুসরণ করিয়া চলাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। যেমন, কোন্‌ নামাযের রাকআতের সংখ্যা কত হইবে, রুকূ একবার আর সিজদা দুইবার হইবে কেন, এ সকল বিষয়ে তর্কবিতর্ক না করিয়া আল্লাহর ওয়াহীর অনুসরণ করিয়া চলাই বিশ্বাসপরায়ণগণের কর্তব্য। ইহার পরিবর্তে আল্লাহর প্রীতি অর্জন করিতে হইলে কোন দিক বিশেষের পূজা ও প্রণতি উপকারী হইবেনা।

ইহার জন্য আবশ্যক—সততা ও সাধুতার জীবন যাপন করা এবং এই সততা ও সাধুতার ব্যাখ্যা কি, তাহা উক্ত সূরতেরই কয়েক পৃষ্ঠা পর বিশদরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, "শুধু পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরাইবার কার্যে কোন মঙ্গল নিহিত নাই। পক্ষান্তরে প্রকৃত মঙ্গলের অধিকারী হইবে উহারা যাহারা আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ফেরেশতা-গণের প্রতি এবং মহিমান্বিত গ্রন্থের প্রতি এবং নবীগণের প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং আল্লাহর প্রীতি অর্জন মানসে আত্মীয় স্বজন অনাথ, দরিদ্র, পথিক, ভিক্ষুক এবং যাহাদের স্কন্ধ আবদ্ধ তাহাদের মধ্যে স্বীয় সম্পদ বণ্টন করিয়াছে, নামায প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং যাকাত দিয়াছে, আর যাহারা অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের অঙ্গীকার পালন করিয়া থাকে, যাহারা অভাবের তাড়নায়, পীড়ার প্রকোপে এবং শত্রুদলের সম্মুখীন হইলে ধৈর্য অবলম্বন করে—প্রকৃত পক্ষে তাহারাই সত্যবাদী এবং তাহারাই সত্যকার সাধু।১

১। মূল Text এর জন্য ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবুওতে-মোহাম্মদীর প্রতি আস্থাহীনের দল তাহাদের দুরভি-সন্ধির সহায়করূপে সুরত আল হজের নিম্নলিখিত আয়াতটিও বিশেষ যোরের সহিত উপস্থাপিত করিয়া থাকে।

আল্লাহ বলিয়াছেন :

لكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك
في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم - وان
جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون - الله يحكم بينكم
يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون -

আমরাই প্রত্যেক দলের জন্য উপাসনা পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি. তাহারা তদনুসারে উপাসনা করিয়া থাকে। অতএব তাহারা যেন এই বিষয়ে আপনার সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হয়। আপনার প্রভুর পথে মানব সমাজকে আহ্বান করিতে থাকুন। নিশ্চয় আপনি, হে রসূল (সাঃ)। হিদায়তের সঠিক পথে রহিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও যদি তাহারা আপনার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয়, তাহাহইলে বলুন. তোমাদের কৃতকর্মের বিবরণ আল্লাহ উত্তমরূপেই অবগত আছেন। তোমরা যে সকল বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ সেগুলির মীমাংসা করিয়া দিবেন [৬৭—৬৯ আয়াত]।

উল্লিখিত আয়াত তিনটির তাৎপর্য পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু নবুওতে-মোহাম্মদীর অবজ্ঞাকারী দল শেষোক্ত

আয়াত দুইটিকে পরিহার করিয়া শুধু প্রথম আয়াতের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে যে, পৃথিবীর যে কোন ধর্ম সম্প্রদায় হউক না কেন, তাহারা স্বস্ব শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া চলিলেই মুক্তির অধিকারী হইতে পারিবে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আয়াতটির তাৎপর্য লক্ষ্য করিলেই উক্ত দলের ভ্রান্তি অথবা দুরভিসন্ধি সহজেই ধরা পড়িয়া যাইবে। উক্ত আয়াতেরই শেষাংশে রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রচারিত হিদায়তকে সঠিক বলিয়া স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে। সুতরাং যাহা প্রকৃত সঠিক, তাহার সমকক্ষ ও প্রতিকূল মতবাদ এবং আচরণকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা কিছুতেই যুক্তিসংগত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেনা। আয়াতে কথিত 'উম্মতের' তাৎপর্য হইতেছে—পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণকারী দল। ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহের দিক দিয়া রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রচারিত ধর্ম এবং অন্যান্য নবী ও রসূলগণের প্রচারিত মৌলিক শিক্ষার মধ্যে কোনই বৈষম্য নাই। ব্যবহারিক আচরণের দিক দিয়া সাময়িক ও আঞ্চলিক প্রয়োজন অপ্রয়োজন অনুযায়ী পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে অবশ্যই তারতম্য ঘটিয়াছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইবাদতের যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন. পল্লবগ্রাহীর দল সেগুলির কতক অংশ নিজেদের ব্যবহারিক আচরণের অনুরূপ দেখিতে না পাইয়া ধর্মের মূল নীতিকেই অস্বীকার করিয়া বসিয়াছিল। উল্লিখিত আয়াতগুলিতে পল্লবগ্রাহীদের এই আচরণের অশেষ নিন্দাবাদ এবং রসূলুল্লাহকে সাঃ) সান্ত্বনা প্রদান করা হইয়াছে।

বয়যাভী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,

فلا ينازعنك سائر ارباب الملل في امر الدين او النسائك لانهم
بين جهال و اهل عناد، لان امر دينك اظهر من ان يقبل النزاع -
وقيل : المراد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات الى قولهم
وتمكينهم من المناظرة الخ -

হে রসূল (সাঃ), অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ দ্বীনের আদেশ নিষেধ এবং শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান লইয়া যেন আপনার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করে, কারণ তাহারা হয় মূর্খ নয় হিংসুক। আপনার প্রচারিত ধর্মের সত্যতা এতই সুস্পষ্ট যে, উহাতে বাগবিতণ্ডার অবকাশ নাই। আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে, ইহার সাহায্যে বিধর্মীদের কথায় মনোযোগ দিতে এবং তাহাদের সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে নিষেধ করা হইয়াছে. [(৩) ২১৮ পৃঃ]

কুরআনের ভাষ্যকারগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে, খুযাআ গোত্রের লোকেরা মুসলমানদিগকে বলিত. তোমাদের একি আচরণ? আল্লাহ স্বহস্তে যাহা যবহ্ করিয়াছেন (অর্থাৎ মৃত) তাহা তোমরা ভক্ষণ করনা আর তোমরা স্বহস্তে যাহা যবেহ্ কর তাহা ভক্ষণ করিয়া থাক। তাহাদের এই উক্তির জওয়াবে কুরআনের উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, [দুররে মনসুর (৪): ৩৬৯ পৃঃ]।

ইবনে কসীর লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ তদীয় রসূলকে (সাঃ) তাঁহার রব্বের পথে আহ্বান করার যে আদেশ দিয়াছেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) সঠিক ও সুস্পষ্ট পথে দৃঢ় রহিয়াছেন—একথার তাৎপর্য কুরআনের অন্য আয়াতেও কথিত হইয়াছে।

আল্লাহ বলিয়াছেন,

ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك ؕ وادع الى
ربك ولا تكونن من المشركين -

হে রসূল (সাঃ)! আল্লাহর আয়াতসমূহ আপনার নিকট অবতীর্ণ হইবার পর তাহারা যেন আপনাকে প্রতিহত করিতে না পারে এবং আপনি আপনার প্রভুর পথে মানবমণ্ডলীকে সর্বদা আহ্বান করিতে থাকুন এবং আপনি কদাচ মুশরিকগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেনা, [আল কস্স, ৮৭ আয়াত]।

আর আল্লাহ যে একথা বলিয়াছেন, তাহারা যদি অনর্থক হে রসূল (সাঃ), আপনার সহিত বাগবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাহইলে আপনি বলুন, তোমাদের কৃতকর্মের বিবরণ আল্লাহ উত্তমরূপে অবগত রহিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যা সুরত ইউনুছের ৪১ আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ তদীয় রসূল মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কে আদেশ করিয়াছেন,

وان كذبوك فقل لى عملى و لكم عملكم ؕ انتم
بريئون مما اعمل و انا برئ مما تعملون -

হে রসূল (সাঃ)! যদি তাহারা আপনার সত্যতাকে অস্বীকার করে তাহাহইলে আপনি বলুন, আমার আচরণ আমার জন্য। আর তোমাদের আচরণ তোমাদের জন্য। আমি যাহা করি, তাহার সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই আর তোমরা যাহা কর তাহার সাথেও আমি নিঃসম্পর্ক।

"তোমাদের কৃতকর্মের বিবরণ আল্লাহ উত্তমরূপে অবগত আছেন।" আল্লাহর এই উক্তির মধ্যে নবুওতে মোহাম্মদীর অমান্যকারীগণের জন্য আল্লাহর অশেষ ক্রোধ এবং ভাবী দণ্ডের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে এবং এই জন্যই আয়াতের শেষাংশে আদেশ করা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহকে (সাঃ) যাহারা ব্যবহারিক আচার অনুষ্ঠানের বৈষম্যের মীমাংসাকারী মান্য করিতেছে না, তাহাদের যাবতীয় মতবৈষম্য ও কলহ বিবাদের বিচার কিয়ামতের দিবসে স্বয়ং আল্লাহ করিবেন – [তফসীর-ইবনে কসীর (৫) ৬০১ পৃঃ]।

ফলকথা, সুরত আলহজ্বের আয়াতটি নবুওতে মোহাম্মদীর সত্যতা এবং উহা মান্য করিয়া লইবার অপরিহার্যতার অকাট্য দলীল, এরূপ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট প্রমাণকে নবুওতে-মোহাম্মদীর প্রতিকূলে উপস্থাপিত করা ইয়াহুদী-স্বভাবের অন্যতম নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ সকলকে সত্য কথা উচ্চারণ করার এবং সত্য পথে চালিত হইবার ক্ষমতা দান করুন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নবী এবং রসূলগণের সম্রাট মোহাম্মদ মুস্তফার (সা:) উপর ঈমান স্থাপন করা কেবল তাঁহার আবির্ভাব যুগ ও পরবর্তীকালের মানব বংশের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই, বরং ধরিত্রীর সৃষ্টি-যুগ হইতে হযরতের অভ্যুদয় যুগের অব্যবহিত কাল পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে ও প্রত্যেক অঞ্চলে যে সকল নবী ও রসূলের আগমন ঘটিয়াছিল তাঁহাদের সকলের জন্যই রসূলুল্লাহর (সা:) প্রতি ঈমান এবং তাঁহার সাহায্য কল্পে অগ্রণী হওয়া ওয়াজিব করা হইয়াছিল। অধিকন্তু দুনিয়ার সমুদয় অধিবাসীর জন্য রসূলুল্লাহর (সা:) প্রতি ঈমান স্থাপন করা যেরূপ অপরিহার্য কর্তব্য, তেমনি সমুদয় মুসলমানের পক্ষে রসূলুল্লাহকে (সা:) শক্তিমান করিয়া তোলার এবং তাঁহার গৌরবকে অক্ষত রাখার এবং তাঁহার সাহায্যকল্পে সর্বদা অগ্রণী হইবার কার্যও ওয়াজিব করা হইয়াছে।

উল্লিখিত দাবীর পোষকতায় কুরআনের কয়েকটি সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

প্রথম আয়ত:

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ
وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ
بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِیْ ؕ
قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ -

গ্রন্থ ও প্রজ্ঞার যাহা কিছু যখন তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছিল, তখনই আল্লাহ নবীগণের নিকট হইতে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ কর! আল্লাহ নবীদিগকে বলিলেন যে, অতঃপর তোমাদের নিকট রসূল আগমন করিবেন, যিনি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ বাণীর সত্যতা স্বীকার করিয়া লইবেন তোমরা অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন করিও এবং তাঁহাকে সাহায্য করিও। আল্লাহ বলিলেন, তোমরা কি একথা স্বীকার করিয়া লইলে এবং ইহা প্রতিপালন করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিলে? সমুদয় নবী বলিলেন, আমরা প্রতিশ্রুত হইলাম। আল্লাহ বলিলেন, তোমরা একথার সাক্ষী রহিও এবং আমিও তোমাদের সংগে সংগে সাক্ষ্য-দাতাগণের অন্যতম হইলাম। অতঃপর যাহারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবে—তাহারাই হইবে ব্যভিচারী দল, [আলে ইমরান ৮১ ও ৮২ আয়াত]।

ইবনে জরীর, ইবনুল মুনযের ও ইবনো আবি হাতিম প্রভৃতি সঈদ বিনে জুবায়েরের প্রমুখাৎ উল্লিখিত আয়তের তফসীর সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আল্লাহ নবীগণের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি তাঁহাদের উম্মতগণের কাছে পূর্ণ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইবনে জরীর ও ইবনো আবি হাতিম সুদ্দীর বাচনিক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে হযরত নূহের যুগ হইতে আল্লাহ যে কোন নবী প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে তিনি এই প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন যে, তাঁহার জীবদ্দশায় হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সা:) আবির্ভাব ঘটিলে তাঁহার উপর তাঁহাকে অবশ্যই ঈমান আনিতে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইবে। তাঁহাদের জীবদ্দশায় রসূলুল্লাহর (সা:) আবির্ভাব না হইলে তাঁহারা তাঁহাদের অনুসরণকারী-গণের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিবেন যে, অনুসরণকারীগণের

জীবদ্দশায় তিনি আবির্ভূত হইলে তাহারা তাঁহার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনিবেন ও সাহায্য করিবেন। ইবনে জরীর ও ইবনে মুনযের উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের এই তফসীরও উধৃত করিয়াছেন যে, আল্লাহ ইয়াহুদ ও নাসারা প্রভৃতি গ্রন্থধারী জাতিসমুহ এবং তাহাদের নবীগণের নিকট হইতে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য যে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও এই মর্মে যে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন, উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ১

উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে ইমাম হাসান বসরীও ইবনে আব্বাসের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ২

আল্লামা সৈয়েদ শরীফ রযী বলেন যে, আয়াতে যে রসুলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য হইতেছে আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), আর "তোমাদের নিকট যাহা রহিয়াছে তাহার সত্যতা সাক্ষকারী" এই উক্তির তাৎপর্য হইতেছে, "তোমাদের নিকট যেসকল গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে।" "তোমাদের নিকট আগমন করেন" একথার অর্থ এই যে, যাঁহার কথা তোমরা তোমাদের গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়াছ এবং তোমাদের নিকট অবতীর্ণ ওয়াহীর সাহায্যে—যাঁহাকে তোমরা চিনিতে পারিয়াছ। যেমন এসম্পর্কে সূরত আল-আ'রাফে বলা হইয়াছে,

يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ

সেই রসুলের নাম তাহাদের নিকট বিদ্যমান তওরাৎ ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—১৫৭ আয়াত)। "তোমরা অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান আনিও এবং তাঁহাকে সাহায্য করিও"—আল্লাহর এই আদেশ

১। জামেউল বয়ান (৩) ২০৬ পৃঃ; মনসুর (২) ৪৭০ পৃঃ।
২। হাকায়েকুৎ তাবীল (৫) ১০২ পৃঃ।

প্রত্যেক উম্মতের অবশিষ্ট এবং শেষোক্ত দলের প্রতি সূচিত হইয়াছে, যেরূপ হযরত মুসা এবং তদীয় সহচর ইসরাঈলদিগকে বলা হইয়াছিল, তোমাদের নিকট রসুল (সাঃ) আগমন করিবেন, যিনি তোমাদের গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইবেন। অতএব তাঁহার উপর ঈমান আনিও এবং তাঁহাকে সাহায্য করিও। ১

ইমাম কফ্‌ফাল এই আয়াত প্রসংগে বলিয়াছেন, অতিক্রান্ত নবীগণ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহাহইলে হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) উপর ঈমান স্থাপন করা তাঁহাদের জন্য ওয়াজিব হইত।

ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী লিখিয়াছেন, যে সকল বিষয় গ্রন্থধারী-গণের নিকট সুবিদিত ছিল, এই আয়াতে সেইগুলির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা রসুলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতকে প্রমাণিত এবং গ্রন্থধারীদলের আপত্তি খণ্ডিত এবং তাহাদের হিংসাপূর্ণ স্বভাবের অবস্থা প্রকটিত করা হইয়াছে। এই আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, নবীগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাঁহাদের তসদীককারী রসুল আগমন করিবেন, তাঁহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। এই আয়াতে আল্লাহ একথারও সংবাদ দিয়াছেন যে, নবীগণ ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া-ছিলেন। আল্লাহ এই আয়াতে ইহাও আদেশ করিয়াছেন যে, যাহারা এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবে, তাহারা ফাসিকগণের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রতিশ্রুতি হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) জন্য বিশেষ ভাবে সুনির্দিষ্ট, ইহাই হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও সুদ্দী প্রভৃতির প্রদত্ত ব্যাখ্যা। ফখরুদ্দীন রাযী বলেন যে, নবীগণের নিকট হইতে আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই সঠিক কথা। কারণ আয়াতে উম্মতের কোন উল্লেখ নাই এবং রসুলুল্লাহও (সাঃ) এই কথা বলিয়াছেন যে,

১। হাকায়েকুত্ তাবীল (৫) ১০৫ পৃঃ।

لقد جئتكم بها بيضاء نقية! أما والله لو كان موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي -

আমি উজ্জল, সুস্পষ্ট দ্বীন সহকারে আগমন করিয়াছি, আল্লাহর শপথ! যদি ইমরানের পুত্র মুসাও জীবিত রহিতেন, আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁহার কোন গত্যন্তর থাকিতনা।

ইমাম রাযী বলেন যে, যখন আল্লাহ সমস্ত পয়গম্বরগণের উপর মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) প্রতি ঈমান ওয়াজিব করিয়াছেন এবং তাঁহারা এই প্রতিশ্রুতি পালন না করিলে যখন তাঁহাদিগকে ফাসিক হইবার ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, তখন তাঁহাদের উম্মতগণের জন্য হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন করা অধিকতর ওয়াজিব হইবে এবং প্রামাণিকতার দিক দিয়া ইহা অধিকতর বলিষ্ঠ (সংক্ষেপ)। ১

ইমাম আবুল হাসান কারেসী (—৪০৩ হিঃ) উল্লিখিত আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে যে বিশিষ্ট গৌরবে গরীয়ান করিয়াছিলেন, অন্য কোন নবী বা রসূলকে তিনি সে গৌরব দান করেন নাই, উল্লিখিত আয়াতে সেই গৌরবের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ ওয়াহীর সাহায্যে রসূলগণের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন। অর্থাৎ এমন কোন নবী প্রেরিত হন নাই যাঁহার কাছে আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) কথা এবং তাঁহার পরিচয় বর্ণনা করেন নাই, এবং এই প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক নবীর নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে যে, যদি তাঁহাদের সহিত রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাক্ষাৎকার ঘটে তাহাহইলে তাঁহারা অবশ্যই তাঁহার উপর ঈমান আনিবেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, নবীগণ রসূলুল্লাহর (সাঃ) আগমন বার্তা স্ব স্ব উম্মতের নিকট প্রচার করার জন্য এবং তাহাদের নিকট হইতে এই

১। তফসীর কবীর, (২) ৭২৬—৭২৮ পৃঃ।

প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের পরবর্তী বংশধরদের নিকট এই বাণী প্রচার করিবেন, [কাযী এয়াযের শিফা, ৩৬ পৃঃ]।

শায়খুল-ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আল্লাহ নবীদিগকে বলিলেন আমি তোমাদিগকে যে গ্রন্থ এবং হিকমত দান করিয়াছি, তাহার পর তোমাদের নিকট রসুল আগমন করিবেন, যিনি তোমাদের গ্রন্থ ও হিকমতের সত্যতা মানিয়া লইবেন। তোমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিও এবং তাঁহাকে শক্তিশালী করিও এবং তোমাদিগকে যে ধর্ম ও শাস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে যথেষ্ট বলিয়া ধারণা করিওনা এবং গ্রন্থ ও হিকমত লাভ করা সত্বেও রসূলুল্লাহর (সাঃ) অনুসরণকে পরিহার করিওনা বরং তোমাদের নিকট পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও হিকমত বিদ্যমান থাকা সত্বেও তোমাদিগকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) উপর ঈমান আনিতে এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে হইবে। তোমাদের নিজস্ব গ্রন্থ ও হিকমত তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইবেনা এবং সেগুলির অনুসরণ করিয়া তোমরা আল্লাহর দণ্ড হইতে উদ্ধার পাইবেনা। এই আয়াতের সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে, পূর্ববর্তী নবী এবং তাঁহাদের অনুসারীদের মধ্যে যাঁহারা মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন তাঁহারা গ্রন্থ ও হিকমতের অধিকারী হইলেও তাঁহাদিগকে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) উপর ঈমান আনিতে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতেই হইবে। কুরআনের সাক্ষ্য এই যে, নবীগন উক্ত প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং আল্লাহও তাঁহাদের অঙ্গীকারের জন্য সাক্ষ্যদান করিয়াছেন, [আল জওয়াবুস্ সহীহ ( ) ২৩১, ২৩৩ পৃঃ]।

দ্বিতীয় আয়াত :

আল্লাহ আদেশ করিতেছেন :

يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم

فآمنوا خيرالكم وان تكفروا فان لله ما في السموت

والارض، وكان الله عليما حكيما -

হে মানব সমাজ, সেই (বিশ্ববিশ্রুত) রসূল (সাঃ) নিশ্চিতরূপে সত্য সহকারে তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের কাছে আগমন করিয়াছেন। অতএব তাঁহার উপর ঈমান স্থাপন কর, ইহাই তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক, আর যদি তোমরা অস্বীকার কর, তাহাহইলে ঊর্ধ গগনসমূহ এবং বসুন্ধরা একমাত্র আল্লাহরই অধিকারভুক্ত এবং নিশ্চয় আল্লাহ মহাবিজ্ঞ প্রজ্ঞাশীল, [আন্‌নিসা, ১৭০ আয়াত]।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের প্রতি ঈমান স্থাপন করা সম্পর্কে এই আয়াতটির প্রামাণিকতা এরূপ অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন যে, ইহার কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় আয়াত :

আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন যে,

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله -

হে বিশ্বাসপরায়ণগণ! আল্লাহকে সমীহ কর এবং তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান স্থাপন কর, [আল্‌হদীদ, ২৮ আয়াত]।

এই আয়াতটির ব্যাখ্যাও সুস্পষ্ট।

চতুর্থ আয়াত :

আল্লাহ বলেন :

الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه

مكتوبا عندهم في التورة والانجيل، يأمرهم بالمعروف

وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبت ويحرم

عليهم الخبئث ويضع عنهم اصرهم والاغلل التي

كانت عليهم - فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا

النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون -

যাহারা সেই রসূলের (সাঃ) পদংকানুসরণ করিয়া থাকে—যিনি নবী এবং যিনি আক্ষরিক জ্ঞান হইতে বিমুক্ত, যাঁহার নাম ইয়াহুদ ও খৃষ্টানগণের নিকট বিদ্যমান তওরাৎ ও ইঞ্জিল গ্রন্থে তাহারা লিপিবদ্ধ দেখিতে পায়, যিনি তাহাদিগকে সর্বসম্মত সত্যের অনুসরণকল্পে আদেশ দিয়া থাকেন এবং যাবতীয় অন্যায় কার্যে ব্রতী হইতে নিষেধ করিয়া থাকেন, যিনি তাহাদের জন্য বিশুদ্ধ ও উপাদেয় খাদ্য হালাল এবং কদর্য আখাদ্যকে তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছেন, যিনি মানব সমাজের বোঝাকে এবং তাহাদের শৃংখল সমূহকে তাহাদের মধ্যে হইতে অপসারিত করিয়াছেন। অতএব যাহারা তাঁহার উপর ঈমান স্থাপন এবং তাঁহার গৌরববর্ধন করিয়াছে এবং তাঁহার সাহায্যকল্পে অগ্রণী হইয়াছে এবং যে মহাজ্যোতি তাঁহার সমভিব্যাহারে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে কল্যাণের অধিকারী—[আল আ'রাফ, ১৫৭ আয়াত]।

এই আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে :

ক) তাঁহার বিশিষ্ট ও সম্যক পরিচয় : অর্থাৎ একাধারে তাঁহার নবুওত ও রিসালত প্রাপ্তির সাক্ষ্য, তাঁহার অনুসরণীয়, অর্থাৎ আদর্শ

পুরুষ হইবার সাক্ষ্য, সহস্র ও লক্ষ নবীগণের মধ্যে রসূলুল্লাহর (সাঃ) আক্ষরিক জ্ঞান হইতে বিমুক্ত থাকার বিশিষ্ট পরিচয়।

খ) তওরাৎ ও ইঞ্জিল প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে তাঁহার শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী।

গ) তাঁহার প্রচারিত ধর্ম ও শাস্ত্রের মৌলিক পরিচয়।

ঘ) মানব জাতির প্রতি তাঁহার অনুপম অনুগ্রহ। দাসত্ব ও গোঁড়ামির চিরঅবসান সাধন। জ্ঞানের স্বাধীনতা ও মুক্ত বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা।

ঙ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি ঈমান এবং তাঁহার গৌরব রক্ষার্থে এবং তাঁহার সাহায্যকল্পে অগ্রণী হইবার অপরিহার্যতা।

চ) পবিত্র মহাগ্রন্থ কুরআনকে অনুসরণ করিয়া চলার নির্দেশ।

পঞ্চম আয়াত :

আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন :

والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل
على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم
وأصلح بالهم!

এবং যে সকল ব্যক্তি ঈমান স্থাপন এবং সৎকার্যসমূহের আচরণ করিয়াছে এবং মোহাম্মদের (সাঃ) উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে, যাহা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে অবতীর্ণ অবিসম্বাদিত পরম সত্য—তাহাদের অপরাধসমূহ বিমোচিত এবং তাহাদের অবস্থাকে সমুন্নত করা হইবে, [মোহাম্মদ, ২ আয়াত]।

উল্লিখিত আয়াতে হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন করার আদেশ এরূপ সুস্পষ্ট ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে যে ইহার

কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। এই আয়াতে হযরতের (সাঃ) পবিত্র নাম স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হইয়াছে এবং তিনি যে বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন তাহার সত্যতা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ আয়াত :

আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন :

إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم
الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا-

যে সকল ব্যক্তি আল্লাহকে এবং তদীয় রসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছে এবং আল্লাহ ও তদীয় রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য ঘটাইবার সংকল্প করিয়াছে এবং যাহারা বলিয়া থাকে—আমরা কতক অংশ স্বীকার করি আর কতক অংশ অমান্য করি এবং যাহারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে চায়, তাহারা নিশ্চিতরূপে কাফির এবং আমরা কাফিরদের জন্য অপমানসূচক দণ্ড নির্ধারিত করিয়াছি। [আননিসা, ১৫০—১৫১ আয়াত]।

আল্লাহ ও তদীয় রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য ঘটাইবার তাৎপর্য সম্বন্ধে ইমাম আবু জাফর ইবনে জরীর তবরী লিখিয়াছেন, "তাহারা আল্লাহর রসূলগণকে মিথ্যাবাদী মনে করে—যাঁহাদিগকে আল্লাহ তদীয় ওয়াহী সহকারে মানবজাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা ধারণা করিয়া থাকে যে, রসূলগণ আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছেন। আল্লাহ এবং রসূলগণের প্রতি মিথ্যাবাদিতার অভিযোগ এবং

অসত্য ভাষণের দাবী করিয়া তাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কতক কথাকে মান্য করা আর কতককে অমান্য করার তাৎপর্য এই যে, তাহারা কতক রসূলকে স্বীকার করিয়াছে এবং কতক রসূলের সত্যতাকে অস্বীকার করিয়াছে। যেরূপ ইয়াহুদীগণ হযরত ঈসা ও মুহাম্মদ মুস্তফা আলায়হিমাসসালাতো ওয়াস সালামকে অস্বীকার করিয়াছে। অথচ হযরত মূসা এবং তাঁহার পূর্ববর্তী সমুদয় নবীকে তাহারা মান্য করিয়াছে। মধ্যবর্তী পথের তাৎপর্য হইতেছে, তাহাদের নবাবিষ্কৃত গুমরাহীর পথ, যে পথে তাহারা অজ্ঞ জনগণকে আহ্বান করিয়া থাকে। আল্লাহ তদীয় বান্দাদিগকে এই সকল ব্যক্তির কুফর ও গুমরাহী সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা নিশ্চিত কাফির। [জামেউল বয়ান (৬) ৫ পৃঃ]।

আল্লাহ এবং তদীয় রসূলগণের মধ্যে তাহারা পার্থক্য ঘটাইতে চেষ্টা করে - এই আয়াত প্রসংগে ইমাম যমখশরী লিখিয়াছেন, "যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং রসূলগণকে অমান্য করিয়াছে।" [তফসীর আল মনার (৬) ৭ পৃঃ।]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, "যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং রসূলগণের প্রতি ঈমান—এতদুভয়কে পৃথক পৃথক বিবেচনা করিয়া থাকে।" [কবীর (৩) পৃঃ।]

আল্লামা নেশাপুরী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "আল্লাহ এবং তদীয় রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য ঘটাইবার চেষ্টা বিবিধ প্রকার হইতে পারে :

(ক) কতক নবীকে মান্য করা এবং কতককে মান্য না করা।

(খ) আল্লাহর তওহীদ এবং রসূলগণের নবুওত কোনটাই মান্য না করা। ইহার সম্বন্ধেই আয়াতের সূচনায় কথিত হইয়াছে যে, "আল্লাহ এবং তদীয় রসূলকে অস্বীকার করিয়াছে।"

(গ) আল্লাহর একত্বকে মান্য করা কিন্তু রসূলগণের নবুওতকে স্বীকার না করা। ইহারই সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঈমান

স্থাপনের ব্যাপারে তাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য ঘটাইতে চাহিয়াছে।

(ঘ) ইয়াহুদীগণ হযরত মূসা এবং তওরাত গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে কিন্তু হযরত ঈসা ও ইঞ্জিল গ্রন্থ এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এবং কুরআন গ্রন্থের প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই। অর্থাৎ কতক নবীকে স্বীকার আর কতক নবীকে অস্বীকার করিয়াছে এবং পূর্ণ ঈমান আর পূর্ণ কুফরের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করিয়াছে। উল্লিখিত দলগুলির সবলেই কাফির।" [গরায়েবুল কুরআন (৬) ১০ পৃঃ।]

আল্লামা সৈয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিযা তাঁহার তফসীরে কথিত আয়াত সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "যে দুইটি বুনয়াদী ও প্রাথমিক ঈমান অন্যান্য সমুদয় মতবাদ ও বিশ্বাসের ভিত্তি স্বরূপ এবং যে দুইটির একটি অপরটি ব্যতিরেকে গ্রাহ্য হওয়ার উপায় নাই, উল্লিখিত আয়াত সমূহে আল্লাহ তাহার বর্ণনা দান করিয়াছেন। যাহারা এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, রসূলগণকে বিশ্বাস না করা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী গ্রাহ্য হইবে তাহাদের এই অভিমান হইবে অগ্রাহ্য এবং ইহার জন্য তাহাদিগকে কাফিরগণের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। "কতক বিষয়কে মান্য করা আর কতক বিষয়কে অমান্য করা" এই উক্তির ব্যাখ্যা হইতেছে : আল্লাহ এবং তদীয় রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সংঘটিত করা। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে কিন্তু তদীয় রসূলগণকে স্বীকার করিয়া লয় নাই। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তরা ওয়াহীর সম্ভাব্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হওয়ায় কোন রসূলকেই তাহারা বিশ্বাস করে না। তাহারা ধারণা করিয়া থাকে যে, নবীগণ হিদায়ত ও শরীঅতের যে সকল বিধিনিষেধ লইয়া আসিয়াছেন, সেগুলির সমস্তই তাঁহাদের মনগড়া। আমাদের যুগের অধিকাংশ নাস্তিক এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দল কতক রসূলের সত্যতা স্বীকার করিলেও

আবার অন্য কতক রসূলকে তাহারা স্বীকার করেনা, মুখের কথায় তাহারা কতক রসূলকে উড়াইয়া দিতে সচেষ্ট হয়। যেরূপ ইয়াহুদীদের উক্তি এই যে, আমরা মূসার প্রতি ঈমান আনিয়াছি কিন্তু ঈসা ও মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আমরা স্বীকার করিনা। এমন কি উহারা তাহাদিগকে রসূলরূপে অভিহিত করিতেও প্রস্তুত হয় না।

কুরআনের যে কয়েকটি আয়াতে নবুওতে-মোহাম্মদীর প্রতি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে ঈমান স্থাপন করার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এই পরিচ্ছেদে কেবল সেই আয়াত কয়টি প্রয়োজনীয় তফসীর সহ উল্লেখ করা হইল আর আল্লাহর সঙ্গে অভিন্ন আকারে রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি ঈমানের আদেশ যে সকল আয়াতে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতঃপর পৃথক ভাবে সেগুলির কতকাংশ উদ্ধৃত হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সূরা আত্‌ তওবার ৮৪ আয়াতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে,

ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون -

"তাহাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, আপনি তাহাদের কাহারো জন্য কখনও প্রার্থনা করিবেন না এবং তাহাদের কাহারো সমাধি পার্শ্বে কদাচ দণ্ডায়মান হইবেন না, তাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রসূলকে অবিশ্বাস করিয়াছে এবং এই অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।"

সূরা আল হদীদের সপ্তম আয়াতে বলা হইয়াছে,

امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه -

"হে মানব সমাজ, তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং তদীয় রসূলের প্রতি ঈমান স্থাপন কর এবং তোমাদিগকে আল্লাহ যে সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে আল্লাহর পথে ব্যয় কর।"

সূরা আল ফত্‌হের ১৩ আয়াতে কথিত হইয়াছে,

ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكفرين سعيرا -

"যাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের প্রতি ঈমান স্থাপন করিবে না, আমরা সেই সকল কাফিরের জন্য নরকাগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।"

সূরা আন নিসার ১৩৬ আয়াতে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন,

يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتب الذى نزل على رسوله والكتب الذى انزل من قبل ومن يكفر بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا -

"হে মুসলিম সমাজ, আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের প্রতি এবং যে গ্রন্থ তদীয় রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যে গ্রন্থ তৎপূর্বে আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের প্রতি ঈমান স্থাপন কর। যে কেহ আল্লাহকে, তদীয় ফেরেশতাগণকে ও তদীয় গ্রন্থসমূহকে, তদীয় রসূলগণকে এবং শেষ দিবসকে বিশ্বাস করিবে না, সে বস্তুতঃ বিভ্রান্তির বহু দূর পথে ভ্রষ্ট হইয়াছে।"

সূরা আত তাগাবুনের অষ্টম আয়াতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে,

فامنوا بالله ورسوله والنور الذى انزلنا والله بما تعملون خبير -

'তোমরা আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের প্রতি এবং যে জ্যোতি আমরা অবতীর্ণ করিয়াছি, তৎপ্রতি ঈমান স্থাপন কর। নিশ্চয় তোমরা যাহা করিয়া থাক, তাহা আল্লাহর সুবিদিত রহিয়াছে।"

সূরা আন্ নূরের ৬২ আয়াতে বলা হইয়াছে,

انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله -

"মুমিন শুধু তাহারাই, যাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে।"

সূরা আল্ আ'রাফের ১৫৮ আয়াতে আল্লাহ তদীয় রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে আদেশ দিয়াছেন:

قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا ن الذى له ملك السموت والارض لا اله الا هو يحي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون -

"আপনি বলুন—হে মানব সমাজ, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল—যাঁহার সার্বভৌম প্রভুত্ব আকাশ সমূহে এবং ধরিত্রীতে বিদ্যমান। তিনি ব্যতীত আর কেহ ইলাহ নাই, তিনিই জীবন এবং মৃত্যুদান করিয়া থাকেন। অতএব তোমরা আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের প্রতি ঈমান স্থাপন কর—যিনি অক্ষর-জ্ঞান-বিমুক্ত নবী - যিনি আল্লাহকে এবং তাঁহার উক্তি সমূহকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তোমরা তাঁহারই অনুসরণ কর, ইহার ফলে তোমরা হিদায়তের অধিকারী হইতে পারিবে।"

সূরা আল ফতহের অষ্টম আয়াতে আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

إنا أرسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا - لتؤمنوا بالله
و رسوله و تعزروه و توقروه -

"আমরা আপনাকে সাক্ষ্যদাতা ও সুসংবাদবাহী এবং সতর্ককারী-রূপে প্রেরণ করিয়াছি। (অতঃপর মুসলিম সমাজকে উদ্দেশ্য করিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে,) যাহাতে তোমরা আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের উপর ঈমান স্থাপন কর এবং তাঁহার গৌরব বর্ধিত কর এবং তাঁহাকে সম্মান করিয়া চল।"

সূরা আল মায়েদার ৮১ আয়াতে উক্ত হইয়াছে যে,

ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه
ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون -

"গ্রন্থধারীগণ যদি আল্লাহ এবং সেই প্রতিশ্রুত নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিত এবং তাঁহার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহা মানিয়া লইত, তাহা হইলে তাহারা কদাচ আল্লাহর শত্রুদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের অধিকাংশই ফাসিক।

সূরা আল হুজুরাতের পঞ্চদশ আয়াতে কথিত হইয়াছে যে,

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم

يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله
أولئك هم الصادقون -

"শুধু তাহারাই মুমিনরূপে গণ্য, যাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে, অনন্তর পশ্চাদবর্তী হয় নাই এবং তাহাদের ধন ও প্রাণ দ্বারা তাহারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করিয়াছে। বস্তুতঃ তাহারাই সত্যবাদী।"

নবম পরিচ্ছেদ

নবুওতে মোহাম্মদীর প্রতি ঈমানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে যে সকল আয়াত উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, সে গুলির ব্যাখ্যা স্বরূপ রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র রসনা হইতে উচ্চারিত কতিপয় বিশুদ্ধ হাদীস নিম্নে সংকলিত হইল :

(১) ইমাম আহমদ আবু হুরায়রার প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله الا الله محمد رسول الله !

মানুষেরা যতক্ষন পর্যন্ত **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ** না বলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। ১

(২) ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم و اموالهم الا بحقها وحسابهم على الله !

"যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র সাক্ষ্য প্রদান না করিবে এবং আমার প্রতি আর আমি যাহা লইয়া আগমন করিয়াছি, তাহার প্রতি ঈমান স্থাপন না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। কিন্তু এগুলি মানিয়া লইলে তাহারা আইনসংগত কারণ ছাড়া তাহাদের রক্ত ও

১। ফত্‌হুর রব্বানী (সুসম্পাদিত মুসনাদে আহমদ) [১] ৯৭ পৃঃ।

সম্পদ আমার নিকট সুরক্ষিত করিল এবং তাহাদের আচরণের হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত রহিবে।" ১

(৩) নাসায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীকের বাচনিক বর্ণনা দিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله و انى رسول الله ـ

"আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং আমি আল্লাহর রসূল"—ইহার সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত আমি লোকদের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।" ২

(৪) ইমাম আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজা হযরত উমর ফারূকের প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله ـ

ইসলামের অর্থ এই যে, তুমি এ কথার সাক্ষ দিবে—"আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার দাস এবং রসূল।" ৩

আল্লামা সা'আতী লিখিয়াছেন যে, উল্লিখিত হাদীসটি আবুবকর বিনে আবি শয়বা তদীয় গ্রন্থে, ইবনে হিব্বান তদীয় সহীহ গ্রন্থে আর বয়হকী তদীয় দালায়েল গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ৪

১। সহীহ মুসলিম : (১) ৩৭।
২। সুনানে নাসায়ী (২) ১৬০ পৃঃ।
৩। ফত্‌হুর রব্বানীঃ (১) ৬৩, মুসলিম (১) ২৬ পৃঃ; আবু দাউদ (৪) ৩৬০, তিরমিযী (৩) ৩৫০, নাসায়ী (২) ২৬০ পৃঃ।
৪। ফত্‌হুর রব্বানী—বলুগুল আমানী সহ (১) ৬৪ পৃঃ।

(ক) ইমাম আহমদ আবু আমের আল্ আশআরীর বাচনিক উল্লিখিত হাদীসটি রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং হাফিয ইবনে হজর উক্ত হাদীসটিকে হাসান বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। ১

(৫) বুখারী আবু হুরায়রার প্রমুখাৎ উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করিয়াছেন :

الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ وبلقائہ و رسلہ و تؤمن البعث ۔

"ঈমানের তাৎপর্য এই যে, তুমি আল্লাহর প্রতি, তদীয় ফেরেশ্-তাগণের প্রতি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের প্রতি, তাঁহার রসূলগণের প্রতি এবং পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান স্থাপন করিবে।" ২

(৬) ইমাম আহমদ ও বয্যার আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

الاسلام ان تسلم وجھک للہ و تشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و ان محمدا عبدہ و رسولہ ۔ قال : اذا فعلت ذلک فانا مسلم ؟ قال : اذا فعلت ذلک فقد اسلمت ! قال جبرئل علیہ السلام یا رسول اللہ فحدثنی ماالایمان ؟ قال : الایمان ان تؤمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین ۔

ইসলামের তাৎপর্য হইতেছে : তুমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করিবে এবং একথার সাক্ষ্য দান করিবে যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই, তিনি এক, তাঁহার কেহ অংশী নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার দাস এবং তদীয় রসূল।" হযরত জিবরীল (আঃ) বলিলেন, এইরূপ করিলেই কি আমি মুসলিম হইব? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, তুমি যখন ইহা করিলে তখন তুমি মুসলিম হইলে। জিবরীল (আঃ) পুনশ্চ বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ), ঈমান

১। ফত্হুর রব্বানী বলুগুল আমানী সহ ১ ৬৪ পৃঃ।
৫। সহীহ্ বুখারী: (১) ১০৮ পৃঃ।

কি বস্তু তাহাও আপনি ব্যাখ্যা করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, ঈমানের তাৎপর্য এই যে, তুমি আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ফেরেশতাগণের প্রতি, কুরআনের প্রতি এবং নবীগণের প্রতি ঈমান স্থাপন করিবে।" ১

বুখারী ও মুসলিম আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

امرت ان اقاتل الناس حتی یشھدوا ان لا الہ الا و ان محمد رسول اللہ ۔

জনগণ যতক্ষণ সাক্ষ্যদান না করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদের সহিত সংগ্রাম করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। ২

৮) ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী আনস বিনে মালিকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

امرت ان اقاتل الناس حتی یشھدوا ان لا الہ الا اللہ و ان محمدا رسول اللہ ! و زاد النسائی : فاذا شھدوا ان لا الہ الا اللہ و ان محمدا رسول اللہ و صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا و اکلوا ذبائحنا فقد حرمت علینا دماؤھم و اموالھم الا بحقھا ۔

"জনগণ যতক্ষণ পর্যন্ত একথার সাক্ষ্য প্রদান না করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল,—ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। নাসায়ী ইহার উপর বর্ধিত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন যখন জনগণ সাক্ষ্যদান করিল আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল, আর আমাদের

১। রব্বানী: (১) ৬৪পৃঃ।
২। বুখারী ঈমান: (১) ৭১ পৃঃ, মুসলিম (১) ৩৭পৃঃ।

পরিগৃহীত পদ্ধতি অনুসারে তাহারা নামায আদা' করিল এবং আমাদের কিবলার দিকে তাহাদের মুখ স্থাপন করিল এবং আমাদের যবহ্ করা প্রাণী ভক্ষণ করিল, তখনই তাহাদের রক্ত ও সম্পদ আইন সংগত কারণ ছাড়া হারাম হইয়া গেল।" ১

৯) বুখারীও আনস বিনে মালিকের বাচনিক এই হাদীসটি নিম্নলিখিত ভাষায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন :

من شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول اله و استقبل قبلتنا و اكل ذبيحتنا و صلى صلاتنا حرم علينا دمه و ماله وله ما للمسلمين و عليه ما عليهم ـ

'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ** এবং আমাদের কিবলা অভিমুখী হইল, আমাদের 'যবিহা' ভক্ষণ করিল এবং আমাদের পদ্ধতির নামায পাঠ করিল—সে তাহার রক্ত ও সম্পদ আমাদের জন্য হারাম করিয়া লইল, মুসলমানগণের যে অধিকার তাহারও সেই অধিকার, মুসলমানগণের যাহা করণীয় তাহার পক্ষেও তাহা করণীয়। ২

১০) ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও তবরানী আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

بنى الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله !

ইসলামকে পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, (তন্মধ্যে) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' অন্যতম। ৩

২। বুখারী: (১) ৬৮ পৃঃ, আবুদাউদ (২) ৩৫৮ পৃঃ তিরমিযী (৩) ৩৫২ পৃঃ, নাসায়ী (২) ১৬০ পৃঃ।

১। তল্খীসুল হবীর: ৫৪০ পৃঃ।

২। তবরানী: (১) ৭৮, বুখারী, (১) ৫৭, মুসলিম (১) ৩২, তিরমিযী (৩) ৩১৩, কনযুল উম্মাল (১) ৭ পৃঃ।

১১) বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

امركم باربع و انها كم عن اربع : امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله ؟ شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و ان تودوا خمس ما غنمتم ـ

"আমি তোমাদিগকে চারিটি বিষয়ের আদেশ দিতেছি এবং চারিটি বিষয় নিষেধ করিতেছি। একক আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপনের জন্য আমি তোমাদিগকে আদেশ দিতেছি। তোমরা কি জান আল্লাহর প্রতি ঈমানের তাৎপর্য কি? উহা হইতেছে এই কথার সাক্ষ্য প্রদান যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল এবং নামাযের প্রতিষ্ঠা করণ ও যাকাত প্রদান এবং ধর্ম যুদ্ধে লব্ধ লুণ্ঠনের পঞ্চমাংশ দান।" ১

১২) বুখারী ও মুসলিম মু'আয বিনে জবলের প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, ইয়ামান প্রদেশে প্রেরণ করার প্রাক্কালে তাঁহাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন :

انك تاتى قوما اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله و انى رسول الله ـ

"তুমি গ্রন্থধারী একটি দলের নিকট গমন করিতেছ। অতএব তুমি তাহাদিকে এই কথার সাক্ষ্যদান করিবার জন্য আহ্বান করিবে যে আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য প্রভু নাই আর আমি আল্লাহর রসূল।" ২

১৩) ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী নাসায়ী ও ইবনে মাজা আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের প্রমুখাৎ বর্ণনা

১। বুখারী (১) ১২৮, মুসলিম (১) ৩৩ ও ৩৫, আবুদাউদ (৪) ৫৫৩; তিরমিযী (৩) ৩৫০, নাসায়ী (২) ২৭১ পৃঃ।

২। বুখারী: (৩) ২০৭ পৃঃ; মুসলিম (১) ৩৬ পৃঃ।

দিয়াছেন যে, মুআয বিনে জবলকে ইয়ামানে প্রেরণ করার প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহাকে বলিলেন :

انك ستاتى قوما من اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله !

'তুমি একটি গ্রন্থধারী সমাজের নিকট গমন করিতেছ। তুমি যখন তাহাদের কাছে উপস্থিত হইবে তখন তাহাদিগকে একথার সাক্ষ্য দান করিবার জন্য আহ্বান করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল।"১

(ক) ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করিয়াছেন,

دعاء النبى صلى الله عليه وسلم الى الاسلام والنبوة -

'ইসলাম ও নবুওতের স্বীকৃতির জন্য রসূলুল্লাহর (সাঃ) আহ্বান।"

১৪) ইমাম আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযী আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হযরত আব্বাসের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি রসূলুল্লাহকে (সাঃ) বলিতে শুনিয়াছেন :

ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد نبيا و رسولا -

যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব্বরূপে গ্রহণ করিয়া আর ইসলাম ধর্ম বরণ করিয়া আর মোহাম্মদ (সাঃ) কে নবীরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইল, সে ব্যক্তি ঈমানের আস্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হইল।" ২

১৫ ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও হাকিম হযরত আলীর প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

لا يؤمن العبد حتى يؤمن باربع حتى يشهد ان لا اله الا الله و انى رسول الله بعثنى بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر -

১। রব্বানী : (৩) ৮১, বুখারী (৩) ২৮১, মুসলিম (১) ৩৭; আবু দাউদ (২) ১৬; বলুগুল আমানী (১) ৮ পৃঃ, বুখারী (৬) ৭৮ পৃঃ।

২। রব্বানী : (১) ৮০ পৃঃ, মুসলিম (১) ৫৭; তিরমিযী (৩) ৩৬১ পৃঃ।

"চারিটি বিষয়ের প্রতি ঈমান স্থাপন না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুমিন হইবেনা, যতক্ষণ না সে একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য প্রভু নাই আর আমি আল্লাহর রসূল, আমাকে আল্লাহ সত্য সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস না করিবে এবং তকদীরের প্রতি ঈমান স্থাপন না করিবে।"

ইমাম হাকিম এই হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুসারে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন আর হাফিয যহবী তাঁহার এই দাবী মানিয়া লইয়াছেন। ১

১৬) ইবনে আসাকির হযরত আলী বিনে আবি তালিবের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

اربع لم يجد رجل طعم الايمان حتى يؤمن بهن : ان لا اله الا الله و انى رسول الله بعثنى بالحق و انه ميت ثم مبعوث من بعد الموت و يؤمن بالقدر كله !

"চারিটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কোন মানুষ ঈমানের আস্বাদ লাভ করিতে পারেনা—সেগুলি হইতেছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আল্লাহ আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা মান্য করা এবং তাহার মৃত্যু হইবে কিন্তু মৃত্যুর পর সে পুনরুত্থিত হইবে এবং তক্দীরের উপর পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করা।" ২

১৭) ইবনে আসাকির আবু সঈদ খুদরীর প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করিয়াছেন :

اربع من كن فيه فهو مؤمن ومن جاء بثلاث و كتم واحدة فهو كافر : شهادة ان لا اله الا الله و انى رسول الله و انه مبعوث من بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره -

১। রব্বানী (১) ৮০ পৃঃ, মুস্তদরক তলখীস সহ (১) ৩২; বলুগুল আমানী (১) ৮০ পৃঃ।

২। কনয (১) ৭ পৃঃ।

"চারিটি বিষয় যাহার মধ্যে রহিয়াছে, সে ব্যক্তি মুমিন কিন্তু যে ব্যক্তি তন্মধ্যে তিনটি প্রকাশ্য ভাবে গ্রহণ করিয়াছে আর একটিকে গোপন করিয়াছে সে ব্যক্তি কাফির। যথা :—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং **আমি আল্লাহর রসুল**—একথার সাক্ষ্যদান করা এবং মৃত্যুর পর সে পুনরুত্থিত হইবে একথা মানিয়া লওয়া এবং শুভ ও অশুভ তক্‌দীরের প্রতি ঈমান স্থাপন করা।" ১

১৮) বুখারী উবাদা বিন্‌স্ সামিতের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন :

من شهد ان لااله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله و ان عيسى عبد الله و رسوله و كلمة القاها الى مريم و روح منه والجنة حق والنار حق' ادخله الله الجنة على ما كان من العمل -

"যে ব্যক্তি সাক্ষ্যদান করিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ উপাস্য প্রভু নাই এবং তিনি এক এবং কেহ তাঁহার শরীক নাই এবং মোহাম্মদ (সা:) তাঁহার দাস এবং তাঁহার রসুল আর ঈসা (আ:) আল্লাহর দাস এবং রসূল এবং আল্লাহর আদেশ—যাহা হযরত মরঈয়মের উপর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং আল্লাহর প্রদত্ত শক্তি স্বরূপ এবং বেহেশত সত্য আর দুযখও সত্য—তাহার যেরূপ আচরণই হউক, আল্লাহ তাহাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইবেন।" ২

১৯) মুসলিম উল্লিখিত উবাদার বাচনিক রসূলুল্লাহর (সা:) এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

من قال اشهد ان لااله الا الله وحده و ان محمدا عبده و رسوله و ان عيسى عبد الله وابن امته و كلمته القاها الى مريم و روح منه و ان الجنة حق و ان النار حق ادخله الله من اى ابواب الجنة الثمانية شاء -

১। কনয (১) ৭ পৃ:।
২। বুখারী (৬) ৩৪২ পৃ:।

যে ব্যক্তি বলিল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, একক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই আর মোহাম্মদ (সা:) তাঁহার দাস এবং রসুল আর ঈসা আল্লাহর দাস এবং তাঁহার দাসীর পুত্র, তিনি আল্লাহর আদেশ—যাহা মরঈয়মকে অর্পিত হইয়াছিল এবং তিনি আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিস্বরূপ এবং বেহেশত সত্য আর দুযখওসত্য—তাহাকে বেহেশতের আটটি দ্বারের মধ্যে যেকোন দ্বার দিয়া সে ইচ্ছা করিবে, আল্লাহ তাহাকে সেই দ্বার দিয়াই উহাতে প্রবেশ করাইবেন। ১

২০) মুসলিম আবু হুরায়রার বাচনিক ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন :

اشهد ان لااله الا الله و انى رسول الله' لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنة -

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই আর আমি আল্লাহর রসুল।" এই দুইটি বাক্যের প্রতি যে বান্দা কখনও সন্দিহান হয় নাই, আল্লাহ তাহাকে বেহেশ্‌ত ব্যতীত অন্য কোন স্থানে প্রবেশ করাইবেননা। ২

২১) মুসলিম আবু হুরায়রার বাচনিক রসূলুল্লাহর (সা:) এই উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

اشهد ان لااله الا الله و انى رسول الله' لا يلقى الله بهما عبدا غير شاك فيحجب عن الجنة -

"আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং আমি আল্লাহর রসুল" এই দুইটি বাক্যের সন্দেহমুক্ত সাক্ষ্য দ্বারা কোন বান্দাকে বেহেশতের অন্তরালে অন্য কোথাও রাখা হইবেনা। ৩

২২) ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনদে আর তবরানী তদীয় ম'অজমে কবীর ও আওসতে আবু উমরা আনসারীর বাচনিক বর্ণনা দিয়াছেন যে,

১-২। মুসলিম (১) ৪০ পৃ:।
৩। মুসলিম (১) ৪০ পৃ:।

রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন :

اشهد ان لااله الا الله و انى رسول الله' لا يلقى الله عبدا مومن بها الا حجبته عن النار يوم القيامة -

যে বান্দা বলিবে "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য প্রভু নাই আরও আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রসূল" এই কথার উপর আস্থাশীল বান্দাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিবসে নরকের অন্তরালে (বেহেশতে) স্থাপন না করা পর্যন্ত পরিহার করিবেননা। ১

২৩) মুসলিম উবাদা বিন্‌স্ সামিতের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা:)-কে বলিতে শুনিয়াছি :

من شهد ان لااله الا الله و ان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار -

যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দান করিবে যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রসূল", আল্লাহ তাহার জন্য নরকাগ্নিকে হারাম করিয়া দিবেন। ২

২৪) ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনদে, তবরানী কবীর ও আওসতে আসসুদুসী (অর্থাৎ ইবনুল খসাসিয়ার) প্রমূখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, তিনি বলিলেন :

اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابايعه : فاشترط على شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله -

আমি রসূলুল্লাহর নিকট দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগমন করিলাম। তিনি আমার জন্য এই সাক্ষ্যদান শর্ত করিলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (দ:) আল্লাহর দাস এবং তদীয় রসূল।

১। মজমাউদ (১) ২০ পৃঃ।
২। মুসলিম (১) ৪৩ পৃঃ।

হায়সমী বলিয়াছেন, ইমাম আহমদের সনদের পুরুষগণ সকলেই বিশ্বস্ত। ১

২৫) তবরানী আবুদ্ দরদার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন :

ان الاسلام منار كمنار الطريق و راسه وجماعه شهادة ان لااله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله -

পথের আলোক স্তম্ভের ন্যায় ইসলামেরও স্তম্ভ রহিয়াছে, উহার মস্তক এবং মূল হইতেছে এই কথার সাক্ষ্যদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য প্রভু নাই আর মোহাম্মদ (সা:) তাঁহার (উৎকৃষ্ট-প্রাণ) দাস এবং তদীয় রসূল। ২

২৬) ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, বয্যার ও তবরানী তদীয় আওসতে শরীদ বিনে সুওয়ায়দ সকফীর প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, তাঁহার মাতা তাঁহাকে একজন মুসলিম ক্রীতদাসীকে মুক্ত করার জন্য ওসীয়ৎ করিয়াছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহর (সা:) নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন যে, আমার নিকট নিউবিয়ার একটি কৃষ্ণাঙ্গী ক্রীতদাসী রহিয়াছে, আমি কি তাহাকে আমার-জননীর ওসীয়ৎসূত্রে মুক্ত করিতে পারি? হযরত (সা:) বলিলেন :

فقال : ائت بها ! فدعوتها' فجاءت' فقال لها : من ربك ؟ قالت : الله ! قال : من انا ؟ فقالت : رسول الله ! فقال : اعتقها فانها مؤمنة -

উহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। (শরীদ বলেন যে,) আমি উক্ত ক্রীতদাসীকে আহ্বান করিলাম, সে যখন উপস্থিত হইল, তখন রসূলুল্লাহ (সা:) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার রব্ব কে? দাসী বলিল, আল্লাহ! হযরত (সা:) পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে?

১। ইকানী (১) ৮০ পৃঃ।
২। কনয (১) ৭ পৃঃ।

দাসীটি বলিল, আপনি আল্লাহর রসূল। হযরত (সাঃ) বলিলেন, ইহাকে মুক্তি দান কর, কারণ এ মুমিনা। ১

(২৭) ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ আবদুল্লাহর পুত্র উবায়দুল্লাহর প্রমুখাৎ জনৈক আনসারীর উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি জনৈকা কৃষ্ণাংগী ক্রীতদাসী সমভিব্যহারে আগমন করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আমাকে একটি মুমিনা ক্রীতদাসী মুক্ত করিতে হইবে, আপনি যদি এই দাসীটিকে মুমিনা বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমি ইহাকে মুক্তিদান করিব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাসীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

اتشهدين ان لا اله الا الله ؟ قالت: نعم ! قال: اتشهدين انى رسول الله ؟ قالت نعم ! قال: اتوقنين بالبعث بعد الموت ؟ قالت : نعم ! قال اعتقها !

তুমি কি একথার সাক্ষ্য প্রদান কর যে,

আমি আল্লাহর রসূল? দাসীটি বলিল, জী হাঁ! হযরত (সাঃ) পুনশ্চ বলিলেন, তুমি কি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে বিশ্বাস কর? দাসীটি বলিল, জী হাঁ! হযরত (সাঃ) আদেশ দিলেন, ইহাকে মুক্তিদান কর।

হাফিয হয়সমী বলিয়াছেন, সনদের পুরুষগণ সকলেই বুখারীর পুরুষ। ২

(২৮) ইমাম আহমদ ও বয্যার এবং তবারানী স্বীয় আওসতে আবু হুরায়রার বাচনিক বর্ণনা দিয়াছেন যে, জনৈক ব্যক্তি আরব দেশের বহির্ভূত একজন কৃষ্ণাংগী বালিকা সমভিব্যহারে রসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট আগমন করিয়া বলিল, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আমাকে একজন মুমিনা দাসী মুক্ত করিতে হইবে।

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله ؟ فاشارت براسها الى السماء باصبعها السبابة' فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :

১। রব্বানী (১) ৭৭ পৃঃ।

২। রব্বানী (১) ৮৮ পৃ; যাওয়ায়েদ (১) ২০ পৃঃ।

من انا ؟ فاشارت باصبعها الى رسو الله صلے الله عليه وسلم و الى السماء اى انت رسول الله ! فقال : اعتقها !

রসূলুল্লাহ সাঃ) দাসীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

আল্লাহ কোথায়? সে তর্জনীর সাহায্যে তাহার মস্তকোপরি আকাশের দিকে ইংগিত করিল: হযরত (সাঃ) পুনশ্চ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে? দাসীটি তাহার তর্জনীর সাহায্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং আকাশের দিকে ইংগিত করিল। যেন সে বলিল, আপনি আল্লাহর রসূল (সাঃ)। হযরত (সাঃ) আদেশ দিলেন, ইহাকে মুক্তিদান কর। তবরানীর ভাষায়

من ربك ؟ فاشارت براسها الى السماء' فقالت : الله !

রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাসীটাকে বলিয়াছিলেন, তোমার রব্ব কে? দাসীটি মস্তকের সাহায্যে আকাশের দিকে ইংগিত করিয়া বলিল, আল্লাহ!

হয়সমী সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, সনদের পুরুষগণ সকলেই বিশ্বস্ত। ১

২৯) ইমাম আহমদ ও মুসলিম আবু হুরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়াত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন:

والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى احد من هذه الامة يهودى ولا نصرانى ومات (وعند مسلم : ثم يموت) ولم يؤمن بالذى ارسلت به الا كان من اصحاب النار -

মোহাম্মদের (সাঃ) প্রাণ যাঁহার হস্তে রহিয়াছে তাঁহার শপথ! এই উম্মতের ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণের যে কেহ আমার কথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও আমি যে নবুওত সহকারে প্রেরিত হইয়াছি তাহার উপর ঈমান স্থাপন করিবেনা, সে নিশ্চয় নারকীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ২

৩০) ইমাম আহমদ এই হাদীসটি আবু মুসা আশআরীর বাচনিকও রেওয়ায়ত করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে "সে নারকী হইবে"

১। যাওয়ায়েদ (১) ২০ ও ২৪ পৃঃ।

২। রব্বানী (১) ১০১ পৃঃ; মুসলিম (১) ৮৬ পৃঃ।

বাক্যের পরিবর্তে "সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবেনা" বাক্যটি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আল্লামা সা'আতী বলেন যে, এই হাদীসের সনদের পুরুষগণ বুখারী ও মুসলিমের পুরুষ। ১

৩১) ইমাম আহমদ ও দারাকুত্‌নী রবাহ বিনে আবদুর রহমানের স্রুতি হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তাঁহার পিতামহী তদীয় পিতার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি রসূলুল্লাহকে (সাঃ) বলিতে শুনিয়াছি, তিনি আদেশ করিয়াছেন,

لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي -

যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই, সে আল্লাহর প্রতিও ঈমান আনে নাই।

ইমাম আবু বকর বিনে আবি শয়বা বলেন যে, আমরা প্রমাণ পাইয়াছি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা বলিয়াছেন। ২

ফলকথা, আমরা কুরআন ও সুন্নাহর বলিষ্ঠ প্রমাণ-প্রয়োগের সাহায্যে সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত করিয়াছি যে, আল্লাহর রসূল সৈয়েদুল-মুর্সালীন মোহাম্মদ মুস্তফা আলায়হিস্‌সালাতো ওয়াত্‌তসলীমকে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুসলিম পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না এবং যাহারা তাঁহার নবুওত ও রিসালতের প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই, তাহারা কাফির ও বিধর্মী।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিশ্বাস করার যে তাৎপর্য তাহার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে,—নূহ, ইব্‌রাহীম, মুসা ও ঈসা আলায়হিমুস্‌সালামের মত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শুধু একজন রসূল বলিয়া সাধারণ ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেই তাঁহার নবুওত মান্যকরা হইল না, তাঁহাকে রিসালতের যে বিশিষ্ট রূপ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে

১। রব্বানী (১) ১০১ পৃঃ।
২। রব্বানী (১) ১০২ পৃঃ; তলখীসুল হবীর (১) ২৭ পৃঃ।

তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন করাই হইতেছে, 'মোহাম্মদুর্‌ রসূলুল্লাহ' মন্ত্রের স্বীকারোক্তির প্রকৃত তাৎপর্য। রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের অন্যতম বৈশিষ্ট সম্পর্কে আমরা প্রমাণিত করিয়াছি যে, তাঁহার রিসালৎ কোন ভৌগলিক, রাষ্ট্রিক বা বর্ণ, ভাষা ও গোত্রগত সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, তাঁহার নবুওত সার্বভৌম এবং সর্বমানবীয়। তাঁহার রিসালতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ গ্রহণ না করা পর্যন্ত ভূমণ্ডলের কোন অধিবাসী, কোন রাষ্ট্রের নাগরিক এবং গোত্র ও সমাজ 'মিল্লাতে মুস্‌লিমা' অর্থাৎ মুসলিম জাতীয়তার অন্তরভুর্ক্ত বিবেচিত হইবেনা—যে যত বড় বিশ্ব-প্রেমিক, বিশ্ব-কবি, সাহিত্যরথী, মহাদার্শনিক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুটনীতিবিশারদ এবং শক্তিমান রাষ্ট্রাধিপ হউক না কেন। মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যেব্যক্তি স্বীয় রসূলরূপে বরণ করিয়া লয় নাই, সে কাফির ও বিধর্মী, ইসলামের সহিত কোন দিক দিয়াই তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই!

محمد عربی کابروی هر دو سرا است'
کسیکه خاک درش نیست خاک برسر او! ১

১। অর্থঃ মোহাম্মদ আরাবী (সাঃ) ইহলোক এবং পরলোকের জন্য মানব জাতির আবরু। যে তাঁহার দুয়ারে মাটি হয় নাই তাহার মুখে ছাই!

দ্বিতীয় বিশেষত্ব

রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্বলাভ

দশম পরিচ্ছেদ

دردل مسلم مقام مصطفےٰ است
آبروئے ما ز نام مصطفےٰ است ১

শুধু রসূলুল্লাহর (সাঃ) সার্বভৌম নবুওতের স্বীকৃতিও তাঁহার রিসালতের প্রতি যথার্থভাবে ঈমান স্থাপন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের অন্যতম প্রধান অসাধারণত্ব এই যে, তাঁহার আগমন দ্বারা 'নবুওত' এবং ওয়াহীর চরমত্ব সংঘটিত হইয়াছে, অর্থাৎ মোহাম্মদ মুস্তাফার (সাঃ) আবির্ভাবের পর তদীয় জীবদ্দশায় তাঁহার সহকর্মীরূপে এবং তাঁহার বিয়োগের পর তাঁহার প্রতিচ্ছায়া-রূপে বা স্বাধীনভাবে কোন নূতন নবীর আগমন-সম্ভাবনাকে—ইসলাম অস্বীকার করিয়াছে। তাঁহার (সাঃ) আগমনের পর অন্য কোন নবী বা ঐশীবাণী ধারকের আবির্ভাবকে যাহারা সম্ভাব্য অথবা সম্ভাবিত মনে করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের প্রতি বিশ্বাসী নহে। রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতকে যাহারা আরবের জন্য সীমাবদ্ধ মনে করে, তাহারা যেরূপ অবিশ্বাসী ও কাফির, তাঁহার আগমনের পর 'নবুওত' ও ওয়াহীর যে কোন নূতন দাবীদার এবং

১। মুসলি জাতির হৃদয় কন্দরে মোহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য একটি বিশিষ্ট আসন রহিয়াছে। মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) নামের সঙ্গেই আমাদের জাতীয় জীবনের আবরু ও গৌরব বিজড়িত।—ইকবাল।

তাহার অনুসারীগণও সেইরূপ—বিধর্মী ও কাফির। ঈমান ও ইসলামের দাবী তাহাদের কণ্ঠ হইতে যতই যোরে উচ্চারিত হউক এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তাহারা যতই পঞ্চমুখ থাকুক, তাহাদের সমস্ত দাবী ও উচ্ছ্বাস অন্তঃসারশূন্য ও নিরর্থক, তাহারা কদাচ 'মিল্লাতে-ইস্‌লামীয়া'' বা মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইসলাম একটি অখণ্ড ধর্মীয়-সমাজকে জন্ম দিয়াছে এবং উক্ত সমাজের গণ্ডি নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে। যে সকল সমাজের ভিত্তি ভৌগলিক সীমানা এবং ভাষা, বংশ ও গোত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া আদর্শবাদের (Ideology) বুনিয়াদের উপর কায়েম হইয়াছে, তাহাদের গণ্ডি নির্দিষ্ট না হইয়া পারেনা, বিশেষতঃ যে আদর্শবাদ কেবলমাত্র দার্শনিক (Philosophical) নয়, আস্‌মানী ব্যবস্থানুযায়ী যে সমাজের জীবনাদর্শ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, শুধু কল্পনা-বিলাস ও প্রবণতাকে সম্বল করিয়া তাহা টিকিয়া থাকিতে পারেনা। আল্লাহর একত্বের প্রতি ঈমান, নবীগণের প্রতি ঈমান এবং শেষ নবীরূপে রসূলুল্লাহর (সাঃ) আগমনের প্রতি ঈমান, এই ত্রিবিধ বিশ্বাসের উপর ইসলামী সমাজের মহা সৌধ বিরচিত হইয়াছে এবং শেষোক্ত অর্থাৎ চরমত্বের মতবাদ মুসলিম ও অমুস্‌লিমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার সীমারেখারূপে গণ্য হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শিখ ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজই আল্লাহর অস্তিত্বে আস্থাবান এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহর প্রেরিত বলিয়া তাহারা বিশ্বাসও করে। গুরু নানক মক্কা ও মদীনায় তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন এবং স্বীয় ব্যবহার্য অঙ্গাবরণীতে 'কালেমায় তাইয়েবা' অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। সিরিয়ার অন্তর্গত সাইদার (Saida) অধিবাসী বিশপ পোলস এবং ইহুদীদের যিসুইট (Jesuit) সমাজের প্রতিষ্ঠাতা আবু ঈসা ইস্‌ফিহানী রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত স্বীকারোক্তির জন্য ব্রাহ্ম, শিখ, যিসুইট বা পোলসের অনুসরণকারী-

দিগকে 'মুসলিম সমাজে'র অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা চলিবে না, কারণ তাহারা সকলেই নবুওতের নিরবচ্ছিন্নতার প্রতি আস্থাবান, তাহাদের সকলেই কেহই রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে শেষ নবীরূপে গ্রহণ করে নাই। যে সকল দল মিল্লতে ইসলামিয়ার অন্তর্গত, তাহাদের মধ্যে কেহই উল্লিখিত সীমারেখা লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয় নাই। ইরানের বাহায়ীরা নবুওতের 'চরমত্বপ্রাপ্তি'কে স্বীকার করেন নাই বটে কিন্তু 'মিল্লতে ইসলামে'র অন্তর্ভুক্ত থাকার দাবীও তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মুসলিম জাতির সর্বসম্মত বিশ্বাস এই যে, ইসলাম আল্লাহর তরফ হইতে 'মানবধর্ম'রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু ইসলাম যে মিল্লৎ (Society) গঠন করিয়াছে, তাহা রসূলুল্লাহর (সাঃ) অনুগ্রহ ও ব্যক্তিত্বের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ)-কে চরম ও শেষ নবীরূপে গ্রহণ করার নীতিই হইতেছে—মুসলিম জাতীয়তার বিজয় বৈজয়ন্তী। সুতরাং চরমত্বপ্রাপ্তির আদর্শ যাহারা বরণ করে-নাই, মুসলিম কওমিয়ত ও ইসলামী অথওতের পতাকামূলে সমবেত হইবারও তাহাদের অধিকার নাই। তাহাদিগকে ব্রাহ্ম, শিখ ও বাহায়ী-দের মত আপনাপন স্বতন্ত্র নিশান উড়াইতে হইবে, কারণ তাহারা মুসলিম ভ্রাতৃত্বসঙ্ঘের সদস্য নয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

(চরমত্ব প্রাপ্তির মনস্তাত্ত্বিক কারণ)

ইসলাম জগতের অন্যতম যুক্তিবাদী পণ্ডিত আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়েম (— ৭৫১) নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন :

وقامت حكمته تبارك و تعالى فى ارسال الرسل فى امم واحد بعد واحد' كلما مات واحد خلفه اخر لحاجتها الى تتابع الرسل والانبياء لضعف عقولها وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق' فلما انتهت النبوة الى سيدنا محمد بن عبدالله رسول الله و نبيه' ارسله الى اكمل الامم عقولا ومعارفا واصحها اذهانا واغزرها علوما' و بعثه باكمل شريعة ظهرت فى الارض منذ قامت الدنيا الى حين مبعثه' فاغنى الله الامة بكمال رسولها وكمال شريعتها و كمال عقولها وصحة اذهانها عن رسول يأتى بعده - اقام له من امته ورثة يحفظون شريعته و وكلهم بها حتى يودوها الى نظرائهم ويزرعوها فى قلوب اشباههم' فلم يحتاجوا معه الى رسول اخر ولا نبى ولا محدث اى ملهم -

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে পর পর রসূল প্রেরিত হওয়ার কারণ চিন্তা করিয়া দেখ। একজন রসূলের মৃত্যু ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে আর একজন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। তদানীন্তন জাতিসমূহের বুদ্ধিবৃত্তির অপরিপক্কতা এবং পূর্ববর্তী রসূলের প্রবর্তিত বিধান সমূহের অপ্রচুরতা নিবন্ধন পর পর রসূলগণের আগমন অপরিহার্য ছিল। আমাদের নেতা আল্লাহর রসূল ও নবী মোহাম্মদ বিনে আবদুল্লাহ

(সাঃ) পর্যন্ত নবুওতের উক্ত পারম্পর্য যখন নিঃশেষিত হইল, আল্লাহ তাঁহাকে এমন এক যুগে প্রেরণ করিলেন, যে যুগের মানুষ জ্ঞানের পরিপক্কতা, বিচার বুদ্ধির বিচক্ষণতা, বুদ্ধি বৃত্তির সাম্য এবং বিদ্যার গভীরতায় পূর্ণতা অর্জন করিয়াছিল। ফলে পৃথিবীর সৃষ্টি-দিবস হইতে তাঁহার যুগ পর্যন্ত যতগুলি শরীঅত দুনয়ার বক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান সহ আল্লাহ তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদের রসূলের (সাঃ) সর্বাঙ্গ সম্পন্নতা, তদীয় শরীঅতের সম্পূর্ণতা, তাঁহার উম্মতের পরিপুষ্ট জ্ঞান এবং বিচার বুদ্ধির সমতা নিবন্ধন তাঁহার পর মানব জাতির জন্য আর কোন নবীর প্রয়োজন রহিল না। তাঁহার উম্মতের মধ্য হইতেই তদীয় স্থলাভিষিক্তগণকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) শরীঅতের রক্ষকরূপে আল্লাহ উত্থিত করিলেন এবং তাঁহাদের তুল্য ও সমশ্রেণীভুক্ত পরবর্তী দলের হস্তে উহা সঠিক ভাবে পৌঁছাইবার এবং শরীঅতের প্রকৃত তাৎপর্য তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল করাইবার দায়িত্ব সমর্পণ করিলেন। অতএব রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর অন্য কোন রসূল, নবী, মুহাদ্দস বা মুলহিমের— অর্থাৎ ঐশী-ভাব ধারকের আবির্ভাবের আবশ্যকতা ও সার্থকতা রহিল না, (মিফ্‌তাহু দারিস্‌সাআদাহ।) ১

ইবনুল কাইয়েমের উস্‌তায, যুগ প্রবর্তক, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ্ (— ৭২৮) নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার যে উক্তি তদীয় শিষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উল্লিখিত হইল। 'বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও ইমাম আহ্‌মদ উমর ফারূক (রাযীঃ) সম্বন্ধে রসূলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে,

انه كان فى الامم قبلكم محدثون' فان يكن فى هذه الامة احد' فعمر بن الخطاب -

২। রাসায়েলে মুনায়রিয়াঃ (১) ১৭১ পৃঃ।

তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহে মুহাদ্দসের দল থাকিতেন, কিন্তু এই উম্মতে যদি কেহ মুহাদ্দস হন, তিনি খাত্তাবের পুত্র উমর।

ইবনে তায়মিয়াহ্ বলেন : আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে মুহাদ্দসের বিদ্যমানতার সংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিশ্চয়বাচক শব্দের সাহায্যে প্রদান করিয়াছেন অথচ এই উম্মতে তাঁহাদের অস্তিত্বের কথা অনিশ্চিত ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ, পূর্ববর্তীগণের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় ছিল, রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের সম্পূর্ণতা নিবন্ধন তদীয় উম্মতের পক্ষে তাহা আদৌ আবশ্যক নয়। রসূলুল্লাহর (সাঃ) মহাপ্রয়াণের পর তাঁহার উম্মতের জন্য কোন মুহাদ্দস, মুলহিম, কশ্‌ফওয়ালা বা স্বপ্নাদিষ্টের প্রয়োজন অবশিষ্ট রাখা হয় নাই।

"গোপনে যিনি ইঙ্গিত লাভ করেন এবং উক্ত ইঙ্গিত সূত্রে যাঁহার কথিত মত ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে,—তিনি মুহাদ্দছ। সিদ্দীকের আসন মুহাদ্দস অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও পরিণত; রসূলের (সাঃ) পূর্ণ সমর্থন ও যথার্থ অনুসরণের দরুণ তাঁহার পক্ষে ইঙ্গিত, ধারণা (ইলহাম) ও প্রেরণার (কশ্‌ফ) কোনই প্রয়োজন থাকেনা, কারণ তিনি রসূলের (সাঃ) পদপল্লবে স্বীয় হৃদয় এবং আপন প্রকাশ্য ও গোপন ভাব ও আবেগ এমন কি স্বীয় সম্ভ্রম, মর্যাদা ও যথাসর্বস্ব এরূপ রিক্ত হইয়া অর্পণ করিয়াছেন যে, স্বয়ং রসূল (সাঃ) ছাড়া তাঁহার পক্ষে অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। মুহাদ্দস যে ইঙ্গিত লাভ করেন, তাহা তিনি রসূলের (সাঃ) নির্দেশ দ্বারা যাচাই করিয়া দেখেন, পরীক্ষার উল্লিখিত কষ্টিপাথরে তাঁহার ইঙ্গিতের সত্যতা যদি প্রমাণিত হয়, তবেই তিনি তাহা গ্রাহ্য করিয়া লন, নতুবা উহা প্রত্যাখ্যাত হয়। অতএব বুঝা গেল যে, 'সিদ্দীকিয়তের' স্থান তহ্‌দিসে'র অনেক উচ্চে।

"অনেক কল্পনাবিলাসী ও মূর্খতার অনুসারীকে বলিতে শুনা যায় (حدثنى قلبى عن ربى) "আমার হৃদয় আমার প্রভুর প্রমুখাৎ

বর্ণনা করিয়াছে।" আমি বলি, তাহার মন যে বর্ণনা করিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই. কিন্তু কাহার নিকট হইতে শুনিয়া? তাহার শয়তানের নিকট হইতে, না তাহার রহমানের নিকট হইতে? সুতরাং যে উক্তি সে মুসনদ স্বরূপ বর্ণনা করিতে চাহিতেছে, তাহার সনদে যাঁহাকে উল্লেখ করিতেছে তাঁহাকে সে চিনেনা এবং তিনি উহা বলিয়াছেন কিনা তাহাও সে জানেনা, সুতরাং উল্লিখিত বর্ণনা (হাদীস) একদম মিথ্যা! এই উম্মতের যিনি যথার্থ মুহাদ্দস ছিলেন, আজীবন তাঁহার মুখ দিয়া এরূপ উক্তি একবারও উচ্চারিত হয় নাই। তাঁহার সেক্রেটারী একদা লিখিয়াছিলেন:

هذا ما ارى الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب' فقل : لا' امحه واكتب : هذا مارأى عمر بن الخطاب' فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن عمر' والله و رسوله منه بري

"আল্লাহ আমীরুল-মুমিনীন উমর বিনুল খত্তাবকে ইহা বুঝাইয়াছেন।" তিনি বলিলেন: না, উহা মুছিয়া ফেল আর লেখ:— ইহা উমর বিনুল খাত্তাব মনে করেন, যদি এ কথা সঠিক হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ হইতেই তিনি মনে করিয়াছেন আর যদি তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত হয়, তাহাহইলে উহা উমরের নিজস্ব কল্পনা, আল্লাহ ও রসূলের সঙ্গে উহার সম্পর্ক নাই।" কলালার (كلالة) ব্যাখ্যা করিয়া একদা বলিলেন:

اقول فيهما برائى فان يكن صوابا فمن الله' و ان يكن خطا فمنى و من الشيطان -

"আমি আমার ব্যক্তিগত বিবেচনা সূত্রে এ কথা বলিলাম, যদি সঠিক হয়, তবে-আল্লাহর তরফ হইতেই বলিয়াছি আর ভুল হইয়া থাকিলে আমার ত্রুটির জন্য আর শয়তানের প্ররোচনায় ভ্রান্তি ঘটিয়াছে।"

শায়খুল ইসলাম বলেন:

فهذا قول المحدث بشهادة الرسول ! و انت ترى الاتحادى والحلولى والاباحى الشطاح والسماعى مجاهر بالقحة والفرية ويقول : حدثنى قلبى عن ربى ! فانظر الى مابين القائلين والقولين والحالين واعط كل ذى حق حقه ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا -

রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাক্ষ্য দ্বারা যিনি মুহাদ্দস প্রমাণিত হইয়াছেন, তাঁহার উক্তি তোমরা শ্রবণ করিলে, পক্ষান্তরে যত অদ্বৈতবাদী, অবতারত্বে বিশ্বাসী, ভোগবিলাসী, অত্যুক্তিকারী দাম্ভিক, ভণ্ড তপস্বী ও মিথ্যাচরণাকারীর দল আছে, তাহাদের তুমি বলিতে শুনিবে: "আমার মন আমার কাছে আমার প্রভুর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছে।" উভয় বক্তার ব্যক্তিত্ব, পদমর্যাদা, উক্তি ও অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা অনুধাবন কর এবং প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য আসন দাও, কদাচ মেকী ও খাঁটিকে এক জিনিষ মনে করিও না। ১

আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠতম মনিষী মরহুম শায়খ মুহাম্মদ ইকবাল এ সম্পর্কে বলেন:

The idea of finality, therefore, should not be taken to suggest that the ultimate fate of life is complete displacement of emotion by reason. Such a thing is neither possible nor desirable The intellectual value of the idea is that it tends to create an independent critical attitude towards mystic experience by generating the belief that all perosonal authority, claiming a supernatural origin has come to end in the history of man. This kind of belief is a psychological force which inhibits the growth of such authority.

ভাবার্থ: মানবজীবনের চরম বিকাশ স্বরূপ যুক্তিবাদকে অনুভূতি বা প্রেমের সম্পূর্ণভাবে স্থলাভিষিক্ত করা নবুওতের 'চরমত্ব প্রাপ্তির' তাৎপর্য

১। মদারিজুস্‌সালেকীন: (১) ২২ পৃঃ।

নয়। ইহা যেরূপ অসম্ভব, তেমনি অবাঞ্ছিত। 'চরমত্বপ্রাপ্তি'র যুক্তিসিদ্ধ সার্থকতা এই যে, এই মতবাদের ফলে আধ্যাত্মিকতাকেও স্বাধীন বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সমালোচনা করিয়া দেখার ক্ষমতা জন্মে। পৃথিবীর ইতিহাসে অতি-প্রাকৃতিক উৎস হইতে উদ্ভূত অতিমানুষিকতার পদ যাঁহারা অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকা অতিশয় দীর্ঘ. 'চরমত্বপ্রাপ্তির' অভিমত দ্বারা উক্ত সুদীর্ঘ তালিকার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং অস্বাভাবিক প্রভুত্বের প্রভাব হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই মুক্তি একটি বিপুল মনস্তাত্ত্বিক শক্তি, যাহা নবুওতের নিরবচ্ছিন্নতাকে নিরুদ্ধ করিয়াছে। ১

The birth of Islam is the birth of inductive intellect In Islam prophecy reaches its perfection in discovering the need of its own abolition. This involves the keen perception that life cannot for ever be kept in leading string. That in order to achieve full self consciousness man must finally be thrown back on his own resources. The abolition of priesthood and hereditory kingship in Islam, the constant appeal to reason and experience in the Quran and the emphasis that it lays on Nature and History as sources of human knowledge, are all different aspects of the same idea of finality.

ভাবার্থ : ইসলামের জন্মদ্বারা পরীক্ষাপ্রসূত অনুমান বা উপপাদনের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভব সূচিত হইয়াছে। নবুওতের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম স্বয়ং নবুওতের বিলোপ সাধনের প্রয়োজনও অনুভব করিয়াছে। অনন্তকাল ধরিয়া মানব জীবনকে স্বাধীনচিন্তা ও মননশীলতা হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্দিষ্ট পরিচালনাধীনে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা যে সম্ভবপর নয়, নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির সহিত সেই সূক্ষ্ম অনুভূতি বিজড়িত রহিয়াছে। আত্মানুভূতির বিকাশসাধন করে

1. Reconstruction of Religious thought, P, P. 177

পরিণামে মানুষকে তাহার আপন উপায়জ্ঞতার আশ্রয় অবলম্বন করিতে হইবেই। ইসলামে পুরোহিততন্ত্র ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং কুরআন কর্তৃক যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব প্রদান করার জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন এবং প্রকৃতি ও ইতিহাসকে মানবীয় জ্ঞানের উপাদানরূপে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রভৃতি নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির রূপায়ণ মাত্র। ১

ফলকথা, 'নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি' মানুষের মানসলোকে প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার নূতন নূতন পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। অপরিণত সমাজের অপরিপক্ক জ্ঞান দুনিয়ার পৃষ্ঠে যে তামাদ্দুন রচনা করিয়াছিল, তাহাতে প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকে ইলাহীশক্তির আসন প্রদত্ত হইয়াছিল। 'কলেমায়ে তাইয়েবা'র প্রথমার্ধ—"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মানুষের ভিতর পরীক্ষামূলক অনুসন্ধিৎসার ভাব উদ্দীপিত করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ঐশ্বরিকতা (উলুহিয়ৎ) কে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং দ্বিতীয়ার্ধ—"মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ" দ্বারা নবুওতের চরমত্ব ঘটিবার ফলে আধ্যাত্মিকতার সমুদয় ভাব বোধাধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। আধ্যাত্মিকতার যে কোন রূপ—যতই অসাধারণ ও অস্বাভাবিক হউক না কেন, তাহাকে রিসালতের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা আর দুর্বোধ্য ও অনধিগম্য করিয়া রাখা চলিবেনা; প্রকৃতি বিজ্ঞানের অপরাপর বোধাধিগম্য বিষয়বস্তুর ন্যায় আধ্যাত্মিকতার সমস্ত রূপ ও ভংগিমা স্বাভাবিক ভাবে গৃহীত হইয়া সেগুলিকে পরীক্ষা (Experiment) ও পর্যবেক্ষণের (Research) দৃষ্টি লইয়া বিচার করিয়া দেখা হইবে। নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির পর আজ পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নাই, যাহা গবেষণা ও সমালোচনার (Crticism) আওতায় পড়িতে পারেনা, কারণ উক্ত মতবাদের ফলে সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের রাত্রির অবসান ঘটিয়া মুক্তি ও চেতনার প্রভাত উদিত হইয়াছে।

1. Reconstretion of thought, P. P. 176.

চরমত্ব প্রাপ্তির সামাজিক মূল্য

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির পরিকল্পনা বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অভিনব। ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার পুরোহিত-তন্ত্রী সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যাইতে পারে। যরতশ্‌তি, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, কালেদীয়ান ও নক্ষত্রপূজারী সেবিয়ানগণ (Sabien) সকলেই পুরোহিততন্ত্রী সভ্যতার বাহক। তাঁহাদের আদর্শে নবুওতের নিরবচ্ছিন্নতার মতবাদ অনিবার্যরূপে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া সর্বদা প্রতীক্ষার একটি নির্দিষ্ট ভাব তাহাদের মধ্যে জাগ্রত থাকিত এবং পুরোহিততন্ত্র-যুগীয় মানুষ উল্লিখিত প্রতীক্ষার মধ্যে অনুপম মনস্তাত্বিক আনন্দ ও সান্ত্বনার রস উপভোগ করিত। আধুনিক যুগের মানুষ মনস্তত্বের দিক দিয়া পুরোহিততন্ত্র-যুগীয় মানুষ অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীনচেতা। পুরোহিততন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ নিত্য নিত্য নূতন ও পুরাতন দলের মধ্যে জয় পরাজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকিত, এক দল পরাভূত হইয়া হয়তো একেবারেই নিঃশেষিত হইত এবং আর একটী ভিন্ন দল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত। সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সমাজের মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধের অন্ত থাকিত না এবং এই ভাবে সমাজের মধ্যে কত শ্রেণী ও দল যে গজাইয়া উঠিত এবং শ্রেণীস্বার্থের সংগ্রাম কত ভাবে যে বাড়িয়া চলিত, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। ইসলাম সমগ্র মানব জাতিকে একটি বিরাট সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার আহ্বান বহন করিয়া আনিয়াছে। সুতরাং সামাজিক সংহতির যাহা অন্তরায়, সেরূপ ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনার সে অবসান ঘটাইয়াছে।

হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির সামাজিক সার্থকতা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সারাংশ সংকলন করিয়া দিতেছি। তিনি বলেন : "ভূপৃষ্ঠে যতগুলি ধর্মমত আছে, তাহাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, এমন

একটী ধর্মও তোমরা দেখিতে পাইবে না, যাহার অনুসরণকারীদের মন ধর্মপ্রবর্তকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে ভরপুর নাই, সকলেই ধারণা করিয়া থাকে যে, তাহাদের ধর্মপ্রবর্তক সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান গরিমা ও পবিত্রাচারে অতুলনীয়। পক্ষান্তরে প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব কতক-গুলি রীতি ও বিধান রহিয়াছে, জনসাধারণ সে সব বিষয়ে ধর্ম প্রবর্তক ও তাঁহার অনুগত পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দের অনুসরণ করিয়া চলে এবং আপন ধর্মের রীতিনীতি ও ব্যবস্থা তাহাদের কাছে সর্বাঙ্গসুন্দর বিবেচিত হয়। উল্লিখিত কারণপরম্পরায় ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় হইয়া উঠে এবং ধর্মাবলম্বীরা তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় দণ্ডায়মান হয় এবং উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া ধনপ্রাণ উৎসর্গ করে।

"প্রত্যেক সমাজের ধর্মমতের পার্থক্য, আচার ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতির বৈষম্য এবং স্ব স্ব রীতি ও মতের প্রতিষ্ঠাকল্পে যুদ্ধবিগ্রহের প্রবৃত্তি সমাজসমূহের মধ্যে গোঁড়ামি, হঠকারিতা ও অসামঞ্জস্যের ভাব বর্ধিত করিতে থাকে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনাচার, অবিচার ও অত্যাচার আত্মপ্রকাশ করে, অনধিকারী ও অযোগ্যের দল ধর্মনেতা, সমাজপতি ও রাষ্ট্রাধিপের আসন অধিকার করিয়া বসে, ধর্মবহির্ভূত ও ধর্মবিগর্হিত ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কার মূলধর্মের সহিত সংমিশ্রিত (Adul-terated) হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে নেতৃমণ্ডলী ধর্মপ্রচারের মহান দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করেন এবং ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ও অতি প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলি অবহেলা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হন, এই ভাবে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ক্রমে ক্রমে ম্লান ও অস্পষ্ট হইতে থাকে। ধর্মভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রত্যেক সমাজ অপরের সহিত দ্বন্দকোলাহল ও বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয় এবং "পরধর্ম ভয়াবহ" নীতি অনুসারে আপন বিকৃত ও ভেজাল ধর্মমত ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগুলিকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করার কার্য শুরু করিয়া দেয় এবং এক সমাজের সহিত অপর সমাজের সংগ্রাম বিঘোষিত হয়।

"দুনয়ায় মানবসমাজের মধ্যে যখন এই ভাবে অশান্তি, বিদ্বেষ, অনাচার, অবিচার ও যুদ্ধ বিগ্রহের আগুন জ্বলিয়া উঠে তখন উক্ত অগ্নিকাণ্ডের নিরোধ ও নির্বাপনকল্পে একজন সার্বজনীন ও সর্বমানবীয় রসূল বা নবীর প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। অত্যাচারী শাসনকর্তাদের সহিত ন্যায়পরায়ণ খলীফা যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, উল্লিখিত রসূল ধরাধামে আগমন করিয়া মানুষের বিভিন্ন সমাজের সহিত সেইরূপ আচরণ করেন, বিচ্ছিন্ন ও কলহপরায়ণ সমাজসমূহকে এক অখণ্ড জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত করাই তাঁহার প্রধানতম কর্তব্যে পরিণত হয়।" ১

মানবীয় জ্ঞানের ক্রমবিকাশ এবং সমাজজীবনের বিবর্তনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নবীগণের নিরবচ্ছিন্ন আগমন আবশ্যক ছিল। জড়বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির ফলে সমগ্র পৃথিবী যখন একটি মহানগরে আর নগরীগুলি বিশাল বিশ্বনগরের প্রাসাদমালায় পরিণত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার সূচনামুহূর্তে গোত্রীয় ও ভৌগলিক বাধা, ভাষা, রক্ত ও স্বার্থের সমুদয় কৃত্রিম ভেদরেখা উল্লঙ্ঘন করিয়া ইসলাম এক অখণ্ড,—স্বপর্যাপ্ত ও স্বয়ংসিদ্ধ বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণতি লাভ করার প্রয়োজন অনুভব করে। পূর্ণ মানবত্বের ব্যবহারোপযোগী সঠিক পরিমাপের মনোজ্ঞ পরিচ্ছদ হস্তে লইয়া যুগযুগান্তর হইতে মহাকাল এক নিষ্কলুষ, পূর্ণাঙ্গ, পরিণত-বুদ্ধি আদর্শ মহানবীর আগমন প্রতীক্ষায় অধীর ও উদ্বেলিত চিত্তে দিনগণনা করিতেছিল। কালের প্রতীক্ষাকে সার্থক এবং মানবধর্মের বিকাশপ্রাপ্তির আকুলতাকে ধন্য করিয়া খাতিমুল মুর্সালীন মোহাম্মদ মুস্তফা আলায়হিস্‌সালাতো ওয়াত্‌তসলীম গতানুগতিকতা (dogmatism) ও বৈজ্ঞানিকতার (Rationalism) যুগ সন্ধিক্ষণে বিশ্বচরাচরের রহমত রূপে পৃথিবীর নাভিকুণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

১। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১২৩ পৃঃ।

منزه عن شريك في محاسنه،
فجوهر الحسن فيه غير منقسم ! ১

আঞ্চলিক ও গোত্রীয় ধর্মসমূহের আদি ও অবিকৃত রূপগুলি রসূলুল্লাহর (সাঃ) মধ্যস্থতায় সর্বমানবীয় বিশ্বধর্মের পুণ্যতীর্থে সঙ্গমলাভ করিয়াছে। "সকল নবীর হেদায়তকে, হে রসূল (সাঃ), আপনি স্বীয় কর্ম-জীবনে فبهدهم اقتده রূপায়িত করুন" — (আল্‌আন্‌আম : ৯০), আল্লাহর বর্ণিত নির্দেশসূত্রে সকল নবী ও রসূলের বিচ্ছিন্ন জীবনাদর্শের কেন্দ্রাভিমুখ অনুভূতির রূপায়ণ শেষ নবীর (সাঃ) পবিত্র ও মহিমান্বিত জীবনপদ্ধতির ভিতর সম্ভাবিত হইয়াছিল।

حسن یوسف، دم عیسی ید بیضا داری،
آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری ! ২

ইহুদদের ধর্মগ্রন্থ তওরাৎ সিরীয় (Syriaec) ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, খৃষ্টানদের ইঞ্জিল হিব্রু ভাষায় নাযিল হইয়াছিল। উভয় সমাজের শুধু ধর্মগ্রন্থই পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, সিরীয় ও হিব্রু ভাষা পর্যন্ত জগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বেদ সম্বন্ধে কথিত হয় যে, উহার অপ্রক্ষিপ্ত অংশগুলি সংস্কৃত ভাষার মধ্যস্থতায় উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃত বর্তমান জগতের জীবন্ত ও কথ্য ভাষা নয়। প্রাচীন যিন্দ ভাষার অস্তিত্বও ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। "শেষ নবী"র (সাঃ) প্রতি জীবিত, কথিত ও প্রচলিত ভাষায় অবতীর্ণ "শেষ গ্রন্থ" কোরআনের সাহায্যেই আজ

১। আল্লাহ স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীতে যেরূপ অনবদ্য ও অনুপম, সৌন্দর্যগরিমার দিক দিয়া রসূলুল্লাহও (সাঃ) তেমনি অংশীবিমুক্ত—অতুলনীয়। এমনি অখণ্ড রূপের ধারক তিনি, যাহা সর্বতোভাবে অবিভাজ্য—বুর্দা।

২। ইউসুফের রূপমাধুরী, ঈসার মৃতসঞ্জীবনী ফুৎকার আর মুসার দৃষ্টি বিভ্রমকারী শুভ্রহস্তের অধিকারী, হে প্রিয়তম রসূল, আপনি! সকল রূপবানের বিভিন্নরূপী মাধুর্যের সমাবেশ আপনার একার মধ্যেই সমন্বিত হইয়াছে।

আমরা অবগত হইয়াছি যে, তওরাৎ, যবুর, ইন্‌জিল এবং আরো বহু ঐশী গ্রন্থ —সাহায়েফ মানুষের বিভিন্ন দল ও গোত্রের হিদায়তের জন্য দুন্‌য়ার বিভিন্ন অঞ্চলে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং নূহ, ইব্‌রাহীম ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, (ইসরাঈল), দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা, হারুণ, যাকারিয়া, ইয়াহ্‌য়া, ইল্‌য়াস, ঈসা, আলা-নাবীয়েনা ওয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস্‌সালাম এবং ইলাহী পথের আরো অগণিত সত্যবাদী সন্ধানদাতা এবং তদীয় বাণীর ধারক, বাহক ও প্রচারকবৃন্দ ধরাধামে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শেষ নবী (সাঃ) যে প্রমাণপঞ্জী বিশ্ববাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, পৃথিবীর সকল প্রান্তেই সকল জাতির নিকট আম্বিয়া ও মুর্সালীনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল এবং তাঁহারা যে পবিত্র ও অনবদ্য বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সহস্র ভাবে ও লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হইলেও তাহার উৎস মূল অভিন্ন ও অদ্বিতীয়। নবী ও দার্শনিক এবং কাব্য ও ওয়াহীর মধ্যে যে পার্থক্য এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে যে প্রভেদ রহিয়াছে, তাহা যাচাই করার তুলাদণ্ডরূপে খাতেমুল মুর্সালীনের (সাঃ) আগমন ঘটিয়াছে। শুধু তাঁহার পরবর্তী নবুওত এবং ওয়াহীর দাবী যে ছলনা, জাল ও মিথ্যা অহমিকা মাত্র তাহা নয়, অধিকন্তু যে নবুওত ও ওয়াহীর দাবীর পিছনে তাঁহার সাক্ষ্য বিদ্যমান নাই, পূর্ববর্তী হইলেও তাহার নিশ্চয়তা ভিত্তিহীন।

افلت شموس الأولين وشمسنا

ابدا على افق العلا لاتغرب [1]

১। পূর্ববর্তীগণের সূর্যগুলি সমস্তই অস্তমিত হইয়াছে কিন্তু আমাদের সূর্য অনন্তের দিক্‌চক্রবালে চির সমুন্নত, কদাচ অস্তমিত হইবেনা—জিলানী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চরমত্বপ্রাপ্তির গণতান্ত্রিক মূল্য

এই বিপুলা ধরণী কার্য ও কারণ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার বিস্তীর্ণ ও দুর্ভেদ্য যাদুকরী যোগাযোগের জালে বিজড়িত রহিয়াছে। কার্য ও কারণ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার এই যাদু কাল ও স্থানের অসীম দিগন্তে ব্যাপ্ত, অথচ প্রাকৃতিক বিধান সমূহের অধীন। এই সকল বিধান ও আইনের গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা দ্বারা সৃষ্ট জগতের বিভিন্ন প্রান্তগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ও একত্ব সংঘটিত হয়। যে গতিতে মানুষ এই বিধান-গুলির সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছে সেইরূপ দ্রুত গতিতে কাল ও স্থানের রহস্য জালও সে ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, আর ইহারই পরিণাম স্বরূপ মানুষ কাল ও স্থানের দূরত্বকে জয় করিয়া লইয়া এই বিশাল সৃষ্টিকে অদ্বিতীয় প্রাকৃতিক একক উইনিট (unit) রূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

উল্লিখিত এককের সর্বশেষ পরিকল্পনা, যাহা কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত সম্ভাব্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহার আকৃতি ছিল একই যুগের ভৌগলিক, গোত্রীয় ও বর্ণ সম্পর্কিত বৈষম্য সমূহের অবসান ঘটাইয়া সমস্ত দুনিয়াকে এক অখণ্ড এবং সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে একই ইউনিটে পরিণত করা, কিন্তু আধুনিক যুগের নিত্য নূতন আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে একত্বের অধিকতর বিস্তৃত তাৎপর্য মানুষ অবগত হইতে পারিয়াছে, এই অভিনব একত্বের জন্য শুধু স্থানের দূরত্ব জয় করাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, অধিকন্তু সময় ও কালের বাধা ও সীমানাকেও নিঃশেষিত করিয়া ফেলা প্রয়োজনীয় বলিয়া

বিবেচিত হইতেছে। নূতন দৃষ্টিভংগীতে একই ঘটনাপুঞ্জের উপর্যুপরি বিকাশকে সময় রূপে অভিহিত করা হইয়াছে আর এই দিক দিয়া এই বিরাট ভূমণ্ডলের সমুদয় ঘটনা একই চল-চলায়মান শোভাযাত্রার আকারে পরিদৃষ্ট হইতেছে।

স্থান ও কালকে জয় করার এই সাধনা শুধু ধূলি মাটির ধরণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। মানুষের নীতিনৈতিকতার বিধানগুলিও ইহার শৃংখলপাশে আবদ্ধ। অবশ্য বস্তুতান্ত্রিক বিধান আর নীতি নৈতিকতার বিধানসমূহের মধ্যে একটি বুনিয়াদী পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় : বস্তুতান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিধান সমূহের সহিত স্বকীয় সাধ্যসাধনার বলেই মানুষ পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হয় কিন্তু নীতি নৈতিকতার বিধান স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা স্বীয় ইচ্ছামত তাঁহার নবীগণের মধ্যস্থতায় মানব সমাজের নিকট অবতীর্ণ করিয়া থাকেন। পদ্ধতির এই পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় বিধানের মধ্যে যে বস্তুটি অভিন্ন তাহা হইতেছে এই যে, উভয়ই মানবত্বের পথ হইতে সময় ও স্থানের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে অপসারিত করিয়া উহাকে অখণ্ড এককে পরিণত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতান্ত্রিক জগতে যে কার্য প্রাকৃতিক বিধানসমূহের অবগতি ও আবিষ্কার দ্বারা সাধিত হইয়াছে, নীতি নৈতিকতার জগতে সেই কার্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্ব সাধন দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্বাদেশিকতার প্রাচীরগুলি মিসমার করিয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেরূপ মানবগোষ্ঠীর প্রত্যেককে পরস্পরের একান্ত নিকটবর্তী করিয়াছেন, সেইরূপ নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির শুভসংবাদ প্রদান করিয়া তিনি অতীত ও বর্তমানের ভেদ-রেখাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছেন। রসূলুল্লাহর (সাঃ) অফুরন্ত অনুগ্রহ সমূহের মধ্যে একটি বিরাট অনুগ্রহ, যাহা তিনি মানব জাতির প্রতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই যে, শরীঅতের আইনগুলি সর্বশেষ আকারে বিশ্ববাসীর সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়া

নৈতিকতার দিক দিয়াও তিনি আদি ও অন্তের ব্যবধানকে বিদূরিত করিয়াছেন। মানব সমাজের সম্মুখে এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যজাল তিনি ছিন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রাকৃতিক বিধানের দিক দিয়া যেরূপ এই বিশাল বিশ্ব একটি একক, তেমনি নৈতিক সংবিধানের দিক-দিয়াও এই জগত অভিন্ন ও একক। অদ্যকার ও কল্যকার মধ্যে যে যবনিকা আপাত দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয় তাহা আমাদের দৃষ্টি-ক্ষীণতার লক্ষণ মাত্র। ইকবাল তাঁহার কাব্যে এই মতবাদেরই সন্ধান দিয়া বলিয়াছেন,

زمانه 'ایک' حیات 'ایک' کائنات بهی 'ایک'
دلیل کم نظری قصۂ جدید و قدیم !

সময় অভিন্ন, জীবনও অভিন্ন আর বিশ্ব জগতও অভিন্ন,
নূতন আর পুরাতনের কলহ দৃষ্টিক্ষীণতার লক্ষণ মাত্র।

পুরাতন পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পুরাতন জাতি এবং ধর্মসমূহে ব্যক্তি, দল বা শ্রেণী বিশেষকে ধর্মীয় নেতৃত্বের উত্তরাধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, আর এই অন্ধ বিশ্বাসের দরুণে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর, একদল অন্য দলের উপর এবং এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান পোষণ করিয়া চলিত। এই আভিজাত্যের গৌরব (Superioity Complex) ইসলামের পূর্ববর্তী অধিকাংশ সমাজেই বিদ্যমান ছিল। যেহেতু রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানবত্বের পূর্ণতা সাধন কল্পে শেষ নবীরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং যেহেতু তাঁহার পর প্রলয়কাল পর্যন্ত নবুওতের ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতা নিঃশেষিত হইয়াছে, তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন ব্যক্তি বা গোত্রকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করিয়া যান নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার স্থলাভিষিক্তির গৌরবমণ্ডিত মুকুটের অধিকার তিনি সমুদয় উম্মতকে দান করিয়া গিয়াছেন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, "ইসলামী আদর্শের অনুসারী

বিশ্বস্ত ও সদাচারশীলদিগকে পৃথিবীর উত্তরাধিকার প্রদান করা হইবে।"

নবুওতের পরিসমাপ্তির বিশ্বাস দ্বারা গোত্র ও বংশের সমুদয় শ্রেষ্ঠত্ব অবসান লাভ করিয়াছে এবং সাধুতা ও চারিত্রিক মাহাত্মই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডরূপে বংশ ও গোত্রমর্যাদার স্থান অধিকার করিয়াছে। এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার অধিকার প্রত্যেক নরনারীকে সমানভাবে প্রদান করা হইয়াছে এবং সকলের জন্যই সমানভাবে ইহার সুযোগ মওজুদ রহিয়াছে। হযরত সলমান ফার্সী (রাযিঃ)-কে তাঁহার বংশের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন : আমি ইসলামের পুত্র সলমান! লক্ষ্য করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ইহা একটি নিছক জওয়াব মাত্র নয়, ইহা একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ। সমাজ জীবনের একটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান কল্পেই তিনি এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ইকবাল তাঁহার অমর কাব্যে এই আদর্শবাদের (Ideology) দিকেই ইংগিত করিয়াছেন।

فارغ ازباب وام واعمام باش!
همچو سلمان زادۂ اسلام باش!

পিতা ও মাতা এবং পিতৃব্যের পরিচয়-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কর, সলমানের মত শুধু ইসলামেরই পুত্র হও।

"সমগ্র মুসলিম জাতি রসূলুল্লাহর (সাঃ) স্থলাভিষিক্ত নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা কোন শ্রেণী নয়," এই মতবাদ ইসলামী সমাজকে রাজাগিরী মোহন্তগিরী, পোপত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব এবং পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগীর থিওক্রেসীর (Theocracy) বিপদ হইতে সুরক্ষিত করিয়াছে। এই সমাজে এরূপ দাবী করার কাহারো অধিকার নাই যে, যেহেতু আমি অমুক গোষ্ঠী বা শ্রেণীর সহিত সম্পর্কিত আর এই গোষ্ঠী বা শ্রেণী যেহেতু আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, অতএব আমার উক্তি বা সিদ্ধান্ত কোনরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকেই মানিয়া লইতে হইবে। বংশমর্যাদার

দাবী করিয়া ইসলামী সমাজে কেহ কোন বিশিষ্ট আসন অধিকার করিতে সমর্থ নয়। এই সমাজে কেহ যদি কোন বৈশিষ্টের অধিকারী হয়, তাহাহইলে ইসলামী দৃষ্টিভংগী অনুসারে সে বৈশিষ্ট শুধু তাহার ব্যক্তিগত সাধুতার জন্যই স্বীকার করা যাইতে পারিবে।

আর এ কথাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, সাধুতার বৈশিষ্টও তাহাকে আইনের উর্ধে স্থানদান করিতে সর্বোতোভাবে অক্ষম। আইনের দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকেই ধনী, দরিদ্র কুলীন ও অকুলীন, শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে পরস্পরের সমকক্ষ। মহাধার্মিক ও নিকলুষ চরিত্রবান হওয়া সত্বেও আইনের প্রয়োগ ব্যাপারে কোন পার্থক্যই এ সমাজে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) যুগে কোরাইশ গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের জনৈকা স্ত্রীলোক চুরির অপরাধে ধৃতা হয়। ইসলামী দণ্ডবিধি অনুসারে চোরের হাত কাটিয়া দেওয়াই চুরির শাস্তি। বংশ মর্যাদার দিক দিয়া এই শাস্তিকে কেহ কেহ উক্ত নারীর পক্ষে যুলম বলিয়া মনে করে এবং দণ্ডের মধ্যে অনৈসলামিক যুগের রীতি অনুসারে ভদ্রের ও অভদ্রের ব্যতিক্রম ঘটাইতে চায়। রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রিয় শিষ্য উসামা বিনে যয়েদকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট সুফারিশ করার জন্য অনেকেই পীড়াপীড়ি করিতে থাকে, জনগণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট সুফারিশ করেন কিন্তু তাহাতে হুযুর (সাঃ) তাঁহার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং বলেন, তুমি আল্লাহর নির্ধারিত বিধি ব্যবস্থায় সুফারিশ করিতে চাও? অতঃপর জনগণকে সম্বোধন করিয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) বক্তৃতা দান করেন এবং বলেন, তোমাদের পূর্বে অনেকগুলি জাতি শুধু এই অপরাধেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে কোন সামান্য ব্যক্তি চুরি করিলে তাহাকে তাহারা দণ্ডিত করিত কিন্তু কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এই অপরাধে অপরাধী হইলে তাহারা উপেক্ষা করিয়া যাইত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, কিন্তু আমি এরূপ করিবনা, যে প্রভুর হস্তে মোহাম্মদের (সাঃ) প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! যদি মোহাম্মাদের (সাঃ) কন্যা ফাতিমাও চুরি করিত, আমি নিঃসন্দেহে তাহার হাত কাটিয়া দিতাম।

একদা উমর ফারূক তাঁহার জনৈক সেনাপতিকে নির্দেশ প্রদান করিলেন যে, আল্লাহ এবং কোন ব্যক্তির মধ্যে কোনরূপ কুটুম্বিতার সম্পর্ক নাই, সম্পর্ক শুধু আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যস্থতাতেই রহিয়াছে। অতএব আল্লাহর আইনে সম্ভ্রান্ত এবং অবজ্ঞাত সকলেই সমান।

ইসলামের এই গৌরবান্বিত সন্তান খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত কাল পরেই স্বীয় পরিবারবর্গকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—দেখ, সাবধান! আমি জনগণের জন্য যে সকল বিষয় নিষিদ্ধ করিয়াছি, তোমাদের মধ্যে কেহ সেগুলির কোন নিষেধ যদি ভংগ কর তাহাহইলে মনে রাখিও, আমি তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করিব।

শাসনকর্তৃত্বের আসনে ব্যক্তিগত ও দলগত ইজারাদারী নিঃশেষিত এবং উহার জন্য সর্বসাধারণ মুসলমানের অধিকার সাব্যস্ত হওয়ায় ইসলামী স্টেটের পার্লামেন্ট ও সর্বাধিনায়ক সর্বসাধারণের মত অনুসারে নির্বাচিত হইয়া থাকে। ইসলামী স্টেটের সর্বাধিনায়ককে জনগণ পদচ্যুত করিতে পারে। শাসন সৌকর্যে এবং যে সকল বিষয়ে আল্লাহর আইনে অর্থাৎ শরীঅতে কোন স্পস্ট নির্দেশ বিদ্যমান নাই, সেসকল ব্যাপার মুসলমানগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত (ইজ্‌মা) অনুসারেই মীমাংসিত হইয়া থাকে। ইলাহী-আইনের যে সকল ধারা ব্যাখ্যা (Interpretion) সাপেক্ষ, সে সকল স্থানে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা গোত্র বা শ্রেণী ব্যাখ্যা দানের অধিকারী নয় পক্ষান্তরে সর্বসাধারণ মুসলমানগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে তাহারই এই অধিকার রহিয়াছে। খলীফা

নির্বাচন করার তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) উম্মতের খলীফাগণ শৃংখলা ও সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের স্ব স্ব খিলাফতকে উক্ত খলীফার নিকট হস্তান্তরিত করিয়া দেন কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইসলামী সমাজে আইনের দৃষ্টিতে উক্ত খলীফার স্থান অন্যান্য নাগরিক-দেরই সমতুল্য।

নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির মতবাদ মুসলমানদের সাম্রাজ্যশাসন বিধানকে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালাই করিয়াছে. রসূলুল্লাহর (সাঃ) মহাপ্রয়াণের পর যেহেতু মানবসমাজের পক্ষে আল্লাহর ওয়াহীর নির্দেশ লাভ করা সম্ভবপর নয়, সুতরাং মুসলমানদের নিজস্ব ব্যাপারগুলি পারস্পরিক পরামর্শ দ্বারাই মীমাংসিত হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে, কারণ শুধু এই পন্থা অনুসরণ করিয়াই ভ্রান্তির পরিমাণ সাধ্যপক্ষে কম করা যাইতে পারে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং তাঁহার জীবদ্দশায় শুধু পরামর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং অনেকক্ষেত্রে স্থিরীকৃত পরামর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। পরামর্শের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা কল্পেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকরকে খলীফার পদে নিযুক্ত করিয়া যান নাই। আবুবকর সিদ্দীকও খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তাহাহইলে তিনি সর্বপ্রথম উহার সমাধান আল্লাহর গ্রন্থে অনুসন্ধান করিতেন। কুরআনে উক্ত প্রশ্নের সমাধান প্রাপ্ত হইলে তিনি অন্য কোন বস্তুর দিকে দৃক্‌পাত করিতেন না। বরং উহারই নির্দেশমত ব্যবস্থা প্রদান করিতেন। কিন্তু কুরআনে উক্ত বিষয়ের সমাধান দেখিতে না পাইলে তিনি রসূলুল্লাহর সাঃ) সুন্নতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন। রসূলুল্লাহর (সাঃ) সুন্নতেও মীমাংসা খুঁজিয়া না পাইলে তিনি মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেন যে, এরূপ বিষয়ে তাঁহারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কোন নির্দেশ অবগত আছেন কিনা। ইহাতেও ব্যর্থমনোরথ হইলে তিনি সমাজের নেতৃস্থানীয় ও উত্তম ব্যক্তিবর্গকে সম্মিলিত করিয়া

তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং যে সিদ্ধান্তে তাঁহারা সকলেই একমত হইতেন, তদনুসারে হযরত আবুবকর আদেশ দিতেন। ১

পরামর্শ দ্বারা সমস্যার সমাধান রীতি এবং পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা যে শরয়ী আদেশ নিষেধের অন্তরভুর্ক্ত সে কথা হযরত উমর ফারুক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছিলেন, পরামর্শ বিহীন খিলাফত অবৈধ। ২

যে সকল ব্যক্তি জনগণের আস্থার অধিকারী হইতেন এবং ইহ-লৌকিক ও পারলৌকিক ব্যাপার সমূহে যাঁহারা গভীর ও প্রসারিত দৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন শুধু তাঁহারাই ইসলামী পার্লামেন্টে স্থানপ্রাপ্ত হইতেন। বিশেষ প্রয়োজনে পার্লামেন্ট ছাড়াও সাধারণ নাগরিকবৃন্দের নিকট হইতেও তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ করা হইত। কুফা, বসরা ও সিরিয়ার কলেক্টরের দল নিয়োজিত হইবার প্রাক্কালে হযরত উমর উল্লিখিত প্রদেশসমূহের অধিবাসীবৃন্দকে তাহাদের মনোমত এক একজন করিয়া এরূপ লোক নির্বাচিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন যাঁহারা তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন।

এস্থলে একটি কথা বিশেষভাবে অনুধাবন করা কর্তব্য যে, সমগ্র উম্মতকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) স্থলাভিষিক্ত হইবার অধিকার দিয়া একদিকে যেরূপ তাহাদের গৌরবকে সমুন্নত করা হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে তাহাদের দায়িত্ব অপরাপর জাতির তুলনায় সমধিক বর্ধিত হইয়াছে।

সূরাঃ আলবাকারায় নিম্নলিখিত ভাষায় ইহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে,

وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء على
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا -

১। বিস্তারিত তথ্যের জন্য মৎ সংকলিত 'পাকিস্তানের শাসন সংবিধান এবং ফির্কাবন্দী ও অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। মওলানা শিবলীর আল্-ফারুক, ৩০৭ পৃঃ।

"হে মুসলিম সমাজ, আমরা তোমাদিগকে এই ভাবে শ্রেষ্ঠতম জাতিতে পরিণত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা নিখিল ধরণীর সমগ্র মানবসন্তানের সাক্ষ্যদাতা হইতে পার এবং রসূলুল্লাহ সাঃ) তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদানকারী হন।"—(১৪৩ আয়াত)

এই আয়তের তাৎপর্য এই যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) মহা-প্রয়াণের পর আর কোন নবী বা রসূল আবির্ভূত হইবার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা নাই। তাঁহার বিয়োগের পর তাঁহারই স্থলাভিষিক্তরূপে সমগ্র মুসলিমজাতিকে এই বিশাল ধরণীর মানবসন্তানগণের জন্য আল্লাহর সাক্ষ্যদাতারূপে উত্থান করিতে হইবে। রসূল (সাঃ) যাহা কিছু তাহাদের নিকট প্রচার করিয়াছেন, মানবমণ্ডলীর প্রত্যেকের নিকট তাঁহার সেই বাণী প্রচার করিতে এবং মুসলমানগণের নিকট তিনি স্বীয় আচরণ দ্বারা যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, বিশ্ববাসীর প্রত্যেক অধিবাসীর কাছে তাহা প্রদর্শন করিতে তাঁহার উম্মতীগণ যে কোন দিক দিয়াই ত্রুটি করেন নাই, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব উক্তি ও আচরণ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। যতদিন এই ধরণী মুসলিম-অধ্যুষিত রহিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে সাক্ষ্যদানের এই গুরুভার বহন করিয়া চলিতে হইবেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ধর্মভীরুতা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা এবং আড়ম্বরহীনতার যে আদর্শ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার উম্মতের পক্ষে তাহাদের আচরণের ভিতর দিয়া রূপায়িত করিয়া সেগুলিকে সুরক্ষিত রাখা তাহাদের অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য। মুসলমানগণের জাতীয় জীবনের প্রকৃত স্বরূপ ইহাই। তাহাদের দীন অর্থাৎ জীবনব্যবস্থার সাফল্য ওতঃপ্রোত ভাবে ইহার সঙ্গেই বিজড়িত এবং পারলৌকিক জীবনের গৌরব ও সমৃদ্ধিও এই কার্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

নৈতিক জগতে সময় ও স্থানের যাবতীয় দূরত্ব ও ব্যবধানকে অপসারিত করিয়া এবং ইসলামী মিল্লতের ভিতর হইতে সর্ববিধ

গোত্রীয়, বংশজ ও জাতীয় (National) বৈষম্যকে নিশ্চিহ্ন করিয়া রসূলুল্লাহ (সা:) নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির মতবাদ ঘোষণা করিয়া সমাজজীবনে তিনি একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইকবাল তাঁহার অমরকাব্য "রমুযে-বেখুদীর" মসনভীতে আমাদের বক্তব্যের সারৎসার চমৎকার ভাষায় রচনা করিয়াছেন:

ازرسالت ازجهان تکوین ما
ازرسالت مدین ما آئین ما'
ازرسالت صد هزار ما یک است'
جزوما از جزو مالا ینفک است!
ما زحکم نسبت او ملتیم
اهل عالم را پیام رحمتیم!
دامش از دست دادن مردن است
چون گل ازباد خزان افسردن است!
ازرسالت هم نوا گشتیم ما'
هم نفس هم مدعا گشتیم ما'
فرد از حق مات ازوے زنده است'
از شعاع مهر او تابنده است!

রিসালত হইতেই ভূপৃষ্ঠে আমাদের সৃষ্টি,
রিসালত হইতেই আমাদের ধর্ম এবং জীবনব্যবস্থার উদ্ভব
রিসালতের দরুণেই আমাদের শত লক্ষের যোগফল হইতেছে এক,
আমাদের এক অংশ আমাদের অন্য অংশ হইতে অবিচ্ছেদ্য
রসূলুল্লাহর (সা:) সহিত সম্পর্কের ফলেই আমরা একটি মিল্লত,
তাঁহার কল্যাণেই বিশ্ববাসীর জন্য আমরা রহমতের পয়গাম,
তাঁহার আশ্রয়-বঞ্চিত হইবার তাৎপর্য হইতেছে আমাদের মৃত্যু,
শীতের শেষে গোলাপ যেরূপ ঝরিয়া পড়ে।

রিসালতের কল্যাণেই আমাদের কণ্ঠ একসূত্রে বাঁধা,
এক মন আর অভিন্ন উদ্দেশ্য আমরা হইয়াছি,
তাঁহার মিল্লতের অন্তরভুক্ত থাকার অধিকারেই আমরা প্রত্যেকেই জীবিত,
তাঁহার প্রভাকরের কিরণেই আমরা জ্যোতির্ময়।

মুসলিম মনীষিবর্গের ন্যায় ইসলাম-পূর্ব যুগ সমূহের মহারথীগণও তাঁহাদের রসূলগণের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট আল্লাহর ওয়াহীকে ভিত্তি করিয়া যুগের চাহিদা এবং মানবীয় প্রয়োজন অনুসারে নিত্য নূতন সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সমাধান পদ্ধতিতে এমন দুইটি ভয়ানক ভ্রান্তি স্থানলাভ করিয়াছিল যাহার ফলে উত্তরকালে তাঁহাদের নবীগণের প্রদত্ত শিক্ষার মৌলিকতাই সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের একদল বিদ্বান যুগের পরিবর্তন ও মানবীয় প্রয়োজনের অভিনবত্বকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করিয়া কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তাঁহাদের রসূলগণের শিক্ষাকে আক্ষরিকভাবে প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে যুগের নব নব পর্যায়ে নবীগণের শিক্ষার মধ্যে বিপর্যয় সংঘটিত হইল। আর একটি দল রসূলগণের শিক্ষার মূলনীতি সমূহকে অনুসন্ধান করার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়াই তাঁহাদের কপোলকল্পিত সমাধান সমূহকে ঐশীবাণীরূপে জনগণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ফর্মুলা ও সংবিধানের আকারে উপস্থিত করিয়াছিলেন। প্রবৃত্তির দাসানুদাসরা যখন ঈশ্বরত্বের মহীয়ান আসনে সমাসীন হইবার লোভে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখন তাহারা স্বীয় মন ও মস্তিষ্কের সমতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলিকে তাহাদের ধর্মের অনিবার্য অংশরূপে প্রবর্তিত করিতে উদ্যত হইল। ফলে যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তাহাদের মূল ধর্মের মর্মকেন্দ্র হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িল। ধর্মীয় বৈষম্যের এই প্রধানতম ব্যাধির মূলে কুঠারা-

যাত হানিবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তদীয় রসূলকে আদেশ করিয়াছিলেন,

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا

وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

আপনি বলুন, হে গ্রন্থধারী (অভিমানীর) দল, এস আমরা এমন একটি সূত্রে মিলিত হই, যাহা তোমাদের এবং আমাদের নিকট স্বতঃসিদ্ধ। এস, আমরা স্বীকার করিয়া লই : আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো পূজা করিবনা এবং তাঁহার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিবনা এবং আমরা আমাদের মধ্যে কেহই কাহাকেও রব্ব রূপে স্বীকার করিব না। (আলে-ইমরান, ৬৪ আয়াত)।

এই আয়াতের সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, কাহাকেও আদেশ দেওয়ার মৌলিক অধিকারী মনে করাই তাহাকেও রব্ব ধরার তাৎপর্য, কারণ এই অধিকার শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। কোন-রূপ আপত্তি না করিয়া রসূলের (সাঃ) পদাংকানুসরণ করার যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণও এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তাঁহাকে স্বীয় আদেশের বাহকরূপে মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের মধ্যস্থতাতেই আল্লাহ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং রসূলগণ ব্যতীত কেহই ত্রুটিমুক্ত ও প্রমাদশূন্য বলিয়া দাবী করিতে পারেনা এবং কাহারই জনগণের নিকট হইতে শর্তহীন ও সীমাহীন (Unconditional & unlimited obedience) আনুগত্যের দাবী করার অধিকার নাই।

উল্লিখিত ইসলামী নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ক্যাথলিক খৃষ্টানগণের মধ্যে চার্চের (Church) নিষ্পাপ ও অভ্রান্ত হইবার মতবাদ সার্বজনীন স্বীকৃতির আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন :

"একটি প্রত্যক্ষ চার্চ ব্যতীত মুক্তিলাভ করা সম্ভবপর নয়। চার্চ পবিত্রাত্মার প্রতিচ্ছায়া, সুতরাং চার্চের পক্ষে ভ্রান্তি ঘটনার সম্ভাবনা নাই"—এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, (১৬) ২৪০ পৃঃ।

অন্যান্য রসূলগণের অনুসারীদলের বিপরীত মুসলিম জনমণ্ডলীর সম্মুখে কোন নূতন ফর্মূলা অথবা মতবাদ সমুপস্থিত করা হইলে তাহারা সর্বপ্রথম ইহাই দেখিতে চাহিয়াছে যে, সেই মতবাদ এবং এবং সূত্রটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষার কি পরিমাণ নিকটবর্তী? স্পিরিট এবং রুচির দিকদিয়া উহা রসূলুল্লাহর (সাঃ) শিক্ষার যত অধিক নিকটবর্তী হইয়াছে, তাহারা ততোধিক দ্রুত-গতিতে উহা মানিয়া লইয়াছে। আর যতই শরীঅতের মূলসূত্র হইতে উক্ত মতবাদের দূরত্ব ঘটিয়াছে, ততই দৃঢ়তা ও ক্ষিপ্রতা সহকারে তাহারা উহা অমান্য করিয়া উহাকে প্রশমিত করার চেষ্টা পাইয়াছে। খৃষ্টান চার্চের পণ্ডিতমণ্ডলীর বিপরীত মুসলিম মনীষিমণ্ডলী সকল সময় তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলিকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) দ্বিবিধ উক্তি ও আচরণের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। হানাফী স্কুলের অন্যতম প্রধান নেতা ইসলাম জগতের বিচারসচিব কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ) মৃত্যুকালে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন লিখিত রহিবে :

তিনি বলিয়াছিলেন,

كل ما افتيت به فقد رجعت عنه الا ما وافق الكتاب والسنة -

"আমি আমার সমস্ত জীবনে যেসকল ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছি তন্মধ্যে যেগুলি কুরআন ও হাদীসের সহিত সুসমঞ্জস, সেগুলি ব্যতীত আমার অন্যান্য সমুদয় উক্তি আজ আমি প্রত্যাহার করিয়া লইতেছি—(তয্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায—যহবী (১), ২৬৯ পৃঃ)। ১

১। ইমামগণের উক্তি বিস্তৃত আলোচনার জন্য মৎসংকলিত সমস্যার সমাধান প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধগুলি মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের ৪র্থ ও ৫ম বর্ষে প্রকাশলাভ করিয়াছে।

ব্যাবহারিক খুঁটিনাটি মতানৈক্য লইয়া আমাদের ফকীহ্গণ পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফ্রের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। পরবর্তী যুগের মুসলিম মনীষিমণ্ডলীর এই আচরণকে একদল মুর্খ সংকীর্ণতার নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে এবং আলিম মণ্ডলীর অবিমৃশ্য-কারিতার ঢাক পিটাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চায়, কিন্তু তাহারা এই কুফ্রের অর্থ এবং বিদ্বানগণের কুফ্রের বাণ নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্য কোনটাই অবগত নয়। এ সম্পর্কে ডক্টর শায়খ মোহাম্মদ ইকবাল যাহা গবেষণা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : তিনি লিখিয়াছেন,

It is true that mutual accusations of heresy for differences in minor points of law and theology among Muslim religious sects have been rather common. Indiscriminate use of the word 'kufr' both for minor theological points of difference as well as for the extreme cases of heresy which involve the ex-communication of the heretic, some present-day educated Muslims who possess practically no knowledge of the history of Muslim theological disputes, see a sign of social & political disintegration of the Muslim community. This however, is an entirely wrong notion. The history of Muslim Theoloy shows that natural accusation of heresy on minor points of difierence has, far from working as a disruptive forces actualy given an impetus to synthetic theological thought. "When we read the history of development of Muhammadan law", says prof. Hurgrounje, "We find that, on the one hand the doctors of every age on the slightest stimulus, condemn one anotner to the point of mutual accusations of heresy : on the otherhand, the very same people with greater & greater unity of purpose try to reconcile the similar quarrels of their predecessors."

অর্থ : মুসলমানগণের মায্হাবীদলগুলি ফিক্হ ও থিওলজীর রকমারী বৈষম্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই যে পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফ্রের অভিযোগ আরোপ করিয়া থাকেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ব্যবহারিক সমস্যাসমূহে মতভেদ এবং কুফ্রের চরম পরিণতি ক্ষেত্রে যেখানে নাস্তিককে সমাজের গণ্ডী হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, উভয় স্থলে কুফ্র শব্দের অসাবধানতাপুর্ণ ব্যবহারকে আধুনিক যুগের নবশিক্ষিত মুসলমানরা মুসলিম সংহতির বিধ্বস্তির লক্ষণ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা ইসলামী থিওলজীর মতবৈষম্যের ইতিহাস আদৌ অবগত নহেন। ইহা একটি অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা। ইসলামী থিওলজীর ইতিহাস পাঠ করিলে জ.না যায় যে, ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত সমূহের মতভেদ নিবন্ধন সংহতির বিধ্বস্তির পরিবর্তে উহার ফলে ধর্মীয় চিন্তাধারা একীভূত ও সুসমঞ্জস হইয়া গড়িয়া উঠার সুযোগ লাভ করিয়াছে। প্রফেসর হুরগ্রোঞ্জ লিখিয়াছেন, ইসলামী ফিক্হের ক্রমবিস্তারের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তেজনার বশীভূত হইয়া মুসলিম বিদ্বানগণ পরস্পরের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া এতদুর বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, যাহার ফলে পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফ্রের অভিযোগ আরোপিত হইয়াছে কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দেখিতে পাই যে, ইহারাই আবার অধিকতর ঐক্যবদ্ধ ভাবে তাঁহাদের পূর্ববর্তীগণের মতভেদ বিদুরিত করিতেছেন"—Speeches and Statements, P.P. 118.

মুসলমান মনীষিবর্গের এই অপূর্ব আচরণের রহস্য উদঘাটন করে যতই গভীরভাবে তলাইয়া দেখা হইবে ততই একথা সূর্যালোকের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, তাঁহাদের চিন্তাধারার উল্লিখিত বিবর্তন 'নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির' বুনিয়াদের উপর স্থাপিত। যেহেতু রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক ওয়াহী ও ইলাহী পয়গামের রীতি নিঃশেষিত হইয়াছে,

তাই মুসলমানগণ আল্লাহর অভিপ্রায় এবং সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য রসূলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি ও আচরণকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই ভারকেন্দ্রেই মুসলিম মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত সমুদয় ব্যক্তি যেকোন দলের এবং যেকোন যুগের হউকনা কেন, সমবেত হইয়াছে। এই তীর্থেই 'সবারে হইবে মিলিবারে' নীতি অবলম্বন করিয়া মুসলমান পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। নবুওতের নিরবচ্ছিন্নতার মতবাদ এই লৌহ শৃংখলের ছিন্নকারী এবং ইসলামী গণতন্ত্রের মৃত্যুবাণ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য এবং উহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এযাবৎ যেসকল কথা আলোচিত হইয়াছে তাহা হৃদয়ংগম করিলে জানা যাইবে যে, এই মতবাদকে ভিত্তি করিয়াই ইসলামের অমরত্ব, রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিশ্বজনীন নেতৃত্ব ও মুসলিম জাতির প্রাধান্যের আকীদাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ঈমানীয়াতের উক্ত মৌলিক ভিত্তি-প্রস্তরখানি নড়িয়া উঠিলে উম্মতে মুসলিমার গগন-স্পর্শী প্রাসাদ মিসমার হইয়া যাইবে, অপরাপর জাতি এবং ধর্ম আর মুসলিম জাতি ও ইসলাম ধর্মে কোন পার্থক্যই অবশিষ্ট রহিবেনা। কারণ তওহীদের মূলমন্ত্র 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ জগত স্বামীর সার্বভৌম একত্ব সম্পর্কে সকল যুগের সমুদয় মানুষকে এক ও অভিন্ন শিক্ষাই প্রদান করা হইয়াছে, যতগুলি ঐশী ধর্ম এবং স্বর্গীয় গ্রন্থ মানবসমাজের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে, 'তওহীদে'র মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে কোন তারতম্য নাই। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ছাড়া সমুদয় অতীত জাতির অন্য কোন ইষ্টমন্ত্র যে ছিল না, কুরআন তাহা পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করিয়াছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে,

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه
انه لا اله الا انا فاعبدون -

"আপনার পূর্বে যত সংবাদবাহক আমি জগতে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের সকলের প্রতি আমি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"—ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাদিষ্ট করি নাই। অতএব সকলেই শুধু আমারই দাসত্ব করুন। (আল্আম্বিয়া ২৫ আয়ৎ)।

এই ঐতিহাসিক নির্দেশের সাহায্যে প্রতিপন্ন হয় যে, 'তওহীদে'র মূল আদর্শ সম্বন্ধে আল্লাহর সমুদয় বার্তাবাহীর দল সকল যুগে অভিন্ন ছিলেন, এ বিষয়ে রসুলুল্লাহর (সাঃ) কোন বৈশিষ্ট নাই, অন্যান্য নবী ও রসুলগণের ন্যায় তিনিও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ধারক ও প্রচারক ছিলেন।

কিন্তু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, মানবজীবনে উহার পূর্ণ রূপায়ণ এবং কর্ম জগতে উহার প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠাকল্পে রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে নবুওতের বিশাল সাম্রাজ্যে যে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ, মহিমামণ্ডিত ও সর্বোন্নত আসন দান করা হইয়াছে তাহাতে অন্য কোন রসুল ও নবীকে তাঁহার শরীক ও সমকক্ষ করা হয় নাই, রসুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি দ্বারা তাঁহার উপরিউক্ত অত্যুন্নত গরিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ধর্ম-জগতের আন্তর্জাতিকতা এবং মানবত্বের চরম বিকাশের জন্য নবুওতের চরমত্ব বা 'খতমে-নবুওৎ' যতই আবশ্যক বিবেচিত হউক না কেন, অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কুরআন ও সুন্নতে-সহীহায় এই মতবাদের বিদ্যমানতা প্রমাণিত করিতে না পারিলে ঈমানীয়াতের অপরিহার্য বিষয়বস্তুরূপে উহা গ্রহণ করা সম্ভবপর হইবেনা। সুতরাং নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অতঃপর কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নতের নিশ্চিত ও দ্ব্যর্থহীন উক্তিসমূহ সংকলিত হইবে।

কুরআনের সাক্ষ্য

আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ হইতেছে :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ

اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا -

(হে মুসলিম জনমণ্ডলী,) মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের বয়োপ্রাপ্ত কোন পুরুষের জনক নহেন, পরন্তু তিনি আল্লাহর রসুল এবং সর্বশেষ নবী এবং বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন। (আল্‌আহ্‌যাব, ৪০ আয়ৎ।)

ঃ পাঠ-প্রকরণ ঃ

ইমাম হাসান বস্‌রী ও আসিম বিনে সুলায়মান আয়তের অন্তরভুক্ত খাতম (خاتَم) শব্দের 'তা' অক্ষরটাকে বিল্‌ফতহ (যবর দিয়া) পাঠ করিয়াছেন এবং কুরআনের প্রচলিত সংস্করণ সমূহে এই পাঠ অবলম্বিত হইয়াছে কিন্তু কুরআনের অন্যান্য কারীগণ উহাকে বিল-কছর—খাতিম পাঠ করিয়াছেন। কুরআনের বিখ্যাত পাঠক সাহাবী আবদুল্লাহ বিনে মস্‌উদ (রাযীঃ) সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি আয়তটিকে পাঠ করিতেন -ولكن نبيا ختم النبيين :—পরন্তু তিনি নবী, সকল নবীকে সমাপ্ত করিয়াছেন।" ইহাদ্বারা 'খাতেমুন্‌ নবীঈন, অর্থাৎ যের যুক্ত 'তা' অক্ষরের পাঠ অধিকতর যুক্তিসংগত প্রতিপন্ন হয়। ১

কিন্তু পাঠ-ভংগীর এই পার্থক্যদ্বারা অর্থের ভিতর বিশেষ কোন প্রভেদ সৃষ্টি হয় নাই।

অভিধানিক আলোচনা :

'খাতম' ও 'খাতিম' উভয় শব্দই 'খতম' ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন।

১। আরবী ভাষার সর্ববৃহৎ শব্দ-কোষ 'লিসানুল আরবে' আছে,

ختمه يختمه ختما او ختاما : الاخيره - طبعه فهو مختوم ومختم شدد للمبالغة، والخاتم الفاعل - والختم على القلب ان لا يفهم شيئا ولا يخرج منه شئ كانه طبع - وفى التنزيل العزيز : ختم الله على قلوبهم، هو كقوله : طبع الله على، قلوبهم، فلا تعقل ولا تعى شيئا -

'খত্‌ম' খেত্‌ম অথবা খিতামের অর্থ হইতেছে,—শেষ, যাহাতে সীলমোহর করা হইয়াছে তাহাকে 'মখ্‌তুম' বলে, আতিশয্য বাচকে 'মুখাত্তম' ব্যবহৃত হয়। 'খত্‌ম' ও 'খিতামে'র কর্তৃবাচকে 'খাতিম' ব্যবহৃত হয়। 'খত্‌ম' ও খিতাম'কে কর্তৃবাচকে 'খাতিম' (সমাপক)

১। জামেউল বয়ান—তফসীর ইবনে জরীর (২২), ১২ পৃঃ।

বলা হইবে। অন্তকরণে 'খতম' করার প্রতিক্রিয়া হইতেছে—কিছুই বুঝিতে না পারা· বাহির হইতে কোন কিছু অন্ত:করণে প্রবেশ না করা এবং হৃদয়ে কোন ভাব বা অনুভূতি উদ্রিক্ত না হওয়া,—যেন অন্তকরণে সীলমোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুরআনের উক্তি : ''খাতামাল্লাহু 'আলা কলুবিহিম'' এর ন্যায়। অর্থাৎ 'খাতামা'—(ختم) ও তাবাআ (طبع) উভয় শব্দের অর্থ অভিন্ন। ''আল্লাহ তাহাদের অন্তঃকরণে সীলমোহর করিয়াছেন''—আয়তের তাৎপর্য এই যে, সীলমোহর করার দরুণ তাহাদের অন্তঃকরণে যেমন বাহির হইতে কিছু প্রবেশ করিতে পারেনা, অন্তঃকরণ হইতেও তেমনি কিছু বাহিরে নির্গত হয়না। সোজা কথায় তাহাদের অন্তঃকরণ কিছুই বুঝিতে বা প্রকাশ করিতে পারেনা, উহা নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আবু ইসহাক বলেন, অভিধানে 'খতম' ও 'তবঅ' উভয় শব্দের অর্থ এক। কোন বস্তুকে এরূপ ভাবে আবৃত করা বা এমন শক্ত ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া যাহাতে কোন কিছু উহাতে প্রবেশ করিতে না পারে। মৃত্তিকা বা গালার উপর যাহা স্থাপন (অঙ্কিত) করা হয়—অর্থাৎ সীল, তাহাকে 'খাতম' (যবর যুক্ত তা) বলে, উহা বিশেষ্য পদ আর যে মৃত্তিকা বা গালা দ্বারা পত্রে সীল অঙ্কিত করা হয় তাহাকে 'খিতাম' বলা হয়।

আঙ্গুরী শরাবের বোতলের ছিপি আঁটা মুখের মৃত্তিকায় যে সীল থাকে, আল্আ'শা তাহাকে 'খতম' বলিয়াছেন :—"রক্তবর্ণ আঙ্গুরী শরাবের ভাণ্ড ইয়াহুদী বিক্রেতা আসিয়া বাহির করিল, তাহার উপর খতম সীল ছিল।"

وصهباء طاف يهودها
وابرزها و عليها ختم!

অর্থাৎ বোতলের মুখে সীল অঙ্কিত মৃত্তিকা ছিল। খতমের অর্থ নিরোধ, পত্রকে গালা দ্বারা আঁটিয়া সুরক্ষিত করাকেও খতম

বলা হয়, কারণ লেফাফার সীলমোহর থাকার ফলে পত্রখানি সুরক্ষিত থাকে এবং উহাতে কি লেখা আছে, বাহির হইতে কেহ দেখিতে পায়না।

তা অক্ষরে যবর (আকার) ও যের (একার) দিয়া খাতম ও খাতিম দুই ভাবেই বলা চলে! যাহার দ্বারা সীলমোহর করা হয়, তাহাকে খাতম ও খাতিম দুইই বলা হয়। যাহার দ্বারা সীলমোহর করা হয়, তাহাকে খতম, খাতিম, খাতম, খাতাম ও খয়তাম (ختم' خاتم' خاتَم' خاتام' خيتام) বলে। অমুক ব্যক্তি কুরআন 'খতম' করিয়াছে, ইহার অর্থ সে কুরআন শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছে।

ইবনে সৈয়দা বলেন, (ختم الشئ يختمه ختما بلغ اخره)

কোন বস্তুকে খতম করার অর্থে বলা হইবে—'খাতামা' সে শেষ পর্যন্ত পৌছিয়াছে। 'খাতামাল্লাহু লাহু বিল্খায়ের' বাক্যের অর্থ হইল : আল্লাহ তাহাকে মঙ্গলমত শেষ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিন।

و خاتم كل شئ وخاتمته : عاقبته و اخره وخاتمة السورة اخرها
وختام كل مشروب اخره -

প্রত্যেক বস্তুর পরিণতি ও শেষকে খাতম ও খাতিমা বলে। কুরআনের কোন সূরার শেষকে খাতিমা ও পানীয় বস্তুর শেষকে খিতাম বলা হয়।

ফাররা বলেন, খাতিম শব্দদ্বয় সম-অর্থবোধক। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, খাতিম বিশেষ্যপদ আর খিতাম ক্রিয়া বিশেষ্য—মস্দর। দলবাচক বিশেষ্য পদে (Collective noun) প্রযুক্ত—হইলে।

وختام القوم و خاتمهم وخاتمهم اخرهم ومحمد صلى الله عليه وسلم
خاتم الانبياء -

খিতাম খাতিম ও খাতমের অর্থ হইবে সর্বশেষ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে খাতিমুল আম্বিয়া বলার তাৎপর্য—তিনি নবীদলের খাতম বা খাতিম অর্থাৎ শেষ। আম্বিয়া দলবাচক বিশেষ্য, কারণ নবীগণ

একটি দল বিশেষ, সুতরাং উহার জন্য খাতিম বা খাতম প্রযুক্ত হওয়ায় 'খাতমুল আম্বিয়া' বা 'খাতিমুল আম্বিয়া'র অর্থ দাঁড়াইল নবীগণের শেষ। (১)

২। জওহরী তাঁহার সিহাহ নামক অভিধান গ্রন্থে খতম, খাতম, ও খাতিমের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (২)

৩। ফিরোযাবাদী কামুছে লিখিয়াছেন,—

ومن كل شئى عاقبته و اخرته كخاتمته واخر القوم كالخاتم -

প্রত্যেক বস্তুর পরিণতি ও শেষ তাহার খাতিমা—দলের শেষ ব্যক্তিকে খাতিম বলা হয়। (৩)

৪। যমখশরী 'আসাসুল বলাগৎ' গ্রন্থে বলেন,—

ختم القرآن و كل عمل اذا اتمه و فرغ منه والتحميد مفتتح القرآن والاستعاذة مختتمه -

কুরআন পাঠ অথবা অন্য কোন কার্য যখন শেষ হয় বা উহার পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন তাহাকে 'খতম' বলা হয়।—কুরআনের সূচনা 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং উহার খতম 'কুল আউযো বে রাব্বিন্নাস' সূরা দ্বারা হইয়াছে। (৪)

৫। 'মুনতাহাল আরব' নামক অভিধান গ্রন্থে আছে,

خاتم : واخر هر چيز وپايان ان' واخر قوم' و خاتم بالفتح مثله ومحمد صلى عليه وسلم خاتم الانبياء -

প্রত্যেক বস্তুর শেষ ও চরমকে এবং দলের শেষ ব্যক্তিকে খাতিম ও খাতম বলে। এই অর্থে মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) খাতমুল আম্বিয়া। (৫)

১। লিসানুল আ'রব, (১৫) ৫৩-৫৫ পৃঃ।

২। সিহাহ (২) ২৭১ পৃঃ।

৩। কামুস, (৫) ১০২ পৃঃ।

৪। আসাস, (১) ১৪১ পৃঃ।

৫। মুনতাহাল আরব, (১) ৪১৫ পৃঃ।

৬। 'সুরাহ' নামক অভিধানে বলা হইয়াছে,—সীল করা ও শেষ করাকে খতম বলে, যেমন কথিত হয়, (ختم الله له بالخير)

আল্লাহ তাহাকে মঙ্গলমত শেষ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিন। কুরআনকে শেষ পর্যন্ত পড়ার কার্যকেও খতম বলে। কোন কার্য শেষ পর্যন্ত করিয়া উঠাকে ইখ্‌তিতাম বলে, ইহা ইফ্‌তিতাহের বিপরীত। কোন বস্তুর শেষকে খাতিমা বলা হয়। এই অর্থে রসূলুল্লাহ (সাঃ) খাতম বা খাতিমুল আম্বিয়া ছিলেন। যে মাটি, মোম বা গালার উপর সীল মারা হয়, তাহাকে 'খিতাম' বলে। আল্লাহর উক্তি (ختامه مسك) "খিতামুহু মিস্‌ক" এর অন্তর্ভুক্ত 'খিতাম শব্দের অর্থ হইতেছে—শেষ। (১)

৭। 'মজ্‌মউল বিহার' নামক হাদীস অভিধানে আছে : একটি হাদীসে কথিত হইয়াছে,— فنظرت الى خاتم النبوة

অতঃপর আমি 'খাতিমে নবুওতে'র প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, এস্থলে যেরযুক্ত তা—খাতিমের অর্থ হইল খতমকারী। খতমের অর্থ হইতেছে শেষকরা, ফত্‌হা যুক্ত তা—খাতম সীলকে বলে, অর্থাৎ এমন বস্তু যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর আর কোন নবী নাই। হাদীসের একটা দোআর অন্তর্ভুক্ত—

استودع الله اما نتك وخواتيم عملك -

'খাওয়াতিম' শব্দের অর্থ হইতেছে শেষ ভাগের। রসূলুল্লাহর (সাঃ) হাদীসের অন্তর্গত 'খাওয়াতিম' শব্দের (اوتيت جوامع الكلم وخواتمه) তাৎপর্য কুরআন, কারণ উহা দ্বারা ঐশী গ্রন্থ সমূহ শেষ করা হইয়াছে। হাদীসে কথিত 'খাওয়াতিমের কির্‌আত' এর অর্থ হইতেছে—সুরতের শেষাংশ। আল্লাহর উক্তি—(ختامه مسك) 'খিতামুহু মিস্‌ক' এর অর্থ হইতেছে বোতলের ছিপিতে কস্তুরীর প্রলেপের উপর সীল এবং পানীয়ের শেষাংশের আস্বাদ কস্তুরীর হইবে।

১। সুরাহ, ৪৬৭ পৃঃ।

খাতম ও খাতিম রসূলুল্লাহর (সাঃ) অন্যতম দুই নাম। তা অক্ষরে যবরযুক্ত খাতম বিশেষ্যপদ, অর্থাৎ নবীগণের শেষ এবং তা অক্ষরে যেরযুক্ত খাতিম কর্তৃবাচক বিশেষ্য অর্থাৎ নবীগণের শেষকারী। (১)

৮; ইমাম রাগিব ইস্‌ফিহানী বলেন,

وخاتم النبيين لانه ختم النبوة اى تممها بمجيئه -

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওতকে খতম করিয়াছেন বলিয়া তিনি খাতমুন্ নবীঈন—অর্থাৎ তাঁহার আগমন দ্বারা নওবুত শেষ হইয়াছে। ২

৯। ইমাম আবু বকর সিস্‌তানী বলেন,—খাতমুন্ নবীঈনের অর্থ আখেরুন্ নবীঈন। ৩

১০। ফাদার লুইস তাঁহার অভিধানে লিখিয়াছেন, কোন বস্তুর বা তাহার উপর খতম, খত্‌ম বা খিতামের অর্থ তাহার উপর সীল করা, পত্র বা গ্রন্থের খতমের অর্থ উহা সম্পূর্ণ পড়িয়া ফেলা, পত্র খতম করার অর্থ মৃত্তিকা দ্বারা উহা বন্ধ করা। খাতম ও খাতিম উভয় উচ্চারণে ব্যবহৃত, যাহার দ্বারা খতম করা হয়, প্রত্যেক বিষয়ের শেষ। ৪

১১। এডওয়ার্ড উইলিয়ম লেন তাঁহার লেক্সিকনে 'খাতম' ও খাতিমের নিম্নলিখিত অর্থগুলিও সংযোজিত করিয়াছেন,

The furthest part of a valley, উপত্যকা ভূমির শেষ প্রান্ত, The last of a Company of men এক দল মানুষের শেষ ব্যক্তি। খাতম বা খাতিমুন্ নবীঈনের অর্থ লিখিয়াছেন The last of the Prophets পয়গম্বরগণের শেষ। ৫

১। মজ্‌মাউল বিহার, (১) ৩২৯—৩৩০ পৃঃ।
২। মুফ্‌রদাতুল কুরআন ১৪২ পৃঃ
৩। নয্‌হাতুল কলুব (১) ২৪৭ পৃঃ।
৪। মুনজিদ, ১৬৪ পৃঃ।
৫। Lexicon, (২) ৭০৩ পৃঃ।

১২। মিসবাহুল মুনীর নামক অভিধানে লিখিত হইয়াছে—"আমি কুরআন খতম করিয়াছি" বাক্যের অর্থ হইল. ختمته وهى اخره - অন্তঃকরণে সুরক্ষিত করিয়াছি। কোন বস্তুর খাতিমার তাৎপর্য হইল শেষ। ১

দ্বিতীয় মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বলেন,

ان قدمى هذه على منارة ختم عليها كل رفعة -

আমার এই পদযুগল এমন এক উচ্চ আলোক স্তম্ভের উপর—প্রতিষ্ঠিত, যেস্থানে সকল উচ্চতা খতম হইয়া গিয়াছে। ২

তিনি পুনশ্চ বলিয়াছেন,

ما كان الله ان يرسل نبيا بعد نبينا خاتم النبيين وما كان ان يحدث سلسلة النبوة ثانيا بعد انقطاعها -

আমাদের নবী—খাতিমুন নবীঈনের পর আল্লাহ আর কোন নবী পাঠাইতে পারেননা এবং নবুওতের সিলসিলা বিচ্ছিন্ন হইবার পর পুনরায় উহা সংঘটিত হইতে পারেনা। ৩

মীর্যা সাহেব আরও লিখিয়াছেন,—

الله تعالى وه ذات هے جو رب العالمين هے اور رحمن اور رحيم هے جس نے زمين اور اسمان کو چهه دن ميں بنايا اور ادم کو پيدا کيا اور رسول بهيجے اور کتابيں بهيجيں اور سب کے اخر حضرت محمد مصطفے صلے الله عليه وسلم کو پيدا کيا جو خاتم الانبياء اور خير الرسل هے -

তিনি সেই আল্লাহ, যিনি সকল বিশ্বের প্রতিপালক এবং দয়ালু ও কৃপানিধান। যিনি ছয় দিবসে পৃথিবী ও আকাশ নির্মাণ করিয়াছেন এবং আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রসূলদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন

১। মিসবাহ্‌, (১) ৭৬ পৃঃ।
২। খুৎবায় ইল্‌হামিয়া, ২০ ও ৩৫ পৃঃ।
৩। আঈনায় কামালাৎ, ৩৭৭।

এবং গ্রন্থসমূহ পাঠাইয়াছেন এবং সকলের শেষে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি "খাতিমুল আম্বিয়া" এবং রসুলগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১

এক ডজন প্রামাণ্য অভিধান এবং জাহেলী ও ইসলামী যুগের আরাবী ভাষাবিদগণের উক্তির সাহায্যে সাব্যস্ত হইল যে, আরাবী সাহিত্যের প্রয়োগ অনুসারে খাতম বা খাতিমুন নবীঈনের অর্থ নবীগণের শেষ বা নবীগণের সমাপ্তকারী ছাড়া আর কিছুই হইতে পারেনা, ফার্‌রা, ফিরোযাবাদী ও লেন প্রভৃতি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, 'খাতম' বা 'খাতিম' শব্দ মানুষের কোন দলের উপর প্রযুক্ত হইলে উহার একমাত্র অর্থ হইবে দলের শেষ ব্যক্তি। নবীগণ মানবীয় দল বিশেষ, সুতরাং—তাঁহাদের খাতিম যিনি, তিনি তাঁহাদের দলের শেষ ব্যক্তি। অতএব, সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে 'খাতমুন নবীঈনে'র 'নবীগণের শেষ' ছাড়া অন্য কোন অর্থ করা সম্ভবপর নয়। আভিধানিকভাবে 'খতম' 'খাতম' ও 'খাতিম' প্রভৃতির যতগুলি ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, সমস্তই উক্ত অর্থের পরিপোষক ও সমর্থক। অভিধানে মূলতঃ 'খতমে'র অর্থ করা হইয়াছে কোন বস্তুকে এরূপ ভাবে অবরুদ্ধ করা, যেন বাহিরের কিছু উহাতে প্রবেশ করিতে অথবা ভিতর হইতে কিছু নির্গত হইতে না পারে। 'খতমে'র এই অর্থকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে উহার ব্যাখ্যা হইয়াছে—কোন বস্তুকে আবদ্ধ করিয়া উহার মুখে সীল অঙ্কিত করা। সীলমোহরের চিহ্ন ইহার নিদর্শন যে, উহার অভ্যন্তর ভাগ হইতে কিছু বাহির হইয়া যায় নাই এবং বাহিরের কোন কিছু আভ্যন্তরীণ বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইতে পারে নাই। যেহেতু, সীলমোহর করার কাজ সর্বশেষে সম্পাদিত হয় তাই তৃতীয় পর্যায়ে খতমের অর্থ হইয়াছে—সর্বশেষ বা চরম। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'খতমে'র উল্লিখিত ত্রিবিধ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়

১। হাকীকাতুল ওয়াহী, ১৪১ পৃঃ।

সূরা ইয়াসীনে বলা হইয়াছে,—

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ -

অদ্য (কিয়ামতের দিবসে) আমরা তাহাদের মুখে খতম—সীল লাগাইব এবং তাহাদের হস্তগুলি আমাদের সহিত কথা বলিবে (৬৫ আয়াত)। এই আয়াতে 'খতমে'র অর্থ যে বন্ধ করিয়া দেওয়া তাহা সুস্পষ্ট। বাক্যালাপের ইন্দ্রিয় হইতেছে মুখ, সুতরাং মুখে সীলমারার তাৎপর্য হইতেছে বাক্‌রুদ্ধ করা। মুখ বন্ধ করার ফলে মুখের পরিবর্তে কিয়ামতে হস্ত কথা বলিবে। সূরা আল্ বাকারায় আছে—

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ -

আল্লাহ তাহাদের অন্তঃকরণে এবং তাহাদের কর্ণে খতম—সীল মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুতে আবরণ রহিয়াছে (৭ আয়াত)। হৃদয়ে ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে সীল করার দরুণ বাহিরের উপদেশ ও হিদায়ত তাহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেনা। অনুভূতি অর্জনের প্রধান ইন্দ্রিয় চক্ষুও তাহাদের আবৃত রহিয়াছে। কর্ণে ও হৃদয়ে সীলমোহর করার কথা সূরা আল জাসিয়াতেও উক্ত হইয়াছে وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ - এবং আল্লাহ তাহাদের কর্ণে ও হৃদয়ে খতম—সীল মারিয়া দিয়াছেন (২৩ আয়াত), অর্থাৎ তাহাদের কর্ণকুহরে আল্লাহর ও রসূলের (সাঃ) দাওয়াতের কোন শব্দ প্রবেশ করেনা এবং তাঁহার উপদেশের কোন প্রতিক্রিয়া তাহাদের মনে উদিত হয় না।

'খতমে'র দ্বিতীয় অর্থের প্রয়োগ সূরা-আত্‌তৎফিফে দেখিতে পাওয়া যায়। আল্লাহর নির্দেশ এই যে - يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ -

বেহেশ্‌তীদিগকে সীলকরা বিশুদ্ধ পানীয় পান করান হইবে (২৫ আয়াত)। সীলমোহর করার তাৎপর্য এই যে,—উহা বদ্ধ থাকিবে এবং সীলমোহর উহার বিশুদ্ধতার নিদর্শন হইবে। ইহার পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে,—মৃত্তিকা বা গালার পরিবর্তে ختامه مسك উহার সীল হইবে কস্তুরীর অথবা উক্ত পানীয় পান করায় প্রত্যেক ঢোকের শেষে কস্তুরীর সুবাস উপলব্ধ হইবে (২৬ আয়াত)।

ফলকথা, 'খতমে'র সমুদয় অর্থের অনিবার্য তাৎপর্য অবরুদ্ধ বা সমাপ্ত করা ছাড়া যে অন্য কিছু নয়—হইতে পারেনা, কুরআনের নিজস্ব প্রয়োগ, আরাবী সাহিত্য এবং অভিধানের সাহায্যে আমরা তাহা অকাট্য এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত করিয়াছি। অতএব, 'খাতমুন্ নবীঈন' এর অর্থ নবীগণের সমাপ্তকারী ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন ও আরাবী সাহিত্যের সহিত যাহার—কিঞ্চিন্মাত্রও যোগাযোগ আছে, সে এই অর্থ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবে। 'খাতেমে'র প্রসিদ্ধ পাঠ গ্রহণ করিলে 'খাতিমুন্ নবীঈন' এর অর্থ হইবে নবীগণের অবরুদ্ধকারী বা সমাপ্তকারী। দ্বিতীয় কিরআত সূত্রে 'খাতমুন্ নবীঈন' পাঠ করিলে উহার অর্থ হইবে—নবীগণের সীল বা শেষ। সীল করার পর পত্র বা পাত্র যেমন উন্মোচন করা যায়না এবং ভিতরের বস্তু বাহির হইতে পারেনা এবং বাহিরের নূতন কিছু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেনা, মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে নবীগণের সীল করিয়া প্রেরণ করায় নবুওতের নিরবচ্ছিন্নতা চিরতরে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নবুওতের সীলরূপে রসূলুল্লাহর (সাঃ) আগমন ঘটায় আর কোন নূতন ব্যক্তির পক্ষে প্রলয়কাল পর্যন্ত নবীগণের দলে প্রবেশ লাভ সম্ভবপর নয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ উল্লিখিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত 'খাতমুন্ নবীঈন' বাক্যের আভিধানিক আলোচনা বিশদ রূপে আলোচিত হইল। শুধু প্রামাণ্য অভিধান

ও সাহিত্যের সাহায্যেই 'খাতম ও খাতিম' শব্দের অর্থ "শেষ, চরম ও সমাপ্তকারী" সাব্যস্ত হয় নাই, অধিকন্তু শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) পরও যাহারা নিত্যনূতন নবুওত প্রতিষ্ঠার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত থাকে, তাহাদের কল্পিত নবীর উক্তির সাহায্যেও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তিনিও খতম ও খাতম শব্দের এই সর্বজন বিদিত অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কুরআনের ভাষ্যকারগণের সিদ্ধান্ত

নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমানের শিথিলতা ইসলামের বিলুপ্তি এবং মুসলমানগণের জাতীয় জীবনের চরম বিধ্বস্তির নামান্তর মাত্র, তাই ঈমানীয়াতের এই চিরপরিচিত ও অপরিহার্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। নবুওতের চরমত্ব লাভ সম্বন্ধে হাদীসী আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বে সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগ হইতে শুরু করিয়া আমাদের যুগ পর্যন্ত কুরআনের বিশ্বস্ত ভাষ্যকারগণ সকলেই সূরা আল্ আহ্যাবের উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই যে সমবেতভাবে সমর্থন করিয়াছেন, অতঃপর তাহা প্রদর্শন করা হইবে।

সাহাবা ও তাবেয়ীন

ইবনে মস্উদ

ইবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ বিনে মস্উদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর (—৩২ হিঃ) প্রমুখাৎ এই আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন,— ولكن نبيا ختم النبيين পরন্তু তিনি নবী, যিনি সকল নবীকে সমাপ্ত করিয়াছেন। ১

ইবনে আব্বাস

বাগাভী প্রভৃতি হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হুমার (—৫৮) উক্তি এই আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে,

يريد لو لم اختم به النبيين لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا -

وروى عن عطاء عنه : ان الله لما حكم ان لا نبى بعده لم يعطه ولدا ذكرا يصير رجلا وعيسى ممن انبئ قبله وحين ينزل عاملا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم -

১। তফসীর তাবারী, (২২) ১২ পৃঃ।

"রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের—পিতা নহেন," আল্লাহর এই আদেশের তাৎপর্য এই যে, তাঁহার দ্বারা যদি নবীগণের আগমন কার্য সমাপ্ত করা না হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে এমন পুত্র দান করা হইত, যিনি তাঁহার পর নবী হইতেন। ইবনে আব্বাসের ছাত্র আতা বিনে আবি রবাহ—(২৭—১১৫) স্বীয় উস্তাযের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ যখন এরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) পর আর কোন নবী হইবেন না, তখন তাঁহাকে এমন কোন পুত্র দান করিলেন না, যিনি বয়স্ক পুরুষের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারিতেন। হযরত ঈসা (আঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) আগমনের পূর্বেই নবুওত লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুনরাগমন কালে তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) শরীঅতের অনুসরণ করিবেন। ১
ইবনে আব্বাস (রাযীঃ) আরও বলেন,

وخاتم النبيين اى ختم الله به النبيين قبله فلا يكون نبى بعده -

ওয়া খাতমুন্ নবীঈন অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক তাঁহার পূর্ববর্তী নবীগণের আগমন আল্লাহ সমাপ্ত করিয়াছেন, অতএব তাঁহার পর আর কেহ নবী হইবেন না। ২

হাসান বসরী

আব্দ বিনে হুমায়দ ইমাম হাসান বসরীর (২১—১১০) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

وخاتم النبيين قال : ختم الله النبيين بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان اخر من بعث -

মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) দ্বারা আল্লাহ নবীগণকে সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে সর্বশেষে প্রেরণ করিয়াছেন। ৩ হাসান বসরী আরও বলিয়াছেন,

১। মআলিমুত্‌তন্‌যীল, (৩) ৫৬৫ পৃঃ; ফত্হুল বয়ান, (৭) ২৮৬; খাযিন (৩) ৪৯৫ পৃঃ।

২। তনবীরুল মিক্‌য়াস, (৪) ২৫০ পৃঃ।

৩। দুর্‌রেমনসুর, (৫) ২০৪ পৃঃ।

الخاتم هو الذى ختم به والمعنى : ختم الله به النبوة فلا نبوة بعده ولا معه -

"যাঁহার দ্বারা শেষ করা হয়, তিনি—খাতম, অতএব খাতমুন্ নবীঈনের অর্থ হইল যে, আল্লাহ—মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) দ্বারা নবুওত শেষ করিয়াছেন। অতএব, তাঁহার পর অথবা তাঁহার সঙ্গে আর নবুওত নাই। ১

কতাদা

ইবনে জরীর কতাদার (৬১—১১৮) উক্তি—বর্ণনা করিয়াছেন যে, و ختم النبيين اى آخرهم - খাতমুন্ নবীঈনের অর্থ নবীগণের শেষ। (২) আবদুর্‌রয্‌যাক আব্দ বিনে হুমায়দ, ইবনুল মন্‌যর ও ইবনে আবি হাতিম কতাদার উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, قال : آخر نبى 'خاتم النبيين' খাতমুন্ নবীঈনের অর্থ শেষ নবী। ৩

জাবির বিনে আবদুল্লাহ

ইমাম বুখারী (১৯৪—২৫৬) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন : باب : خاتم النبيين - "খাতেমুন্ নবীঈনের অধ্যায়।" এই অধ্যায়ে দুইটি হাদীস উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমটি জাবির বিনে আবদুল্লাহর (রাযীঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

مثلى ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا' فاكملها واحسنها الا موضع لبنة' فجعل الناس يدخلونها و يتعجبون و يقولون : لولا موضع اللبنة !

আমার এবং অন্যান্য নবীগণের অবস্থার দৃষ্টান্ত হইতেছে—যেন জনৈক ব্যক্তি একটি গৃহনির্মাণ করিল, একটি ইষ্টকের স্থান ব্যতীত উহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত এবং উহাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিল।

১। ফতহুল বয়ান (৭) ২৮৬ পৃঃ।

২। তাবারী, (২২) ১৩ পৃঃ।

৩। দুররে মনসূর, (৫) ২০৪ পৃঃ।

মানুষেরা ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল যে, ইষ্টকের স্থানটি অপূর্ণ না থাকিলে গৃহটি কি চমৎকার হইত!

আবু হুরায়রা, আবু সঈদ খুদ্‌রী ও জাবির

বুখারী, দ্বিতীয় হাদীস আবু হুরায়রা প্রভৃতির বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়া খাতিমুন্ নবীঈনের তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,—আমি فانا اللبنة وانا خاتم النبيين - সেই ইষ্টক এবং আমি খাতিমুন নাবীঈন। ১

হাদীসের মর্ম সুস্পষ্ট! যে ইষ্টকখণ্ডের অভাবে গৃহটি অসম্পূর্ণ ছিল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই ইষ্টকখণ্ডরূপে আগমন করিয়া গৃহের নির্মাণ কার্য ও উহার সৌষ্ঠবের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। নবীগণকে ইষ্টকসমূহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, কারণ তাঁহাদের সমবায়ে দ্বীনের প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শেষ ইষ্টকরূপে উক্ত প্রাসাদকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছেন! সুতরাং তিনি খাতেমুন নবীঈন—নবীগণের শেষ! প্রাসাদের নির্মাণকার্য পরিসমাপ্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত ইষ্টকগুলি আবর্জনা মাত্র।

ইমাম মুসলিমের (২০৪—২৬১) সহীহ গ্রন্থে অধ্যায় বিরচিত হইয়াছে,

باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين -

"রসূলুল্লাহর (সাঃ) খাতেমুন্ নবীঈন হইবার আলোচনার অধ্যায়। এই অধ্যায়ে আবু হুরায়রার (রাযীঃ) বাচনিক উপরিউক্ত মর্মের ৩টি এবং আবু সঈদ খুদ্‌রী (রাযীঃ) ও জাবিরের (রাযীঃ) প্রমুখাৎ এক একটি করিয়া হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ সমুদয় হাদীস যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইবে।

২। সহীহ বুখারী, (২) ১৭০ ও ১৭৩ পৃঃ।

১। সহীহ মুসলিম, (২) ২৪৮ পৃঃ।

পরবর্তী ভাষ্যকারগণ

ইবনে জরীর

ইমাম আবু জা'ফর ইবনে জরীর তাবারী (২২৪—৩১০) উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,

ولكن رسول الله خاتم النبيين الذى ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لاحد بعده الى قيام الساعة -

পরন্তু যিনি আল্লাহর রসূল এবং খাতমুন নবীঈন, যিনি নবুওতকে খতম করিয়াছেন,—সুতরাং উহা অবরুদ্ধ হইয়াছে এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত উহা আর কাহারো জন্য মুক্ত হইবেনা। ১

ইবনে হযম

ইমাম আবু মুহাম্মদ আলী বিনে হযম (৩৮৪—৪৫৬) বলেন ঃ

ولكن رسول الله وخاتم النبيين -

আল্লাহর উক্তি "হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী" আর রসূলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি : لانبى بعدى "আমার পর আর নবী নাই" শ্রবণ করার পর একজন মুসলমানের পক্ষে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর পৃথিবীতে কোন নবীর আগমন প্রমাণিত করা কেমন করিয়া বৈধ হইবে? ২

বাগাভী

ইমাম মহিউস্‌সুন্নাহ হুসাইন বিনে মস্‌উদ বাগাভী (৪৩৬—৫১০) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আল্লাহ মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) সাহায্যে নবুওত পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। ৩

যমখশরী

আল্লামা জারুল্লাহ যমখ্‌শরী (৪৬৭—৫৩৮) বলেন, যদি তুমি বল—রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেমন করিয়া সমস্ত নবীর শেষ হইতে পারেন,

১। তফসীর তাবারী, (২২) ১২ পৃঃ।

২। আল মিলাল ওয়ান নহল, (৪) ১৮০ পৃঃ।

৩। মআলিম, (৬) ৫৬৫ পৃঃ।

অথচ শেষযুগে ঈসা অবতরণ করিবেন? আমি বলিব 'আখেরুল আম্বিয়া'র অর্থ হইতেছে যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর আর কাহাকেও নবুওত প্রদান করা হইবেনা এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) পূর্বে যাঁহারা নবুওত লাভ করিয়াছিলেন, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাঁহাদের অন্যতম এবং যখন তিনি অবতীর্ণ হইবেন তখন রসূলুল্লাহর (সাঃ) শরীঅতের অনুসরণ করিবেন এবং বয়তুল মক্‌দিসের পরিবর্তে রসূলুল্লাহর (সাঃ) উম্মতের ন্যায় তাঁহারই কিব্‌লার দিকে (কাবা শরীফের দিকে) মুখ করিয়া নামায পড়িবেন। ১

ফখরুদ্দীন রাযী

ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী (৫৪৪—৬০৬) বলেন, 'রজুল' রিজালের এক বচন। এই শব্দের প্রয়োগের মধ্যে বয়োপ্রাপ্তি ও সাবালকত্বের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। রসূলুল্লাহর (সাঃ) এমন কোন বয়স্ক পুত্র ছিলেন না, যাঁহাকে 'রজুল'—প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বলা যাইতে পারে এবং আয়াতের অবতরণ সময়ে তাঁহার কোন পুত্র সন্তানও ছিলনা। এই আয়াতে আল্লাহ রসূলুল্লাহর (সাঃ) বয়স্ক পুরুষের পিতা হওয়া যেমন অস্বীকার করিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কথা বলিলেন, যাহাতে অপর দিক দিয়া তাঁহার পিতৃত্ব সাব্যস্তও হয়। আল্লাহ বলিলেন,—পরন্তু তিনি আল্লাহর রসূল। কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্নেহশীলতার দিক দিয়া উম্মতের জন্য পিতারই তুল্য এবং সম্মানের দিক দিয়া উম্মতের পক্ষে তিনি পিতা অপেক্ষাও অধিকতর শ্রদ্ধাস্পদ। কারণ النبى ولى بالمومنين من انفسهم "আন্‌নবী বিশ্বাসীগণ অপেক্ষা ব্যক্তিগতভাবেও শ্রেষ্ঠতর" কিন্তু যিনি পিতা তিনি ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নহেন। অতঃপর রসূলুল্লাহর (সাঃ) উম্মতের জন্য অধিকতর স্নেহশীল এবং তাঁহাদের অপেক্ষা রসূলুল্লাহর (সাঃ) অধিকতর সম্মানাস্পদ হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ বলিলেন, "ওয়া

১। কশ্‌শাফ, [৩] ২৩৯ পৃঃ।

খাতমুন্ নবীঈন"! যে নবীর পর অন্য নবীও আগমন করিবেন, তিনি যদি তাঁহার উপদেশ ও বক্তব্য বিষয় শেষ করিয়া যাইতে না পারেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই, কারণ পরবর্তী নবী সেই ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ। কিন্তু যে নবীর পর অন্য কোন নবীর আগমন সম্ভাবিত নয়, তিনি তদীয় উম্মতের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে অধিকতর স্নেহশীল, শুভানুধ্যায়ী এবং উপকারব্রতী হইবেন, কারণ সে রসূল এরূপ পুত্রের পিতার ন্যায়, যাহার উক্ত পিতা ব্যতীত আর কেহই নাই। ১

বয়যাভী

ইমাম নাসিরুদ্দীন (- ৬৮৫) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নবীগণের শেষ—যিনি তাঁহাদের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন, অথবা যাঁহার দ্বারা নবীগণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং যদি রসূলুল্লাহর (সা:) বয়স্ক পুত্র থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নবুওতের যোগ্য হইতে পারিতেন বলিয়া তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র দান করা হয় নাই। ২

নসফী

আল্লামা আবুল বরাকাৎ আবদুল্লাহ বিনে আহ্‌মদ নসফী (—৭১০) বলেন, খাতমের অর্থ অবরুদ্ধকারী, 'খাতমুন্ নবীঈন' অর্থাৎ নবীগণের শেষ। তাঁহার পর আর কাহাকেও নবুওত দান করা হইবেনা। ৩

নেশাপুরী

আল্লামা নিযামুদ্দীন হাসান নেশাপুরী ৭২৮ হিজরীতে তাঁহার তফ্সীর শেষ করেন। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ইমাম রাযীর পুনরুক্তি মাত্র। উপসংহারে

১। তফসীর কবীর, [৬] ৭৮৬ পৃ:।
২। আন ওয়ারুত তনযীল, [৩] ৪৩ পৃ:।
৩। মদারেকুত তনযীল, [৩] ৪৯৫ পৃ:।

তিনি বলিয়াছেন যে, আল্লাহ যেসকল বিষয় অবগত আছেন, তন্মধ্যে একটি বিষয় এই যে,—হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সা:) পর আর কোন নবী নাই। ১

খাযিন

আল্লামা আলাউদ্দীন আলী বিনে ইব্‌রাহীম খাযিন (৬৭৮—৭৪১) বলেন, আল্লাহ তদীয় রসূল মোহাম্মদ মোস্তফার (সা:) দ্বারা নবুওতের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন, অতএব তাঁহার পর অথবা তাঁহার সঙ্গে আর নবুওত নাই। ২

ইবনে কসীর

আল্লামা হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কসীর (৭০১—৭৭৪) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন —এই আয়াতটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত করিতেছে যে, রসুলুল্লাহর (সা:) পর আর কোন নবী নাই। যখন তাঁহার পর কোন নবীর আবির্ভাব সম্ভবপর নয়, তখন কোন রসূলের আগমন যে আদৌ সম্ভাব্য নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কারণ, রিসালতের আসন নবুওত অপেক্ষা সীমাবদ্ধ, প্রত্যেক রসূল যেমন নবীও বটেন, প্রত্যেক নবী কিন্তু সেইরূপ রসূল নহেন। এ সম্পর্কে সাহাবীগণের একটি দল রসূলুল্লাহর (সা:) বাচনিক পৌনঃপুনিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে কসীর আরও লিখিয়াছেন,—নিখিল মানব জাতির জন্য মোহাম্মদ মোস্তফার (সা:) আগমন আল্লাহর অফুরন্ত দয়ার মহত্তম নিদর্শন। সমস্ত নবী ও রসূলের পর সর্বশেষে তাঁহাকে প্রেরণ করিয়া এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনকে পূর্ণতা দান করিয়া আল্লাহ তাঁহার করুণাকে বিকশিত করিয়াছেন। আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে এবং তাঁহার রসূল (সা:) তদীয় পৌনঃপুনিকভাবে বর্ণিত এবং প্রমাণিত

১। গরায়েবুল কুরআন, [২২] ১৫ পৃ:।
২। তফসীর খাযিন, (৩) ৪৯৫।

হাদীসে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ) পর আর কোন নবী নাই। এই ঘোষণার সাহায্যে মানব সমাজকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) পর যে ব্যক্তি নবুওতের দাবীদার হইবে সে মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, ধোকাবাজ (দজ্জাল), স্বয়ং পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী। সে যতই অলৌকিক ব্যাপার ও ভেল্কী এবং রং-বেরঙ্গের যাদু, যৌগিক কীর্তিকলাপ ও মন্ত্রবল প্রকাশ করুক না কেন, সমস্তই অসার, বাতিল ও গোমরাহী। এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার আল্লাহ ইয়ামানে আস্‌ওয়াদ আন্‌সী ১ আর ইয়ামামায় মুসায়লামা কায্‌যাবের ২ হস্তে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বিদ্বানগণ তাহাদের ব্যাপার অবগত আছেন। আল্লাহ প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, তাহারা মিথ্যুক ও পথভ্রষ্ট। তাহাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হউক। ৩

১। আসওয়াদ আনসীর প্রকৃত নাম আয়হালা। ইয়ামানের মযহজ বংশীয় কাআব বিনে আওফের পুত্র। ইয়ামানবাসীগণের সঙ্গে মদীনায় আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করে এবং রসুলুল্লাহর (সাঃ) জীবদ্দশাতেই মুর্তদ হইয়া যায় ও নবুওতের দাবীদার হইয়া বসে। নজরান ও সনআ পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইবনে জরীর বলেন যে, আবু বকর সিদ্দীকের খিলাফতের সূচনায় রবিউল আউওয়ালের শেষ দিবসে আসওয়াদ নিধন প্রাপ্ত হয় কিন্তু ইবনুল কাসিরের অভিমত অনুসারে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ওফাতের একমাস পূর্বে ১১শ হিজরীতে সে নিহত হয়—তারীখুল উমম, (৩) ২১৪; বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (৬) ৩০৭ পৃঃ।

২। মুসায়লামা বিনে হাবীব ইয়ামামার বনু হানীফা গোত্র সম্ভূত। সে তাহার গোত্রের সহিত মদীনায় আসিয়া রসুলুল্লাহর (সাঃ) স্থলাভিষিক্ত হইবার দাবী জানায় এবং বিফল মনোরথ হইয়া স্বয়ং পয়গম্বরী দাবী করে। বারণ হিজরীতে ইয়ামামা যুদ্ধে মুসায়লামা নিহত হয়,—তারীখুল উমম, (৩) ২৪৩ পৃঃ।

৩। তফসীর ইবনে কসীর, (৬) ৫৬৪ পৃঃ।

মহায়েমী

হিন্দ উপমহাদেশের বিশ্বস্ত মুফাস্‌সিরগণের অন্যতম আল্লামা শয়খ আলী মহায়েমী (৭৭৬—৮৩৫) আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেন যে, কতিপয় নারী ও বালকের পিতা হইলেও মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) কোন বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ সন্তানের পিতা ছিলেন না কিন্তু তাঁহার রসুলুল্লাহ হওয়ার ভিতর পিতৃত্বের তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে, কারণ রসুল হইবার দরুণ তিনি পিতার মতই তদীয় উম্মতের প্রতি স্নেহশীল ও তাহাদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং তিনি খাতমুন্ নবীঈন বা নবীগণের শেষ হওয়ায় সমস্ত রসুলগণের সম্পূরক ছিলেন। ১

ইবনে হজর

হাফিয ইবনে হজর আস্‌কালানী (৭৭৩—৮৫২) বুখারীর তফসীর খণ্ডে উল্লিখিত আয়াতটি সম্পর্কে লিখিয়াছেন, রসুলুল্লাহর (সাঃ) বিভিন্ন নামসমূহের অন্যতম 'খাতেমে'র তাৎপর্য এইযে, তিনি নবীগণের সমাপ্তকারী এবং এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াই কুরআনে বলা হইয়াছে যে,

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين -

"মোহাম্মদ (সাঃ) তোমদের অন্তর্ভুক্ত কোন বয়স্ক পুরুষের পিতা নহেন, পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহর রসুল এবং নবীগণের সমাপ্তকারী।"

এই খাতিম শব্দদ্বারা বুখারী, আহ্‌মদ, ইবনে হিব্বান ও হাকিমের হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যাহা ইর্‌বায বিনে সারিয়া (রাযীঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ [সাঃ] বলিয়াছেন,

انى عبد الله وخاتم النبيين وان آدم لمنجدل فى طينته -

আমি আল্লাহর দাস এবং নবীগণের সমাপ্তকারী এবং [তখন] আদম তাঁহার মৃত্তিকাতে কর্দমসিক্ত ছিলেন। এই হাদীসকে ইমাম আহ্‌মদ বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। জাবিরের যে হাদীস বুখারী উদ্ধৃত করিয়া-

১। তাবীরুর রহমান (তফসীরে রহমানী) ২য় খণ্ড, ১৩, পৃঃ।

ছেন, হাফিয ইস্মাঈলি তাহা সুলায়ম বিনে হিব্বানের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, উহাতে বলা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

وانا موضع اللبنة جئت فختمت الانبياء -

আমি আগমন করিয়া শূন্য ইষ্টকের স্থান পূর্ণ করিলাম এবং নবীগণের পরিসমাপ্তি ঘটাইলাম। ইব্নে হজর বলেন,—এতদ্বারা সমস্ত নবীর উপর রসূলুল্লাহর (সাঃ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং জানা যায় যে, আল্লাহ তাঁহাদ্বারা নবীগণের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন এবং দ্বীনের ব্যবস্থাগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। ১

সৈয়দ মঈনুদ্দীন

আল্লামা সৈয়েদ মুঈনুদ্দীন (৮২৩—৯০৫) তাঁহার তফ্‌সীরে বলেন,—খাতমন্ নবীঈন অর্থাৎ তাঁহাদের শেষ। ঈসা আলায়হিস্ সালাম রসূলুল্লাহর (সাঃ) দ্বীনের উপর তাঁহার সমর্থনকল্পে অবতরণ করিবেন। কোন জিনিষের খাতমের অর্থ উহার শেষ। ২

কাশেফী

শয়খ কামালুদ্দীন কাশেফী (—৯১০) বলেন,—অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের পুরুষগণের কাহারো পিতা নহেন। যদিও তিনি তইয়েব, তাহির, কাসিম ও ইব্রাহীম রাযিয়াল্লাহো আন্হুমের পিতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই পুরুষের (রিজাল) সীমায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অতএব, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার এমন কোন ঔরসজাত সন্তান ছিলনা, যাহার দরুণ তাহার নারীদের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ হইতে পারে। পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহর প্রেরিত এবং পয়গম্বরগণের সীল অর্থাৎ তাঁহাদ্বারা নবুওতের দ্বারে সীল করা হইয়াছে এবং তাঁহার উপর পয়গম্বরী শেষ করা হইয়াছে

১। ফতহুল বারী, (৬) ৪০৭—৪০৮ পৃঃ।

১। জামেউল বয়ান, ৩৬৯ পৃঃ।

এবং খাতমের অর্থ শেষও বটে, এই সূত্রে অর্থ দাঁড়াইল—তিনি তাঁহার আবির্ভাবের জ্যোতি হিসাবে সকল নবীর শেষ, যেরূপ তিনি স্বীয় নূরের বিকাশ হিসাবে সকল নবীর প্রথম ছিলেন। পুস্তকে সীল করা হইলে তাহাতে নূতন কিছু সন্নিবেশিত করা চলেনা, সেইরূপ হযরতের (সাঃ) সাহায্যে যখন নবুওতকে সীল করা হইয়াছে, তখন তাঁহার দ্বারা নবুওতের দ্বারকে চিররুদ্ধ করা হইয়াছে। ১

সৈয়ূতী

হাফিয জালালুদ্দীন সৈয়ূতী (৮৪৯—৯১১) তাঁহার তফ্‌সীরে লিখিয়াছেন, আল্লাহর আদেশ—

ولكن رسول الله وخاتم النبيين -

পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল এবং 'খাতমুন্ নবীঈন' ইহার তাৎপর্য এই যে,—তাঁহার পর নবী হইতে পারেন এরূপ তাঁহার কোন বয়স্ক পুত্র রহিবেনা। খাতম অর্থাৎ 'তা' বিল ফতহ এর তাৎপর্য খতম করার বস্তু অর্থাৎ আল্লাহ তাঁহাদ্বারা নবীগণকে শেষ করিয়াছেন,

وكان الله بكل شيء عليما -

"এবং আল্লাহ সকল বিষয় অবগত আছেন"—এ উক্তির তাৎপর্য এইযে, আল্লাহ অবগত আছেন যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর আর কোন নবী নাই এবং হযরত ঈসা আলায়হিস্সালাম যখন আগমন করিবেন তখন তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) শরীঅত অনুসারেই শাসন করিবেন। ২

(ক) ইক্লীল নামক তফ্‌সীরে হাফিয সৈয়ূতী বলেন, আল্লাহর উক্তি "খাতমুন্ নবীঈন" বাক্য দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে, হয্রত

২। মওয়াহীবে আলীঈয়া (তফসীর হুসায়নী), ২য় খণ্ড, ৩২৭ পৃঃ।

১। জালালাইন, (২) ৬৬ ও ৬৭ পৃঃ।

মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) পর আর কোন নবী নাই এবং তাঁহার পর যে নবুওতের দাবী করিবে, তাহাকে নিশ্চিতরূপে মিথ্যাবাদী জানা হইবে। ১

আবুস্‌সঊদ

আল্লামা আবুস্‌সঊদ হানাফী (৮৯৬—৯৮২) বলেন, খাতমুন্ নবীঈন অর্থাৎ নবীগণের শেষ, যাঁহার দ্বারা নবীগণকে সমাপ্ত করা হইয়াছে এবং 'তা' অক্ষর কস্‌রা হইলে অর্থ হইবে—তিনি নবীগণের শেষ। যদি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কোন বয়স্ক পুত্র জীবিত থাকিতেন তিনি নবী হইতে পারিতেন, সে অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) শেষ নবী হইতেন না, এই জন্য বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরতের (সাঃ) শিশুপুত্র হযরত ইব্‌রাহীমের মৃত্যু ঘটিলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, —

لو عاش ابراهيم لكان نبيا -

'যদি ইব্‌রাহীম বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে নবী হইতেন।' রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর হযরত ঈসার অবতরণ দ্বারা তাঁহার শেষ নবী হওয়ায় কোন বাধা প্রমাণিত হয়না, কারণ 'খাতমুন নবীঈনে'র তাৎপর্য এই যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর কেহই নবুওত লাভ করিবেন না, হযরত ঈসা রসূলুল্লাহর (সাঃ) পূর্বেই নবুওত লাভ করিয়াছিলেন এবং যখন তিনি অবতরণ করিবেন, তখন তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) শরীঅতেরই অনুসরণ করিবেন এবং তাঁহার কিবলার দিকেই মুখ করিয়া নামায পড়িবেন। ২

ফয়যী

সম্রাট আকবরের নব রত্নের অন্যতম আল্লামা আবুল ফয়েয ফয়যী (৯৫৪—১০০৪) তাঁহার অনবদ্য বিন্দুশূন্য তফসীরে লিখিয়াছেন :

خاتم النبيين أمرهم لا رسول وراءه -

১। জামেউল বয়ানের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। ইরশাদুল আকলিস সলীম, (৬) ৭৮৮ পৃঃ।

'খাতমুন্ নবীঈনের' তাৎপর্য নবীদের শেষ অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মুস্তফার পর আর কোন পয়গম্বর নাই। ১

যুরকানী

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিনে আবদুল বাকী যুরকানী (১০৫৫-১১২২) বলেন, 'খাতমুন্ নবীঈনে'র অর্থ নবীগণের শেষ, যিনি তাহাদিগকে সমাপ্ত করিয়াছেন অথবা যাঁহার দ্বারা নবীগণকে সমাপ্ত করা হইয়াছে। আহমদ, তিরমিযী ও হাকিম বিশুদ্ধ সনদসহকারে আনাসের (রাযীঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, রিসালত ও নবুওত শেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব, আমার পর আর কোন রসূল ও নবী নাই, যাঁহার পর আর কোন নবী নাই, তিনি তাঁহার উম্মতের পক্ষে সমধিক স্নেহশীল, কারণ তিনি এরূপ পুত্রের পিতার ন্যায়, যে পুত্রের অন্য কেহই নাই। ২

মোল্লা জীবন

সম্রাট আলমগীরের উস্তায আল্লামা শায়খ আহমদ যিনি মোল্লা জীবন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন (১০৪৭ - ১১৩০), তফসীরাতে লিখিয়াছেন,—'খাতমুন্ নবীঈনে'র অর্থ এই যে, তাঁহার পর কস্মিন-কালেও কোন নবী প্রেরিত হইবেন না। হযরত ঈসা যখন অবতরণ করিবেন তখন তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) শরীঅতের অনুসরণ করিবেন এবং তাঁহার প্রতিনিধি হইবেন এবং তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) পূর্ববর্তী নবী হইলেও স্বীয় শরীঅতের কোন অংশের অনুসরণ করিবেন না। রসূলুল্লাহর (সাঃ) যদি কোন বয়স্ক পুত্র জীবিত থাকিতেন, তিনি নবুওতের মনসবের অধিকারী হইতে পারিতেন, যেরূপ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তদীয় পুত্র ইবরাহীমের ওফাতের সময় বলিয়াছেন যে, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে নবী হইতেন। বিদ্বানগণ উল্লিখিত আয়াতের তফসীর

১। সওয়াতে উল ইলহাম।

২। শরহে মওয়াহিবে লাদুন নীয়াহ, (৫) ২৬৭ পৃঃ।

সম্পর্কে ইহাই বলিয়াছেন আর এই আয়াতের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে ও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের নবীর (সাঃ) উপর নবুওত সমাপ্ত হইয়াছে। আসিম খাতমের 'তা'কে যবর যুক্ত এবং অন্য সকলেই যের যুক্ত পড়িয়াছেন। প্রথমোক্ত খাতম খিতাম হইতে ব্যুৎপন্ন, যাহা দ্বারা দ্বারে সীলমোহর করা হয়, এ স্থলে উহা নবীর উপর প্রযোজ্য হইয়াছে, কারণ তাঁহার দ্বারা নবুওতের দ্বার অবরুদ্ধ করা হইয়াছে এবং প্রলয় কাল পর্যন্ত উহা রুদ্ধ থাকিবে। দ্বিতীয় পাঠ সূত্রে অর্থ হইবে তিনি নবীগণকে সমাপ্ত করেন অর্থাৎ তিনিই সমাপ্ত করার কার্য সমাধা করিয়াছেন। এই অর্থ হযরত ইবনে মসউদের কিরআত সমর্থন করে। প্রথম অর্থ যমখ্‌শরী এবং দ্বিতীয় অর্থ ইমাম যাহেদী গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু উভয় অর্থের তাৎপর্য অভিন্ন অর্থাৎ 'শেষ', তাই ইমাম নসফী আসিমের কিরআতের অর্থও 'শেষ' বলিয়াছেন এবং বয়যাভী উভয় কিরআতের অর্থই 'শেষ' করিয়াছেন। ১

নাবলসী,

শায়খ আবদুল গণী নাবলসী (১০৫০—১১৪৩) বলেন,—তা এ যের খাতিম, ইসমে ফাএল এবং যবর যুক্ত তা'র অর্থ সীল। ইবনে মালিক শরহে-মজমা গ্রন্থে উভয় অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন এবং উভয় কিরআতেই উহা পঠিত হয়। যের যুক্ত খাতেম পড়িলে অর্থ হইবে—নবীগণকে সমাপ্ত করিয়াছেন আর যবর যুক্ত "খাতমুন্ নবীঈনের" অর্থ হইবে—নবীগণের শেষ, তাঁহার পর আর কোন নবী নাই। যজজাজ (২৪১—:১১) তাঁর মা'আনিল কুরআন গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন। ২

শাহ ওলীউল্লাহ

হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (১১১১—১:৭৬) আলোচ্য আয়াতের অর্থ লিখিয়াছেন :

১। তফসীরাতে আহমদীয়াহ, ৬২০ পৃঃ।

২। আল হাদীকাতুন্ নদীঈয়াহ, (১) ৭১ পৃঃ।

ولیکن پیغامبر خداست ومهر پیغمبران ست' بعدازوے هیچ پیغامبر نباشد -

পক্ষান্তরে আল্লাহর সংবাদ বাহক এবং পয়গম্বরগণের সীল, তাঁর পর আর কোন পয়গম্বর হইবেন না। ১

সুলায়মান জমল

আল্লামা সুলায়মান আল জমল (—১২০৪) বলেন, আয়াতের অন্তর্ভুক্ত মোহাম্মদ (সাঃ) "তোমাদের মধ্যকার কোন বয়স্ক পুরুষের পিতা নহেন" বাক্য দ্বারা এই সন্দেহ উদ্রিক্ত হইতে পারে যে, সর্বসাধারণের না হইলেও রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ঔরসজাত কোন বয়স্ক পুত্রের পিতা ছিলেন। এই সন্দেহকে 'খাতমুন্ নবীঈন' বাক্য দ্বারা বিদূরিত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনি তদীয় ঔরসজাত কোন বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষেরও পিতা নহেন। কারণ, যদি তাঁহার কোন সাবালক পুত্র জীবিত থাকিতেন, তিনি তাঁহার পর নবী হইবার অধিকারী হইতেন কিন্তু ইমাম বয়যভী তাঁহার কশফ গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, পুত্র বাঁচিয়া থাকিলেই তাঁহার নবী হওয়া অপরিহার্য ছিল, এ কথা সঠিক নয়, কারণ বহু পয়গম্বরের বংশধরগণ নবী হইতে পারেন নাই এবং রিসালতের ভার কাহাকে সমর্পণ করা হইবে, তাহা শুধু আল্লাহর ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। শিহাবুদ্দীন ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, যুক্তি বা ন্যায় শাস্ত্রের উপমানের উপর এই অপরিহার্যতা নির্ভর করে না, বরং হিকমতে ইলাহীর চাহিদা সূত্রে এরূপ হওয়া উচিত। আল্লাহ কর্তৃক রসূলকে তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে নবুওত দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, যেমন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ অথচ আমাদের নবী তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত, অতএব তাঁহার বংশধর জীবিত থাকিলে রসূলুল্লাহর (সাঃ) গৌরব রক্ষার্থে তাঁহাকে নবুওত দান করা উচিত হইত। সুতরাং তাঁহার

১। ফতহুর রহমান, ৪০৯ পৃঃ।

পর নবুওত লাভ করার উপযোগী কোন সন্তান থাকার কথা অস্বীকৃত হইয়াছে, নতুবা তাঁহার তিনজন পুত্র ইবরাহীম, কাসিম ও তৈয়েব ছিলেন, যাঁহার অপর নাম তাহির ছিল, ইঁহারা সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই পরোলকগমন করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার অতঃপর 'খাতমুন্ নবীঈন' সম্বন্ধে খাযিন ও যমখশরীর উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আর আমরা পূর্বেই সেগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি। ১

শাহ আব্দুল আযীয

আল্লামা শায়খ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (১১৫৯—১২৩৯) বলেন, ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, শিয়াদের ইমামিয়া-পন্থীগণের মতবাদ অনুসারে কোন যুগ নবীশূন্য বা তাঁহার প্রতিনিধি অর্থাৎ ওসী বিহীন থাকিতে পারে না। তাঁহারা প্রত্যেক যুগে নবীর প্রেরণ অথবা ওসীর নিয়োগ কার্যকে আল্লাহর জন্য ওয়াজিব বলিয়া থাকেন। ইসমাঈলিয়াদের অন্যতম শাখা সবঈয়াগণ বলেন যে, প্রত্যেক যুগেই নবী ও ওসী উভয়েরই বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, আজলীয়া ও মফযলীয়ারা প্রত্যেক যুগে নবীর বিদ্যমানতাকে বিশ্বাস করেন এবং নবুওতের চরমত্বকে অস্বীকার করিয়া থাকেন। এই দুষ্ট মতবাদ কিতাব ও ফিৎরত উভয়েরই বিরোধী। কুরআনের বহু আয়াতের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, অনেক যুগ এরূপ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, যে কালে নবুওতের কোন চিহ্নই বিদ্যমান ছিল না, আর নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধেও কুরআনে বহু আয়াত রহিয়াছে, তন্মধ্যে আল্লার বাণী,

ولكن رسول الله وخاتم النبيين -

"হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী" অন্যতম। ইমামগণের উক্তি এ সম্পর্কে অফুরন্ত। ২

১। ফতুহাতে ইলাহীঈয়া, (৩) ৫২৯ পৃঃ।
২। তুহ্ফায়ে ইসনা আশারীঈয়া, ১৫৭ পৃঃ।

শাহ আবদুল কাদের

আল্লামা শায়খ আবদুল কাদের দেহলভী (—১২৪১) উর্দু ভাষার সর্ব প্রথম তফসীরে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, কাহাকেও হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) পুত্র জানিবে না, পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহর রসূল, এ সূত্রে সকলেই তাঁর পুত্র। তিনি পয়গম্বরগণের উপর সীল, তাঁহার পর আর কোন পয়গম্বর নাই। তাঁহার এই গৌরব সকলের উপর। ১

শাহ রফীউদ্দীন

আল্লামা শায়খ রফীউদ্দীন দেহলভী (—১২৪৯) তাঁহার অনুপম উর্দু অনুবাদে আলোচ্য আয়াতের শাব্দিক অর্থ করিয়াছেন—নহেন মোহাম্মদ (সাঃ) পিতা কাহারো পুরুষগণের মধ্যে তোমাদের; পক্ষান্তরে আল্লাহর সংবাদবাহক বটেন এবং সমাপ্তকারী সকল নবীর এবং আল্লাহ বস্তুতঃ সকল বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন। ২

নওয়াব সিদ্দীক হাসান

আল্লামা সৈয়েদ সিদ্দীক হাসান (১২৪৮—১৩০৭) তাঁহার বিস্তৃত উর্দু তফসীরে আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, এই আয়াত ইহার অকাট্য প্রমাণ যে, হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর আর কোন নবী নাই। যদি নবী হওয়া সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে তাঁহার পর কাহারো পক্ষে রসূল হওয়া অধিকতর অসম্ভব। কারণ, রিসালতের মনসব নবুওত অপেক্ষা সীমাবদ্ধ। সকল রসূল নবীও বটেন কিন্তু সমুদয় নবী রসূল নহেন। অতঃপর এ প্রসঙ্গে অনেকগুলি হাদীস উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন, অতএব হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে মানব জাতির জন্য নবীরূপে প্রেরণ করা আল্লাহর

১। মুযেহুল কুরআন, ৪০৯ পৃঃ।
২। তরজমা, ৭০০ পৃঃ (তাজ কোং)।

বৃহত্তম অনুগ্রহ এবং রিসালত ও নবুওতের ধারাবাহিকতাকে তাঁহার উপর শেষ করা এবং অনন্তসাপেক্ষ ধর্মকে তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণতা দান করা আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার। আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে এবং রসূলুল্লাহ (সা:) তাঁহার পৌন:পুনিকভাবে বর্ণিত হাদীসে বিশদ-ভাবে বলিয়াছেন যে, তাঁহার পর আর কোন নবী নাই, যাহাতে সকলেই জানিতে পারে যে, রসূলুল্লাহর (সা:) পর যে ব্যক্তি নবুওতের মনসবের দাবীদার হইবে সে মিথ্যুক, পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী। ১

ফলত: খাতমুন্ নবীঈনের যে তাৎপর্য আমরা আভিধানিকভাবে সাব্যস্ত করিয়াছিলাম, ন্যূনাধিক পঁয়ত্রিশটি তফসীর তাহা সমস্বরে সমর্থন করিতেছে। ইসলামের সুবর্ণ যুগত্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত একজনও নির্ভরযোগ্য সাহিত্যিক এবং বিশ্বস্ত আলেম "খাতমুন্ নবীঈনে"র অর্থ নবীগণের শেষ বা নবীগণের সমাপ্তকারী হওয়া অস্বীকার করেন নাই, সুতরাং এই অর্থের বিশুদ্ধতা সন্দেহা-তীত ভাবে সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হইল। যদি কোন ব্যক্তি দুষ্ট বুদ্ধির প্ররোচনায় "খাতমুন নবীঈনে'র উপরিউক্ত অর্থের পরিবর্তে অন্য কোন উদ্ভট ও কপোলকল্পিত অর্থ আবিষ্কার করিতে চায়, তাহার সে অপচেষ্টাকে দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং তাহার এই ধৃষ্টতা তাহার আরাবী সাহিত্যে এবং কুরআনের ব্যাখ্যা শাস্ত্রে অজ্ঞতাই প্রতিপন্ন করিবে।

১। তর্জুমানুল কুরআন, (১১) ৩৪৫ ও ৩৪৬ পৃঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় মতবাদ এবং ব্যবহারিক বিধি-নিষেধগুলি প্রমাণিত করার পদ্ধতি চতুর্বিধ। প্রথমত: যাহা অবলম্বন করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত করা হয় তাহা অকাট্য হওয়া এবং প্রতিপাদন পদ্ধতিও অকাট্য হওয়া। দ্বিতীয়ত:, প্রমাণ অকাট্য হইলেও প্রতিপাদন অকাট্য না হওয়া। তৃতীয়ত:, প্রমাণ অকাট্য না হইলেও প্রতিপাদন অকাট্য হওয়া। চতুর্থত: প্রমাণ ও প্রতিপাদন উভয়ই অকাট্য না হওয়া। যে প্রমাণের প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত এবং যে প্রতিপাদন দ্ব্যর্থহীন তাহা অকাট্য। ইসলামী মতবাদ প্রতিপন্ন করিতে হইলে প্রমাণ ও প্রতিপাদন-ক্রিয়া উভয়ই অকাট্য হওয়া আবশ্যক। কুর আনের সমুদয় আয়াতের প্রামাণিকতাই অকাট্য, তন্মধ্যে যে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আভিধানিকভাবে সুবর্ণযুগের বিদ্বানগণের মধ্যে মত বৈষম্য সংঘটিত হয় নাই, সেই আয়াতগুলির সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্তগুলিও অকাট্য। রসূলুল্লাহ (সা:) কর্তৃক নবুওতের দ্বার অবরুদ্ধ এবং রিসালতের ধারাবাহিকতা নিঃশেষিত হওয়া সম্পর্কে কুরআনের যে আয়াতটি প্রামাণিকতা ও প্রতিপাদন প্রণালীর দিকদিয়া একেবারে নির্দ্বিধ ও সম্পূর্ণ অকাট্য তাহা উল্লিখিত হইল, কিন্তু কুরআনের যে সকল আয়াত একাধিক ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ এবং প্রামাণিকতার দিকদিয়া অকাট্য হইলেও প্রতি-পাদন পদ্ধতি হিসাবে দ্ব্যর্থহীন নয়, অথচ সেগুলির সাহায্যে নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, সেগুলি সংখ্যাবহুল। আমরা বিদ্বানগণের কৌতুহল চরিতার্থ করার জন্য নিয়ে এই শ্রেণীর আয়াতসমূহের মধ্যে মাত্র কয়েকটির ইংগিত দান করিতেছি।

প্রথম আয়াত

বিদায় হজের দিনে শুক্রবারের অপরাহ্নে রসূলুল্লাহ (সা:) যখন আরাফাতে দণ্ডায়মানিত এবং মুসলমানগণ প্রার্থনায় রত ছিলেন সেই

সময়ে আল্লাহ তদীয় রসূলের (সাঃ) মাধ্যমে মুসলিম জাতির প্রতি এই আয়াতটি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا -

আজিকার দিবসে তোমাদের দ্বীন—জীবন ব্যবস্থাকে আমি তোমাদের জন্য পূর্ণতা দান করিলাম এবং আমার ন্যা'মতকে তোমাদের জন্য নিঃশেষিত করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম (আল মায়েদা : ৩ আয়াত।)

শয়খুল ইসলাম ইবনে তয়মিয়া তদীয় রদ্দে নাসারা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যখন আল্লাহ নবীগণের সমাপ্তকারী মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) মধ্যস্থতায় তাঁহার দ্বীনকে সম্পূর্ণ করিলেন, এবং উহাকে ব্যাখ্যা করিয়া যথোচিতভাবে প্রচারিত করিলেন তখন তাঁহার উম্মতের জন্য আর এরূপ কোন ব্যক্তির প্রয়োজন রহিল না, যিনি তাঁহার প্রচারিত দ্বীনের কোন কিছুর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার অধিকারী বিবেচিত হইতে পারেন। এখন আবশ্যক শুধু এইটুকু যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে দ্বীন সহকারে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহার সম্যক পরিচয় লাভ করা। তাঁহার উম্মত সমবেতভাবে কখনই গোমরাহীতে একমত হইবেন না, বরং কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগেই তাঁহার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দল বিরাজ করিবেন, যাঁহারা সতত সত্যপথে স্বয়ং প্রতিষ্ঠ এবং সত্যের প্রতিষ্ঠাকারী থাকিবেন। কারণ, আল্লাহ তাঁহার রসূলকে (সাঃ) হিদায়ত ও সত্য দ্বীন সহকারে অন্যান্য সমুদয় জীবন ব্যবস্থা ও দ্বীনকে পরাভূত করার উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করিয়াছেন, তাই তিনি যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে এবং বাহুবল ও তরবারির দ্বারা এই দ্বীনকে জয়যুক্ত করিয়াছেন এবং এই দ্বিবিধ উপায়ে দ্বীনে-

মোহাম্মদীকে জয়যুক্ত করার জন্য তাঁহার উম্মতের মধ্যেও একটি দল প্রলয়কাল পর্যন্ত বিদ্যমান রহিবেন। ১

দ্বিতীয় আয়াত

আল্লাহ তদীয় রসূল হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কে আদেশ করিয়াছেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ
نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا
مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا -

এবং আপনি স্মরণ করুন, যখন আমি নবীগণের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলাম, আপনার নিকট হইতে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরঈয়মের পুত্র ঈসার নিকট হইতেও এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কঠোর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলাম (আল আহযাব : ৭ আয়াত।)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, সৃষ্টির দিক দিয়া আমি নবীগণের প্রথম এবং নবীরূপে প্রেরিত হইবার দিক দিয়া আমি সকলের শেষ। ২

কাতাদা বলেন, সৃষ্টির দিক দিয়া রসূললুল্লাহ (সাঃ) সর্ব প্রথম এবং নবীরূপে ভূপৃষ্ঠে আগমন করিয়াছিলেন সর্ব শেষে। ইবরাহীম, মূসা ও মরঈয়মের পুত্র ঈসার নিকট হইতে বিশেষ ভাবে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা পরস্পরের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইবেন এবং পরস্পরের অনুগমন করিবেন। ৩

১। আল্‌জওয়াবুস্ সহীহ, (১) ১০ ও ১২৮ পৃঃ।
২। দুররে মনসূর (৫) ১৮৪ পৃঃ।
৩। ইবনে জরীর, (২১) ৭৯ পৃঃ।

তৃতীয় আয়াত

আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন,

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته!

হে রসূল মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ), আপনার প্রভুর বাক্য সত্যতা ও স্থায় পরায়ণতার দিক দিয়া পূর্ণ হইল, তাঁহার বাক্যের পরিবর্তনকারী কেহই নাই, (আল আনআম : ১১৫ আয়াত।)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখিয়াছেন, আল্লাহর বাক্য কুরআনের পূর্ণতা লাভের তাৎপর্য ত্রিবিধ।

প্রথম : রসূলুল্লাহর (সাঃ) সত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্ম কুরআন অদৃষ্টপূর্ব ও অকাট্য প্রমাণ।

দ্বিতীয় : আচরণ ও জ্ঞানের দিক দিয়া কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের পক্ষে যাহা আবশ্যক তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

তৃতীয় : আদিতে যাহা স্বিরীকৃত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে, কুরআনের পর নূতন কিছুর প্রয়োজন হইবে না। ১

হাফিয ইবনে কসীর এই আয়াত প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ সাঃ)কে নবীগণের সমাপ্তকারী করিয়াছেন এবং তাঁহাকে মানব ও দানবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যাহা হালাল করিয়াছেন তদ্ব্যতীত আর হালাল নাই এবং তিনি যাহা হারাম করিয়াছেন তদ্ব্যতীত আর হারাম নাই। তিনি যে দ্বীন ব্যবস্থিত করিয়াছেন তদ্ব্যতীত আর কোন দ্বীন—জীবনব্যবস্থা নাই। তিনি যে সকল সংবাদ প্রদান করিয়াছেন সমস্তই সত্য ও সঠিক—মিথ্যার অবকাশশূন্য, ব্যতিক্রম বিহীন। এই কথাই আল্লাহ বলিয়াছেন, আপনার প্রভুর বাক্য সংবাদের দিক দিয়া যেমন সত্য, আদেশ ও নিষেধের দিক দিয়া তেমনি স্থায়সংগত। ২

১। তফ্‌সীর কবীর, (৪) ১৯৬ পৃঃ।
২। তফ্‌সীর ইবনে কসীর, (৩) ২৭৯ পৃঃ।

চতুর্থ আয়াত

وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه - قال : ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا : أقررنا!

এবং যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন,

আমি তোমাদিগকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা দান করিতেছি. কিন্তু অতঃপর তোমাদের নিকট রসূল আগমন করিবেন যিনি তোমাদের গ্রন্থ ও শিক্ষাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেন। তোমরা অবশ্যই তাঁহার উপর ঈমান স্থাপন করিবে এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিবে। আল্লাহ বলিলেন, তোমরা কি একথা মানিয়া লইলে এবং এ বিষয়ে আমার শপথ গ্রহণ করিলে? তাঁহারা বলিলেন, আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম (আলে ইমরান : ৮১ আয়াত।)

মোল্লা জীবন তাঁহার তফসীরে লিখিয়াছেন, আল্লাহ নবীগণের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে এই শর্তে গ্রন্থ ও শরীঅত প্রদান করিতেছি যে. তোমাদের সকলের শেষে শেষ যুগে সেই রসূল (সাঃ) যখন আগমন করিবেন, যাঁহার দ্বারা নবুওতের সমাপ্তি ঘটিবে এবং যিনি হইতেছেন আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ (সাঃ) এবং যিনি তোমাদের গ্রন্থ ও হিকমতকে স্বীকার করিয়া লইবেন, তোমাদিগকে তাঁহার উপর ঈমান আনিতে এবং

তাঁহাকে মানিয়া লইতে হইবে এবং তোমাদের যুগে তিনি আত্মপ্রকাশ করিলে তোমাদিগকে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে হইবে। ১

সৈয়েদ রশীদ রিযা তাঁহার তফসীরে লিখিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (সা:) এই বৈশিষ্টের কারণ, আল্লাহর অনাদি প্রজ্ঞায় স্থিরকৃত হইয়াছিল, রসূলুল্লাহ (সা:) শেষ নবী হইবেন, এরূপ সর্বশেষ এবং সার্বজনীন হিদায়ত সহকারে তিনি আগমন করিবেন যে, তাঁহার পর চিন্তার স্বাধীনতা এবং সদ্‌বুদ্ধির প্রয়োগ ব্যতীত মানুষের পক্ষে অন্য কোন ধর্ম বা অন্য কোন নবীর প্রয়োজন হইবে না। ২

এ কথার তাৎপর্য ইহা নয় যে, রসূলুল্লাহর (সা:) তিরোভাবের পর মানব জাতির পক্ষে নবুওতের আদর্শ এবং ওয়াহীর শিক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না। সৈয়েদের উক্তির অর্থ হইতেছে যে, রসূলুল্লাহ (সা:) নবীগণের সমাপ্তকারী রূপে আগমন করায় এবং তাঁহার বিয়োগের পর অন্য কোন নবীর আগমনের সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহার দ্বীন ও শরীঅতকে সকল দিক দিয়া সুরক্ষিত রাখার অতুলনীয় দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, প্রলয় উষার উদয়কাল পর্যন্ত উক্ত দ্বীন ও শরীআত অবিকৃত অবস্থায় রহিবে এবং উহার অনুসরণ মানব জাতির পক্ষে যথেষ্ট হইবে আর শুধু চিন্তার স্বাধীনতা এবং সদ্‌বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারাই নিত্য নূতন সমস্যাসমূহের সমাধান কার্য চলিতে থাকিবে।

পঞ্চম আয়াত

ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي

الي ولم يوح اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل

الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرت الموت والملئكة

১। তফসীর আহমদী, ১৯৯ পৃ:।

২। আল্‌মানার, (৩) ৩৫১ পৃ:।

باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب

الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق -

যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করিল অথবা বলিল, আমার নিকট ওয়াহী অবতীর্ণ করা হইয়াছে,

অথচ তাহার কাছে কোন কিছুই ওয়াহী করা হয় নাই, তাহার অপেক্ষা অধিকতর অনাচারী কে হইবে? এবং যে ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ যেরূপ বাক্য অবতীর্ণ করিয়াছেন আমিও সেইরূপ অবতীর্ণ করিব। হে রসূল (সা:) যদি আপনি এই অনাচারীদিগকে তাহাদের মৃত্যুযন্ত্রণার অবস্থায় দেখিতে পাইতেন! যখন ফেরেশতাগণ তাঁহাদের হস্তসমূহ সম্প্রসারিত করিয়া তাহাদিগকে বলেন, তোমাদের প্রাণ বাহির করিয়া দাও, তোমরা যে আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা রচনা করিতেছিলে তজ্জন্য অদ্যকার দিবসে তোমাদিগকে লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে—আল্‌আন্‌আম, ৯৪ আয়ত।

ইমাম ইবনে জরীর লিখিয়াছেন, আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনাকারী হইতেছে তাহারা, যাহারা নবুওতের দাবীদার। যাহারাই আল্লাহর নামে অসত্য রচনা করিবে এবং কুরআনের অবতরণ যুগে অথবা উহার পরবর্তী যুগে এইরূপ দাবী করিবে যে, আল্লাহ আমার নিকট ওয়াহী অবতীর্ণ করিয়াছেন, সে তাহার উক্তির দিক দিয়া মিথ্যুক, আল্লাহ তাহার নিকট ওয়াহী করেন নাই। (১)

সৈয়েদ রশীদ রিযা বলিয়াছেন, আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা দ্বিবিধ: ওয়াহী বিহীন নবুওতের দাবী এবং নবুওতবিহীন ওয়াহীর দাবী। কেহ কেহ ইয়ামামার অধিবাসী নবুওতের দাবীদার মিথ্যুক মুসয়লামাকে আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনাকারী রূপে

১। ইবনে জরীর, (৭/১৮১ পৃ:।

অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু সত্য কথা এইযে, আয়তটি ব্যাপক, ইহা রসুলুল্লাহর (সাঃ) পর নবুওতের সকল দাবীদারের উপরেই প্রযোজ্য (১)

ষষ্ঠ আয়াত

আল্লাহ স্বরা মোহাম্মদে (সাঃ) অবিশ্বাসী জনগণ সম্বন্ধে আদশ করিয়াছেন,

فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها!

তাহারা কি এই জন্য অপেক্ষা করিতেছে যে, কিয়ামত তাহাদের নিকট আকস্মিকভাবে সমাগত হউক? তাহা হইলে তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, কিয়ামতের নিদর্শন সমূহ তো আসিয়াই গিয়াছে। ১৮ আয়ত।

বসুন্ধরায় মানব জাতির অভ্যুদয় যুগ হইতে প্রলয়কাল পর্যন্ত হিদায়তের ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকিবে। রসুলগণ এই হিদায়তের উৎস। রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বয়ং এবং তাঁহা দ্বারা অনুষ্ঠিত অলৌকিক ঘটনাবলী, যথা, চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারকে প্রলয় উষার নিদর্শনরূপে আখ্যাত করার তাৎপর্য এইযে, কিয়ামতের আভাস দেদীপ্যমান হইবার পর আর কোন নবী বা রাসূলের আবির্ভাব সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নয়।

হাসান বসরী ও যহ্হাক প্রভৃতি তাবেয়ী বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যে, খৃষ্টান ও ইয়াহুদীগণ তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে পাঠ করিয়াছিলেন যে,

و كانوا قد قرءوا فى كتبهم ان النبى صلے الله عليه وسلم آخر الانبياء فبعثه من اشراطها!

১। আলামানার, (৭) ৬২৩ পৃঃ।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) সর্বশেষ নবী। সুতরাং তাঁহার অভ্যুদয় কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। (১) চন্দ্রের বিদীর্ণ হওয়া এবং ধুম্রের প্রকাশকে কিয়ামতের নিদর্শন বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে কিন্তু এই দুই ব্যাপ্যার মধ্যে বিরোধ নাই। কারণ চন্দ্র বিদীর্ণ হইবার কার্য রসুলুল্লাহ (সাঃ) দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। যদি উহা প্রলয়ের নিদর্শন হয় তাহা হইলে রসুলুল্লাহর (সাঃ) অভ্যুদয়ও কিয়ামতের নিদর্শনরূপে অবশ্যই গণ্য হইবে এবং তিনি শেষ নবীরূপে প্রতিপন্ন হইবেন।

বয়যাভী, রাযী, খাযিন, আবুস্সউদ, বাগাভী প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সকলেই সমবেত ভাবে উল্লিখিত আয়াতের উপরিউক্ত তাৎপর্য স্ব স্ব তফসীরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। (২)

হাফিয ইবনে কসীর লিখিয়াছেন,

فبعثة رسول الله صلے الله عليه وسلم من اشراط الساعة لانه خاتم الرسل الذى اكمل الله تعالى به الدين و اقام به الحجة على العالمين - وقد اخبر صلى الله عليه وسلم بامارات الساعة واشراطها و ابان عن ذلك و اوضحه بما لم يؤته نبى قبله - وجاء فى اسمائه صلى الله عليه وسلم انه الحاشر الذى يحشر الناس على قدميه والعاقب الذى ليس بعده نبى!

রসুলুল্লাহর (সাঃ) অভ্যুদয় প্রলয়কাণ্ডের অন্যতম নিদর্শন, কারণ তিনি রসুলগণের সমাপ্তকারী, তাঁহার দ্বারাই আল্লাহ দ্বীনকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন এবং তাঁহার সাহায্যেই বিশ্ববাসীর নিকট স্বীয় দলীলকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) কিয়ামতের চিহ্ন ও শর্তগুলি এরূপ বিশদভাবে স্পষ্টাকারে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বে কোন নবী এ-ভাবে করিতে পারেন নাই আর এই জন্য রসুলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র নামাবলীর মধ্যে "হাশির" শব্দও উল্লিখিত হইয়াছে।

১। ইবনে কসীর (৭) ৫০৫ পৃঃ।

২। বয়যভী (৪) ১৪৯ পৃঃ; কবীর (৭) ৫৪১, খাযীন, (৬) ১৪৫ অপুসউদ (৭) ৫০৯, মআলিম (৭, ৫০৫ পৃঃ।

অর্থাৎ তাঁহারই যুগে মানুষের চরম সমাবেশ ঘটিবে। তাঁহার আর একটি নাম "আকিব" অর্থাৎ তাঁহার পর কোন নবী নাই। ( )

রসূলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি আমি 'হাশির'—আমারই যুগে লোকদের 'হশর' হইবে—এই হাদীসটি জুবাইর বিনে মুতইমের বাচনিক ইমাম মালিক, বুখারী ও ইবনেসঅদ প্রভৃতি রেওয়ায়ত করিয়াছেন। (২)

আর আমি আকিব—"যাঁহার পর অন্য কোন নবী নাই" —হাদীসটি হযরত জুবাইরের প্রমুখাৎ মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে সঅদ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। (৩)

সপ্তম আয়াত

সূরাঃ আততওবা, সূরাঃ আলফতহ ও সূরাঃ আস্‌সফ্‌কে আল্লাহ তদীয় রসূল হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) সম্বন্ধে আদেশ করিয়াছেন—

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

على الدين كله -

তিনি তাঁহার রসূলকে হিদায়ত ও সত্য দ্বীন সহকারে তাঁহাকে যাবতীয় জীবনব্যবস্থার উপর জয়যুক্ত করার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন— ৯ : ৩৩, ৪৮ : ১৮ ও ৬১ : ৯ আয়াত সমূহ।

"তাহাকে জয়যুক্ত করার জন্য"—বাক্যটি সম্পর্কে বিবিধ উক্তি উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম উক্তি হইতেছে, তাহাকে অর্থাৎ রসূল (সাঃ) কে —ইহাই আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা। এই

১। ইবনে কসীর (৭) ৫ ৫ পৃঃ।

২। মুওয়াত্তা (২) ২৪৭ পৃঃ, বুখারী ফতহ সহ (৬) ৪০৬, তাবাকাত (১) ১ম প্রকরণ ৬৫ পৃঃ।

৩। মুসলিম (২) ২৬১, তিরমিযী তুহফা সহ (৪) ৩০ পৃঃ, তাবাকাত (১) ১ম প্রকরণ ৬৫ পৃঃ।

ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতটির তাৎপর্য হইল যে, যাহাদের নিকট রসূল প্রেরিত হইয়াছেন তাহাদের দ্বীনের জন্য যেসকল বিষয়ের আবশ্যক সে গুলি সমস্তই সেই রসূলের নিকট প্রকট এবং তাঁহাকে উক্ত বিষয় সমূহে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন—মতবাদ, আচরণ, রাজ্যশাসন ও বিধিবিধান সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়েই। কারণ যে দ্বীন সহকারে তিনি প্রেরিত হইয়াছেন তাহাই সর্বশেষ দ্বীন। তাঁহার পর মানব সমাজের পক্ষে দ্বীনী হিদায়ত সম্পর্কে অভিনব কিছুর প্রয়োজন রহিবেনা। এবং তাঁহার উক্তি ও আচরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্বানগণের ইজ্‌তিহাদ ও প্রবণতা, জ্ঞান ও আচরণ মানব সমাজের পক্ষে প্রলয়কাল পর্যন্ত যথেষ্ট হইবে, তাহারা কখনও উক্ত রসূলের নির্দেশকে পরিহার করিয়া পথহারা ও বিচ্ছিন্ন হইবে না।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে 'তাহাকে জয়যুক্ত করার' তাৎপর্য হইতেছে "সত্য ধর্ম"কে জয়যুক্ত করা। অর্থাৎ আল্লাহ দ্বীনে-ইসলামকে প্রমাণের বলিষ্ঠতা, হিদায়ত ও অভিজ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও সংস্কৃতি, প্রাধান্য ও প্রভুত্ব সকল দিক দিয়াই পৃথিবীর অন্যান্য দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থার উপর জয়যুক্ত করিবেন। ইসলামের ন্যায় আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, বস্তুতান্ত্রিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব অন্য কোন ধর্মেই পরিলক্ষিত হইবেনা। (১)

১। তফসীর আল মনার (১০, ৩৮৯ ৩৯১ পৃঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ইহা সর্বজনবিদিত যে, আমরা হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) মধ্যস্থতাতেই কুরআন প্রাপ্ত হইয়াছি। কুরআনের সত্যতা সর্বতোভাবে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে, অধিকন্তু আল্লাহ রসূলুল্লাহর (সাঃ) উপর শুধু কুরআন অবতীর্ণ করেন নাই, কুরআনকে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করার ভারও তাঁহাকে অর্পণ করা হইয়াছিল এবং তিনি কুরআনের যে ব্যাখ্যা জগদ্বাসীকে সাধারণভাবে এবং মুসলিম জাতিকে বিশেষভাবে শুনাইয়াছিলেন, তাহাও তিনি ওয়াহী বা প্রত্যাদেশের সাহায্যেই আল্লাহর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, কুরআনের এই ব্যাখ্যার নাম হাদীস বা সুন্নাহ। 'খাতমুন নবঈনের' যে অর্থ ইসলাম-জগতের মুফাসসেরীন এবং আরাবী সাহিত্যরথীগণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিশুদ্ধতা সত্যপরায়ণগণের ইমাম এবং সত্যাসত্যের মানদণ্ড রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র উক্তিসমূহের কষ্টিপাথরে আমরা অতঃপর যাচাই করিয়া দেখিব এবং নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহবাদী ও সন্দেহস্রষ্টাদের সমুদয় চক্রান্তজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিব।

اللهم انت عضدی ونصیری' بك احول وبك اصول وبك اقاتل
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم -

*   *   *

কুরআন হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা স'ল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। কুরআনের কোন শব্দ বা আয়াত সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান দলের কাছে অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রদত্ত তফসীরের প্রতিকূল অন্য কোন ব্যক্তির প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে অগ্রগণ্য করার অপচেষ্টা "বাঁশের চাইতে

কঞ্চি দড়" প্রবাদ বাক্যের যথার্থতা প্রমাণিত করিলেও সুধীসমাজে এ আচরণ অতিশয় অসংগত ও হাস্যকর বিবেচিত হইবে আর যাহারা প্রকৃত মুসলমান, তাহারা কুরআন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অনভিজ্ঞ প্রমাণিত করার ধৃষ্টতা কিছুতেই ক্ষমার যোগ্য বিবেচনা করিবে না। আল্লাহ স্বয়ং কুরআন ব্যাখ্যা করার অধিকার রসূলুল্লাহর (সাঃ)-কে অর্পণ করিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহাকে আদেশ দিয়াছেন,—

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ -

আমরা কুরআন আপনার কাছে এই জন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যে, উহাতে যাহা বলা হইয়াছে, আপনি মানুষদিগকে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবেন, যাহাতে তাহারা চিন্তা করার সুযোগ লাভ করিতে পারে। (আন্‌নহল : ৪৫)। উক্ত সুরায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আরও আদেশ দেওয়া হইয়াছে—

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى
اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -

আমরা আলকিতাব আপনার কাছে ইহা ব্যতীত অন্য কোন কারণে অবতীর্ণ করি নাই যে, উক্ত গ্রন্থের যে তাৎপর্য সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে উহার সঠিক ব্যাখ্যা বিদিত করিবেন এবং যে-জাতি বিশ্বাসপরায়ণ, তাহাদের জন্য এই গ্রন্থ পথ প্রদর্শক ও রহ্‌মত। (৬৪ আয়াত)। সুরা : আন নিসায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে,—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰكَ اللّٰهُ -

আমরা নিশ্চিতরূপে আল্‌কিতাব আপনার প্রতি এইজন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যে, আল্লাহ আপনাকে যেরূপ বুঝান, তদনুসারে আপনি লোকদের কলহ নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। (১০৫ আয়াত)।

উল্লিখিত তিনটি আয়াতের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণিত হইতেছে :

প্রথম, আল্লাহ স্বয়ং কুরআন ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সমর্পণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, ঐশী গ্রন্থ সমূহের অর্থ সম্বন্ধে মতানৈক্য ঘটিলে রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রদত্ত ব্যাখ্যাদ্বারা উক্ত—মতবিরোধ বিদূরিত করিতে হইবে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহর (সাঃ) ব্যাখ্যার প্রতিকূল সমুদয় অভিমত ও সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার উক্তি ও নির্দেশ অথবা উহার অনুকূল এবং পরিপোষক যে অর্থ তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বয়ং আল্লাহ কুরআনের অর্থ বুঝাইয়াছেন, তিনি কপোল-কল্পিত কোন ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার ব্যাখ্যা আল্লাহর পরোক্ষ নির্দেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। চতুর্থ, রসূলুল্লাহর (সাঃ) তফসীর উড়াইয়া দিয়া যাহারা অপর কাহারো অর্থ অগ্রগণ্য করিবে, তাহাদের রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিশ্বাস করার মৌখিক দাবী গ্রাহ্য হইবেনা।

এক্ষণে দেখা হউক স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'খাত্তমুন নবীঈন' এর কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ?

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকিম, বর্‌কানী, ইবনে-হিব্বান, ইবনে মর্দওয়ে প্রভৃতি রসূলুল্লাহর (সাঃ) ভৃত্য সওবানের (রাযিঃ) বাচনিক এক সুদীর্ঘ হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। উহাতে রসূলুল্লাহর

(সাঃ) বাচনিক কিয়ামতের কতকগুলি লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,—

و اذا وضع فى امتى السيف' لم يرفع عنهم الى يوم القيامة' ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من امتى بالمشركين' و انى لا اخاف على امتى الا الائمة المضلين' ولا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من امتى الاوثان - وانه سيكون فى امتى كذابون ثلاثون (وعند الحاكم : وسيخرج فى امتى كذابون ثلاثون) كلهم يزعم انه نبى و انا خاتم النبيين' لانبى بعدى !

আমার উম্মতে একবার তরবারি নিষ্কাশিত হইলে প্রলয় দিবস পর্যন্ত উহাকে তাহাদের মধ্য হইতে বিদূরিত করা হইবেনা। প্রলয় মুহূর্ত উপস্থিত হইবেনা—যতক্ষণ না আমার উম্মতের কতিপয় গোত্র মুশরিকদের দলে মিলিত হইবে। আমি আমার উম্মতের জন্য পথ-ভ্রষ্টকারী নেতাদের ছাড়া অন্য কাহারো আশংকা করি না। প্রলয় ঘটিবেনা যতদিন না আমার উম্মতের কতিপয় গোত্র প্রতীক পূজায় প্রবৃত্ত হইবে (তিরমিযীর রেওয়ায়ত অনুসারে : যতদিন না প্রতীকসমূহ পূজিত হইবে) এবং আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যুকের উদ্ভব হইবে। (হাকিমের রেওয়ায়ত সূত্রে : এবং আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটিবে) তাহারা প্রত্যেকেই দাবী করিবে যে, সে নবী! অথচ আমি খাতেমুন নবীঈন—আমার পর নবী নাই!

ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীস বিশুদ্ধ, ইবনে হিব্বানও বলেন, এই হাদীস বিশুদ্ধ। ইমাম হাকিম এই হাদীসকে বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুসারে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং হাফীয যহবী হাকিমের সাক্ষ্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করেন নাই। (১)

১। মুসনদে আহমদ (৫) ২৭৮ পৃঃ ; সুননে আবি দাউদ—কিতাবুল ফিতন (৪) ১৫৭ পৃঃ ; জামে তিরমিযী—কিতাবুল ফিতন (৩) ২২৭ ; মুস্তদরক ও তলখীস—কিতাবুল ফিতন (৪) ৪৫০ পৃঃ ; ফৎহুল বারী (১৩) ৭৬ পৃঃ ; দুররে মনসুর (৫) ২০৪ পৃঃ।

ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনদে, তাবারনী মু'জমে কবীর ও আওসতে এবং বয্যার আপন মুসনদে, হুযয়ফা বিন্নর ইয়ামানের প্রমুখাৎ উল্লিখিত হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে রেওয়ায়ত করিয়াছেন,—

في امتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون منهم اربع نسوة

واني خاتم النبيين لانبي بعدي -

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে মিথ্যুক (কয্যাব) ও প্রবঞ্চক (দজ্জালদের) আগমন হইবে—২৭ জনের, তন্মধ্যে ৪ জন নারী অথচ আমি নিশ্চয় খাতমুন নবীঈন, আমার পর কোন নবী নাই।

হাফিয হয়সমী বলেন, বযযারের সনদের পুরুষগণ সকলেই বুখারীর পুরুষ। (১)

হাফীয ইবনে হজর আসকালানী এই প্রসংগে লিখিয়াছেন,

ظاهر في ان كلا منهم يدعي النبوة وهذا هو السر في قوله صلى

الله عليه وسلم: اني خاتم النبيين لا نبي بعدي!

একথা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, কথিত মিথ্যুক দলের প্রত্যেকেই নবুওত দাবী করিবে এবং তাহাদের দাবীর অসত্যতা প্রতিপাদন কল্পেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা করিয়াছেন যে, "অথচ আমি নিশ্চয় খাতেমুন নবীঈন, আমার পর কোন নবী নাই।" ২

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র রসনা হইতে "খাতেমুন নবীঈনে"র তাৎপর্য নিঃসৃত হইতেছে যে, "আমার পর কোন নবী নাই।"—এই স্পষ্ট বিবৃতি ও ব্যাখ্যার পরও যাহারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সর্বশেষ নবী মান্য করেনা এবং তাঁহার পরও কোন ব্যক্তিকে নবী সাব্যস্ত করার

১। মুসনদে আহমদ (৫) ৩৯৬; মজমউয যওয়াদে (৭) ৩৩২ পৃঃ; কনযুল উম্মাল (১৫৯৮) সপ্তম খণ্ড, ১৭।

২। ফৎহুল বারী (১৩) ৭৬ পৃঃ।

মানসে বা অন্য কোন মতলবে রসূলুল্লাহর (সাঃ) স্পষ্ট উক্তির বিপরীত খাতমুন-নবীঈনের কদর্থ করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে ধোকা দিতে চায় তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)কেই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং কুরআনের ব্যাখ্যাবিদ্যায় তাহারা নিজেদিগকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অপেক্ষা সমধিক পারদর্শী বিবেচনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের এ ষড়যন্ত্র মদনী রসূলের (সাঃ) ক্রীতদাসগণের নিকট সফল হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যাহারা সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করে না, মুসলমানগণের মধ্যে অন্য যত প্রকার মতভেদই থাকুন না কেন, তাহারা প্রত্যেকে এবং সমবেতভাবে সেই অবিশ্বাসীদিগকে দজ্জাল ও মিথ্যুক ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে না। ইসলামের প্রকাশ্য ও গোপন শত্রুরা এই সহজ কথাটি যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করিতে পারিবে, ততই ইহা তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

(বিতর্ক ও বিচার)

در دل مسلم مقامے مصطفی است ! ।
ابروئے ماز نام مصطفی است ! *

নবী ও রসূলগণের একচ্ছত্র অধিনায়ক হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবী স্বীকার করা ফরয! তাঁহার শুভ আবির্ভাব বৈজ্ঞানিকতার যুগ-সন্ধিক্ষণে সূচিত হওয়ায় উহা অপরিণত যুগের এবং অপরিপক্ক মানব গোষ্ঠির জন্য নিত্য নূতন নবীগণের আগমন ব্যবস্থাকে চিররুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। মুসলমান থাকিতে হইলে এই মতবাদে অতি অবশ্য ঈমান স্থাপন করিতে হইবেই। উম্মতে-মুসলিমার এই বিশ্ববিশ্রুত এবং সর্বজনবিদিত মতবাদের অকাট্য দলীল রূপে আমরা আল কুরআনুল-আযীমের সূরা আল আহযাবের সুপ্রসিদ্ধ আয়াত উধৃত করিয়াছিলাম, তার আভিধানিক ও তফসীরী আলোচনা এবং ভাষাবিদ ও ভাষ্যকারগণের অভিমত ও সাক্ষ্যাদির উল্লেখ এবং কুরআনের অন্যান্য আয়াত কর্তৃক খাতেমুন নবীঈনের বিশ্লেষণ এবং সর্বশেষে স্বয়ং রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র রসনা নিঃসৃত ব্যাখ্যার উধৃতি সমাপ্ত করিয়াছি।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের এই চিরঞ্জীবী বৈশিষ্ট এবং তদীয় উম্মতের যুগান্তকারী শ্রেষ্ঠত্ব যাহাদের সংকীর্ণ মনকে পরিতুষ্ট করিতে পারে নাই, তাহারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাধারণ শ্রেণীর নবী এবং তাঁহার উম্মতকে ইসরাঈলিয়দের ন্যায় একটি সাময়িক জাতিরূপ প্রমাণিত

---

* মুসলিমের হৃদয়ে মুস্তফার (সাঃ) একটি বিশিষ্ট আসন বিরাজিত আছে। মুস্তফার (সাঃ) নামেই আমাদের জাতির আব্রু কায়েম রহিয়াছে।
—ইকবাল

করার উদ্দেশ্যে নবীগণের নিত্য নূতন আগমনের পরিত্যক্ত ব্যবস্থাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। যে পূর্ণ ও পরিণত ইসলাম "দ্বীনে-মোহাম্মদী" রূপে প্রলয় উষার উদয়কাল পর্যন্ত বিশ্ব-মানবের একমাত্র অনুসরণীয় জীবন পদ্ধতিরূপে মনোনীত হইয়াছে, তাহাকে উহারা অন্যান্য সাময়িক, সীমাবদ্ধ ও প্রক্ষিপ্ত ধর্মের পর্যায়-ভুক্ত করার সাধনায় লিপ্ত হইয়াছে। বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় মেরুদণ্ড রূপী খতমে-নবুওতের আকীদাকে মিসমার করিয়া জাতির সংহতি ও একত্বকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাহারা দৃঢ় সংকল্প হইয়াছে। তাহারা অজ্ঞ ও নির্বোধদিগকে বুঝাইতে চাহিতেছে যে, সূরা : আল আহযাবের আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত 'খাতমুন-নবীঈনে'র তাৎপর্য নবী দলের সমাপ্তকারী বা শেষ নয়! তাহারা যে সকল উক্তিকে সম্বল করিয়া তাহাদের অভিসন্ধি চরিতার্থ এবং মূর্খদের মনে কুহেলিকা ও সন্দেহ জাল রচনা করিতে সমুৎসুক, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে মাকড়সার জাল অপেক্ষাও দুর্বল এবং অকিঞ্চিৎকর!

আমরা মূল বক্তব্য পথে অধিকতর অগ্রসর হইবার পূর্বেই তাহাদের প্রামাণিকতার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করিব, ইনশা আল্লাহ!

তাহাদের বক্তব্যের সারাংশ এই যে, 'খাতমুন নবীঈনে'র অর্থ চতুর্বিধঃ, প্রথম, নবীগণের সীল বা আংটি। আংটি উহার ধারকের পক্ষে সৌষ্ঠবের কারণ হইয়া থাকে এবং যেহেতু রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবী-গণের গৌরব ও সৌষ্ঠব, তজ্জন্য কুরআনে তাঁহাকে খাতমুন-নবীঈন বলা হইয়াছে। খাতমুন নবীঈনের দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে—শ্রেষ্ঠতম নবী। যদি সর্বশেষ নবীর তাৎপর্য সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে খাতমুন-নবীঈনের তৃতীয় অর্থ শেষ নবীও করা যাইতে পারে। অর্থাৎ সর্বশেষ বলিতে যা বুঝায় খাতমের অর্থ তা নয়, সর্ব শ্রেষ্ঠকেই রূপকভাবে সর্বশেষ বলা হইয়াছে। চতুর্থ, খাতমুন নবীঈনের অর্থ—শরীঅতবাহী (Lawgiver) নবীগণের শেষ।

আমরা বলিতে চাই যে, নবুওতের চরম বিকাশ হইতেছে উহার শেষ পরিণতি, সুতরাং নবুওতের চরমত্ব এবং পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে যাঁহার দ্বারা, তিনি তাঁহার এই বৈশিষ্ট দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের আসন অবশ্যই অধিকার করিয়াছেন, এই হিসাবে সৌষ্ঠব ও শ্রেষ্ঠত্বকে খাতমের আনুষংগিক অর্থ রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আফযলীয়ত বা শ্রেষ্ঠত্ব খতমীয়ত বা চরমত্বের অন্যতম নিদর্শন, কিন্তু সকল আফযলীয়ত কদাচ খতমীয়তের নিদর্শন নয়। কুরআনে কথিত হইয়াছে, আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔

রসূলগণের মধ্যে কতিপয়কে আমি অপরাপর রসূলগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি। (আল বাকারাঃ ২৫৩ আয়াত।)

আল্লাহ যে সকল রসূলকে আফযলীয়ত দিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে কোন দিন খতমীয়তের অধিকারী করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে শুধু একজনকেই খতমীয়ত দান করিয়াছেন, সুতরাং আরাবী সাহিত্য ও কুরআনের প্রকাশ ভঙ্গীর সাথে যাহাদের মোটামুটি পরিচয় আছে, তাহারা কখনও সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব, গৌরব বা শ্রেষ্ঠত্বকে খাতমের প্রকৃত ও মুখ্য অর্থরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। খ-ত-ম ধাতুর মধ্যে সকল সময়ে ও সর্ব অবস্থায় 'চরমত্ব' বা 'অবরুদ্ধতা' অর্থের ভাব বিদ্যমান থাকিবেই। 'খাতম'কে সীল বলার তাৎপর্য এই যে, পুস্তক বা পত্রের লেখা শেষ হইলে অথবা লেফাফা বন্ধ করার কাজ শেষ হইলে তবেই উহাতে সীল করা হইয়া থাকে। আংটির নক্শা বা লেখা দ্বারা সীলের ছাপ মারা হয় বলিয়াই খাতমের অন্যতম অর্থ হইল সীল বা আংটি। শাহ রফীউদ্দীন মুহাদ্দিস কদাচ খাতমুন-নবীঈনের অর্থ নবীগণের আংটি লেখেন নাই, ইহা

সর্বৈব মিথ্যা! তিনি উল্লিখিত খাতমুন নবীঈন শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,

اور ختم کرنے والا تمام نبیوں کا

'এবং সমাপ্তকারী সমুদয় নবীর। (১)

শাহ রফীউদ্দীনের পিতা শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস অবশ্য 'খাতমুন নবীঈনে'র অর্থ পয়গম্বরগণের সীল লিখিয়াছেন কিন্তু সংগে সংগে উহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে,

و مهر پیغمبران ست' بعداز وے هیچ پیغامبر نباشد۔

"তার পর আর কোনই পয়গম্বর হইবে না। (২)

আংটি সৌন্দর্যবর্ধক, উহা অলঙ্কার, স্বয়ং সৌন্দর্য নয়! অলংকার বা সৌন্দর্যবর্ধক 'খাতমে'র গৌণার্থ হইতে পারে কিন্তু উহা যেমন 'খাতমে'র মুখ্য অর্থ নয়, তেমনি অলঙ্কারকে খাতমের প্রত্যক্ষ ও মুখ্য অর্থ রূপে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি কখনও প্রয়োগ করিতে পারেন না। পুস্তকের মিথ্যা বরাত এবং সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অর্থকে গোপন করিয়া অভিসন্ধিমূলক গৌণ ও পরোক্ষ ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা চালাকির পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু কোন ক্রমেই সততার প্রমাণ নয়। আমরা লিসানুল আরব, যমখশরীর আসাস, সিহাহ, কামুস, মুনতহাল আরব, সুরাহ, মুনজিদ, মুফরদাতুল কুরআন, নযহাতুল কলুব এবং উইলিয়ম লেনের লেক্সিকন এই দশখানা প্রামাণ্য এবং জগত প্রসিদ্ধ অভিধানের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণিত করিয়াছি যে, 'খাতমুন নবীঈনে'র প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট অর্থ "সকল নবীর শেষ।" ইমাম রাগিব ইসফিসানী তঁাহার মুফরাদাতুল কুরআনে ক্রিয়া বিশেষ্যরূপে খাতমের' অর্থ করিয়াছেন:

১। ১২৮৪ হিজরীতে হাশিমী প্রেসে মুদ্রিত তর্জমার ৪০৯ পৃঃ ও তাজ কোম্পানীর মুদ্রিত তর্জমার ৭০০ পৃঃ।

২। ফৎহুর রহমান, ৫৩৯ পৃঃ (হাশিমী)।

الختم والطبع يقال على وجهين : مصدر ختمت وطبعت و هو تاثير
الشئ كنقش الخاتم والطابع - و الثانى : الأثر الحاصل عن النقش -
ويتجوز بذلك تارة فى الاستيثاق من الشئ والمنع منه' اعتبارا بما
يحصل من المنع بالختم على الكتب والابواب' نحو ختم الله على قلوبهم
وتارة فى تحصيل اثر عن شئ اعتبارا بالنقش الحاصل' وتارة يعتبر منه
بلوغ الآخر ومنه قيل ختمت القران اى انتهيت الى اخره' وقوله تعالى :
اليوم نختم على افواههم اى نمنعهم من الكلام - وخاتم النبيين لأنه
ختم النبوة اى تممها بمجيئه' وقوله عز و جل ختامه مسك انما معناه
منقطعة و خاتمة شربه -

সীলের নক্‌শা করা বা উহার লেখা প্রকট করা, দ্বিতীয় অর্থ করিয়াছেন সীলের ছাপ। তিনি বলিয়াছেন, উল্লিখিত অর্থ অনুসারে সরাসরি ভাবে খতম শব্দ কোন বস্তুর নিরোধ এবং উহার নিষিদ্ধতার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পত্রে বা দ্বারে সীল দিলে উহাদের উন্মোচন নিষিদ্ধ হইবার ভাবকে লক্ষ রাখিয়া খতমের এই অর্থ করা হইয়াছে। যেমন কুরআনে কথিত হইয়াছে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে সীল অঙ্কিত করিয়াছেন। কখনও বা সীল করার যে ফল বা পরিণতি অর্থাৎ নিরোধ ও চরমত্ব—খতমের জন্য সেই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কখন শেষ পর্যন্ত পৌঁছার অর্থে 'খতম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন বলা হয়, আমি কুরআন খতম করিয়াছি অর্থাৎ উহার শেষ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছি। আর আল্লাহর উক্তি 'আজ কিয়ামতের দিনে আমি উহাদের মুখে সীল লাগাইব,' মুখে সীল লাগাইবার অর্থ হইতেছে, আমরা উহাদিগকে বাকরুদ্ধ করিব, (মুখ বন্ধ হইলেই বাকরুদ্ধ হইতে হইবে)। আর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 'খাতমুন নবীঈন" বলার কারণ এই যে, তিনি নবুওতে সীল লাগাইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার আগমন দ্বারা নবুওতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। বেহেশতীদের পানীয় সম্বন্ধে আল্লাহর উক্তি "খিতামুহু মিসকুন" এর অর্থ পানীয়ের শেষ কস্তুরীযুক্ত হইবে। ১

১। মুফরদাতুল কুরআন, ১৪২ পৃঃ।

ইমাম রাগিব স্বয়ং "খাতমুন নবীঈনে"র প্রত্যক্ষ অর্থ করিয়াছেন, "নবুওতের পরিসমাপ্তিকারী, কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওতে সীল লাগাইয়াছেন।" যাহারা বলিয়া বেড়ায় যে, রাগিব খতমের প্রত্যক্ষ অর্থ "সর্ব শেষ" স্বীকার করেন নাই, তাহারা যে কিরূপ সত্যবাদী, তাহা তাঁহার সমুদয় কথা পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যাইতে পারে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সীল বলার যে ব্যাখ্যা রাগিব তাঁহার অভিধানে প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে আর একণে বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত করিলাম। উদ্ধৃত অংশ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, সীলের সাহায্যে পত্র বা গৃহদ্বারের উন্মোচন কার্য যেরূপ বন্ধ করা হয়, যেহেতু রসূলুল্লাহর (সাঃ) আগমন দ্বারাও সেইরূপ নবীগণের আগমন বন্ধ করা হইয়াছে, সুতরাং তিনি (সাঃ) নবীগণের সীল! রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে রূপক ভাবেই সীল বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে ইমাম রাগিব কোন স্থানে 'সর্ব শেষ নবী'র অর্থকে রূপক ও অপ্রত্যক্ষ স্বীকার করেন নাই, রূপক ভাবে তিনি 'গাফলত' (বিভ্রান্তি) 'আলকিন্ন' (পর্দা) ও 'কাসাওয়াত' (হৃদয়ের কঠোরতা)-কে খতমের অর্থ বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অভিধানের কুত্রাপি খাতমের অর্থ সৌন্দর্য বা অলংকার গৃহীত হয় নাই। রসূলুল্লাহর (সাঃ) ফয়েয এবং প্রেরণা তাঁহার উম্মতে প্রবর্তিত থাকাকে 'খাতমুন নবীঈনে'র প্রকৃত তাৎপর্য বলিয়া ইমাম রাগিব স্বীকার করিয়াছেন—এরূপ অলীক কথা যাহারা উচ্চারণ করে তাহাদের তুল্য মিথ্যুক ভূভারতের কোন স্থানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তিকে যাহারা উড়াইয়া দিতে চায়, তাহারা শাহ রফীউদ্দীন, শাহ ওলীউল্লাহ ও ইমাম রাগিবের ন্যায় আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁর নামেও অপবাদ রটনা করিতে ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা তাঁহার তফসীর 'ফতহুল বয়ানের' একটি উক্তির মস্তক ও নাসিকা ছেদন করিয়া উহাকে নিজেদের মনোমত আকারে গড়িবার প্রয়াস পাইয়াছে, অথচ সেই

মনগড়া উক্তিটুকুরও সঠিক এবং পূর্ণ অনুবাদ প্রদান করিতে সাহসী হয় নাই। আমরা প্রথমে নওয়াব মরহুমের উক্তি আগাগোড়া পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি। আলোচ্য আয়াত প্রসংগে নওয়াব সাহেব তাঁর আরাবী তফসীর 'ফতহুল বয়ানে' লিখিয়াছেন :

وقرء الجمهور و خاتم بكسر التاء وقرئى بفتحها' و معنى الاولى انه ختمهم اى جاء اخرهم' و معنى الثانية انه صار كالخاتم لهم الذى يختمون به ويتزينون بكونه منهم - قال ابو عبيده : الوجه الكسر لان التاويل انه ختمهم فهو خاتمهم' قال : انا خاتم النبيين و خاتم الشئى اخره - و قال الحسن : الخاتم هو الذى ختم به والمعنى ختم الله به النبوة' فلا نبوة بعده ولا معه -

কুরআনের বেশীর ভাগ পাঠক আয়াতের অন্তর্ভুক্ত খাতেমকে তা অক্ষরের কসরা সহকারে পাঠ করিয়াছেন এবং উহা ফতহাযুক্ত তা এর উচ্চারণেও পঠিত হইয়াছে। প্রথম প্রকার পাঠের অর্থাৎ খাতেমুন-নবীঈনের অর্থ হইল,—তিনি নবীগণকে সমাপ্ত করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি সর্বশেষে আসিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রকার পাঠের অর্থ হইল তিনি নবীগণের জন্য সীলরূপী, যাঁহাদ্বারা তাঁহারা সমাপ্ত হইয়াছেন এবং তিনি (সাঃ) নবীগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের সৌষ্ঠবের কারণও হইয়াছেন। আবু উবায়দা বলেন, যেহেতু রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবীদিগকে সমাপ্ত করিয়াছেন, সুতরাং তিনি তাঁহাদের খাতিম হইলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি খাতেমুন্ নবীঈন। কোন বস্তুর খাতেম তাহার শেষকে বলা হইয়া থাকে। হাসান বসরী বলিয়াছেন, যাঁহাদ্বারা শেষ করা হয় তিনি খাতেম। আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে যে, আল্লাহ তাঁহাদ্বারা নবুওত শেষ করিয়াছেন, সুতরাং রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর অথবা তাঁহার সংগে আর নবুওত নাই। ১

২। ফতহুল বয়ান (৭) ২৮৬ পৃঃ।

'খত্‌মে-নবুওতে'র শত্রুরা নওয়াব মরহুমের এই সুদীর্ঘ উক্তির সমস্তটাই হযম করিয়াছে এবং শুধু—

صار كالخاتم لهم الذى يختمون به ويتزينون بكونه منهم -

"রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবীগণের জন্য সীলরূপী হইলেন" এবং মধ্যবর্তী (الذى يختمون به) বাক্যের তরজমাকে গিলিয়া খাইয়া পরবর্তী বাক্যের "এবং তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নবীগণের সৌষ্ঠবের কারণ হইলেন" অনুবাদ করিয়াই নিজেদের মতলব সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছে। ইহাই হইতেছে এই দলের সততার নমুনা এবং প্রমাণ প্রয়োগের ভঙ্গীমা! ইহারা এই উপায়ে সাব্যস্ত করিতে চায় যে, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও খাতিমুন নবীঈনের প্রকৃত অর্থ নবীগণের সৌষ্ঠব স্বীকার করিয়াছেন, সর্বশেষ নবীর অর্থ গ্রহণ করেন নাই!

খাতেমুন নবীঈনের সঠিক অর্থ "নবীগণের সৌষ্ঠব" সাব্যস্ত করার মতলবে পয়গম্বরীর দাবীদাররা একটি আরাবী কবিতাও উধৃত করিয়া থাকে, যথা—

طوق الرسالة تاج الرسل خاتمهم
بل زينة لعباد الله كلهم !

অর্থাৎ—রিসালতের মাল্য তিনি, রসূলগণের মুকুট, তাঁহাদের সকলের খাতিম। বরং সমগ্র মানবজাতিরই তিনি সৌষ্ঠব!

এই কবিতার সাহায্যে খাতিমের অর্থ যে কেমন করিয়া সৌষ্ঠব বা সৌন্দর্য প্রমাণিত হইল, তাহা 'খতমে নবুওতে'র শত্রুরাই বলিতে পারে। আমাদের বিবেচনায় উল্লিখিত কবিতায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে "যীনতুন লিইবাদ" বা মানব জাতির সৌষ্ঠব বলায় খাতিম এর অর্থ "সৌষ্ঠব" হওয়া বাতিল হইয়া যাইতেছে, কারণ কবি যাঁহাকে "যীনতুন লিইবাদ" বলিয়াছেন তিনি "খাতিমুল ইবাদ" নন। পৃথিবীর কোন মানুষই রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে মানব জাতির খাতিম বলেন নাই। অতএব খতমীয়ত ও যীনতের বৈষম্য লক্ষ্য রাখিয়া কথা বলা উচিত।

ইমাম ফখ্রুদ্দীন রাযী তাঁহার তফসীরে লিখিয়াছেন যে,

والخاتم يجب ان يكون افضل الا ترى ان رسولنا صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم النبيين كان افضل الانبياء والانسان، لما كان خاتم المخلوقات الجسمانية كان افضلها، فكذلك العقل لما كان خاتم الخلع الفائضة من حضرة ذى الجلال كان افضل الخلع واكملها -

খাতিমের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক, তোমরা দেখিতেছ যে, আমাদের রসূল (সাঃ) যেহেতু সকল নবীর খাতিম, সুতরাং তিনি সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও বটেন এবং মানুষ সকল দেহধারী জীবের খাতিম হওয়ার ফলে সকল দেহধারী জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইরূপ জ্ঞান আল্লাহর প্রদত্ত খিলআত্—ভূষণ সমূহের খাতিম হওয়ার দরুণ অপরাপর সমস্ত খিলআত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম। ১

যাহার সামান্য মাত্রও স্বাভাবিক ও অবিকৃত জ্ঞান আছে, সে ইহা বুঝিতে অক্ষম হইবেনা যে, ইমাম রাযী তাঁহার উপরিউক্ত বাক্যে খাতমের অর্থ কিছুতেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলেন নাই। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে, যে ব্যক্তি বা বস্তু যাহাদের খাতম হইবে, সেই ব্যক্তি বা সেই বস্তুর পক্ষে তদীয় আনুষংগিক ব্যক্তি বা বস্তুসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, বিত্তা শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইলেও যেমন বিত্তার অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব নয়, তেমনি খতমীয়তকে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ স্বীকার করিলেও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি খতময়ীতের অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব মান্য করিবে না। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সাঃ) সর্বশেষ নবী হওয়া যাহারা সহ্য করিতে পারেনা তাহাদের কথা স্বতন্ত্র! তাহারা ইমাম রাযীর কথিত উক্তিকে উদ্ধৃত করিয়া মূর্খ দিগকে ভুল বুঝাইতে চায় যে, দেখ—ইমাম রাযীও 'খাতেমুন নবীঈনে'র অর্থ

১। কবীর (৬) ৩১ পৃঃ।

'সর্বশেষ নবী' বলেন নাই, তিনি উহার অর্থ করিয়াছেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ নবী'! অথচ এই ইমাম রাযী স্বয়ং আলোচ্য আয়তের ব্যাখ্যায় 'খাতমুন নবীঈনে'র অর্থ স্পষ্টভাবে করিয়াছেন—যাঁহার পর আর কোন নবী নাই! তাঁহার পর অন্য নবী না হওয়াকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) তদীয় উম্মতের প্রতি সর্বাধিক স্নেহশীলতা ও মমত্বের কারণ বলিয়া তিনি নির্দেশিত করিয়াছেন। (১)

"খাতেমুন্ নবীঈনের" অর্থ 'সর্বশেষ নবী' না হওয়ার আর একটি অকাট্য (!) দলীল 'খতমে-নবুওতের শত্রুরা' আবিষ্কার করিয়াছে, তাহারা বলিতে চায় যে, খাতেমুল আওলীয়া, খাতেমুল মুফাসসিরীন ও খাতেমুল মুজ্তাহিদীন ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা যেমন কোন ব্যক্তির সর্বশেষ ওলী, সর্বশেষ ভাষ্যকার বা সর্বশেষ মুজ্তাহিদ হওয়া সাব্যস্ত হয় না, তেমনি 'খাতেমুন্নবীঈন' শব্দদ্বারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সর্বশেষ নবী হওয়া প্রমাণিত হয় না। খাতেমুল আওলিয়ার অর্থ মোটামুটি ভাবে যেরূপ শ্রেষ্ঠ ওলী গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তেমনি 'খাতেমুন-নবীঈনে'র অর্থও শ্রেষ্ঠ নবী (সর্বশ্রেষ্ঠ নয় কিন্তু!) স্বীকার করা হইবে মাত্র! 'খতমে নবুওতের শত্রুরা' তাহাদের এই হাস্যকর দলীলের প্রামাণিকতায় বড়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে, তাহারা একথাও বলিয়া বেড়ায় যে, এই অবিসম্বাদিত (!) প্রমাণ লইয়া তাহারা মুসলিম জগতকে নাকি চ্যালেঞ্জ করিয়াছে!

پری نهفته رخ و دیو در کرشمه وناز !

بسوخت عقل زحیرت که این چه بوالعجبی است ؟

এই সকল ধুরন্ধরকে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে কি যে, তাহারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে (ম'আযাল্লাহ)। টানিয়া হেঁচ্ড়াইয়া যেমন সাধারণ নবীর শ্রেণীতে দাঁড় করাইয়া দিতে চায়, তেমনি আল্লাহর নির্দেশকেও কি তাহারা সাধারণ মানুষের উক্তির পর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকে? মানুষেরা যাহাকে খাতিমুল আওলিয়া বা খাতিমুল মুহাদ্-

১। তর্জমানুল হাদীস (১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ৪৯৪ পৃঃ।

দিসীন উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিয়াছে, তাহাকে শুধু শ্রেষ্ঠ ওলী বা শ্রেষ্ঠ হাদীসশাস্ত্র-বিশারদ মনে করিয়াই কি 'খাতিম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আফ্ যলের পরিবর্তে তাহাকে খাতিম বলার হেতুবাদ কি? প্রকৃতপক্ষে যেসকল বিদ্বান বা সাধু পুরুষদের সম্বন্ধে জনসাধারণ এই ধারণা পোষণ করে যে, তাঁহাদের তুল্য বিদ্বান, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, ওলী বা দরবেশের ভবিষ্যতে জন্ম-লাভ করা সুদূরপরাহত, তাঁহাদিগকেই তাহারা খাতিমুল উলামা, খাতিমুল মুজতাহিদীন, খাতিমুল মুহাদ্দিসীন, খাতিমুল মুফাস্‌সিরীন, খাতিমুল আওলীয়া ইত্যাদি বলিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা যেমন অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ, তেমনি সে ভবিষ্যদ্বক্তা আলিমুল গায়েবও নয়, অধিকন্তু তাহাদের কথিত খাতিমুল মুজতাহিদীন বা খাতিমুল আওলীয়াদের খতমীয়তের ভিত্তি ভক্তি ও খুশ খিয়াল ছাড়া ওয়াহী অর্থাৎ নস্‌সে-শরঈয়ার উপর স্থাপিত নয়, ফলে কাল যাহাকে সর্বশেষ আলিম বা ওলী ধারণা করা হইয়াছিল, আজ তাহার তুল্য অথবা তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর আলিম বা ওলীর আবির্ভাব ঘটিয়া গেল! এতদব্যতীত বিদ্যা, ইজতিহাদ, বিলায়ৎ সমস্তই সাধনা সাপেক্ষ বস্তু, চেষ্টা দ্বারা কাহারো পক্ষে ওগুলি অর্জন করা অসম্ভব নয়, সুতরাং পরবর্তী কোন বিদ্বান বা ওলীর সাধনা যদি সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে পূর্ববর্তী খাতিমুল মুজতাহিদীন বা খাতিমুল আওলীয়ার পক্ষে শুধু শ্রেষ্ঠত্বের আসনে পরিতুষ্ট থাকা ছাড়া গত্যন্তর কি?

কিন্তু নবুওত মুখতারী পরীক্ষায় ফেইল করার নাম নয়। উহা আদালতের কেরানীগিরিও নয়! সাধনা ও অধ্যবসায় দ্বারা উক্ত পদ লাভ করার উপায় নাই! যে রসূল ও যে নবীকে আল্লাহ যেরূপ পদমর্যাদা দান করিয়াছেন, বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র দ্বারাও তাহা লাঘব করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই! শুধু শুধু গলাবাযী করিয়া নবুওতের রুদ্ধ কপাট ভাঙ্গিবার দুরাশা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশার চাইতেও হাস্যকর।

نہ ہم سمجھے، نہ تم آئے کہیں سے !

پسینہ پونچھئے اپنی جبیں سے !

আল্লাহ মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে কুরআনে আযীমে খাতমুন নবীঈন' ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাঁহার খতমীয়তের সনদ অকাট্য, অবিসম্বাদিত ও নির্ঘাত 'নস্‌সে কত্‌ঈয়ার' উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কোন আলিম, পীর, ওলীর খতমীয়তও কি ঐরূপ অকাট্য ভাবে এবং সন্দেহাতীত প্রণালীতে প্রমাণিত আছে? فاین هذا من ذالك কাহারো নাম 'আসাদ' শুনিয়া যদি কেহ তাহার দেহে বাঘের লেজ এবং দাঁত ও নখ অনুসন্ধান করে, তবে হইলে তাহাকে 'খাতিমুল আওলীয়া' ও 'খাতিমুল আম্বিয়ার' সম শ্রেণীভুক্তকারীদের চাইতে নির্বোধ বলা চলিবে কি?

فاین الثریا و این الثری ؟

و این معاویة من علی ؟

মোটকথা, আল্লাহ কোন নবীকে স্বীয় খিল্লৎ, কাহাকেও কালাম এবং কাহাকেও রূহের সাহায্যে গৌরবান্বিত এবং নবুওতের সমুদয় গৌরবকে 'খাতমুন-নবীঈন' মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) জন্য নিঃশেষিত করিয়াছেন, ইহাতে যদি কাহারো অন্তর শতধা বিদীর্ণ হয়, তাহা হইলে সে স্বচ্ছন্দে সেই একদেশদর্শী (!) আল্লাহর সঙ্গে সমুদয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, কিন্তু মানুষের অসম্পূর্ণ ও অলীক ধারণার সহিত আল্লাহর উক্তি ও প্রতিশ্রুতিকে সমপর্যাভুক্ত করিয়া তাহা অলীক ও অসত্য প্রতিপন্ন করা ও আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত 'খাতিম'কে মানুষের কল্পিত খাতিমগণের শ্রেণীভুক্ত করার হীন ষড়যন্ত্র মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) সর্বাপেক্ষা অধম ও পাপিষ্ঠ উম্মতীও কদাচ বরদাশ্‌ত করিবে না।

محمد عربی کابروئے ہر دو سراست[1]

کسیکہ خاک درش نیست خاک برسر او !

১। আরাবী মোহাম্মদ (সাঃ) আমাদের ইহলোকের আবরু! তাঁহার দ্বারে যে মাটি হয় নাই, তাহার মুখে ছাই!

'খাতমুন নবীঈনের' প্রকৃত ও মুখ্য অর্থ "সর্বশেষ নবী বা নবীগণের সমাপ্তকারী"কে উড়াইয়া বা ধামাচাপা দিয়া যাহারা "নবীগণের শ্রেষ্ঠ, নবীগণের সৌষ্ঠব বা তাঁহাদের সীল" ইত্যাদি খতমীয়তের আনুষাংগিক অর্থের অবতারণা করিয়া অজ্ঞদিগকে বিভ্রান্ত করিতে চায়, তাহাদের বিদ্যাবত্তা, সততা ও ঈমানদারীর পরিচয় পাঠক পাঠিকাগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে খাতমুন নবীঈন সম্বন্ধে তাহাদের চতুর্থ গবেষণার স্বরূপও অবগত হউন।

এক চমৎকার ব্যাপার এই যে, এতক্ষণ পর্যন্ত 'খতমে নবুওতে'র শত্রুরা ঢোল পিটিতে ছিল যে, 'খাতিমে'র অর্থ কোনক্রমেই সর্বশেষ হইতে পারে না, আর এই অর্থের প্রামানিকতাকে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করার জন্ম তাহারা নানরূপী আনুষংগিক ও অপ্রত্যক্ষ ব্যাখ্যার অবতারণায় ব্যতিব্যস্ত কিন্তু চতুর্থ ব্যাখ্যার বেলায় হঠাৎ তাহারা স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে যে, 'খাতিমে'র অর্থ বাস্তবিক সর্বশেষ ছাড়া অন্য কিছুই নয়! পক্ষান্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর এক নূতন অভিযোগ তাহারা এই মর্মে গঠন করিয়াছে যে, এই হতভাগ্যদের কেহই বিগত দেড় হাজার বৎসরের ভিতর কুরআনের আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত 'নবীঈনে'র তাৎপর্য বুঝিতে পারে নাই, কারণ নবীগণ বলিতে এই আয়াতে সমুদয় নবী বুঝাইবে না, কেবল শরীঅতবাহী নবীর দলকে বুঝাইবে।

عمرت دراز بادا که این هم غنیمت است !

তাহাদের কল্পিত এই অপরূপ ব্যাখ্যা সূত্রে 'খাতমুন নবীঈনে'র অর্থ দাঁড়াইল শরীঅতবাহী নবীগণের সমাপ্তকারী বা শেষ! আমরা বলিতে চাই যে, এই ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা মানিয়া লওয়ার পর, "খাতিম" শব্দের সৌষ্ঠম সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি ব্যাখ্যার অসত্যতা প্রমাণিত হইল কি না? যদি প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'নবীঈন' শব্দের যে কাল্পনিক অর্থ তাহারা এক্ষণে আবিষ্কার করিয়াছে তাহাই বা কেমন করিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে?

প্রকাশ থাকে যে, সমুদয় রসূল নবীও ছিলেন, কিন্তু সমস্ত নবী রসূল ছিলেন না। আল্লাহ যদি মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে খাতিমুল মুরসালীন বলিয়া অভিহিত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার খাতমীয়তকে কেবল রসুলগণেরই জন্য সীমাবদ্ধ করা চলিত এবং নবীগণের আবির্ভাবকে অবারিত রাখা সম্ভবপর হইত, কিন্তু আল্লাহ মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে রসূল ঘোষণা করা সত্বেও তাঁর খতমীয়তকে শুধু রসূলদের জন্য সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সমুদয় নবীর জন্য ব্যাপক করিয়াছেন। ইহার ফলে রসূলুল্লাহর (সাঃ) খতমীয়ত রসূল ও নবী সকলের জন্যই প্রযোজ্য হইয়াছে। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক রসূল নবীও ছিলেন। এক্ষণে নবী শব্দের ব্যাপকতাকে খর্ব করিয়া উহার অর্থকে শরীঅতবাহী রসূলে সীমাবদ্ধ করার হেতুবাদ কি? নবীর এরূপ সংকুচিত অর্থ আবিষ্কার করার কোন সাহিত্যিক বা শরয়ী প্রমাণ 'খত্‌মে নবুওতে'র শত্রুদের কাছে আছে কি? আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, সূরত আল-আহ্‌যাবের আলোচ্য আয়তের অন্তরগত ব্যাপক 'নবীঈন' শব্দকে সংকুচিত করার পোষকতায় আল্লাহর গ্রন্থ, নবীর (সাঃ) সুন্নত আসারে সাহাবা এবং বিশ্বস্ত আরাবী সাহিত্য হইতে প্রলয়কাল পর্যন্ত কেহ কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিবেনা খত্‌মে নবুওতে'র শত্রুতা রসূলুল্লাহর (সাঃ) পরও নবীদের আমদানী চালু রাখার মতলবেই কেবল 'নবীঈনে'র এই অপরূপ ব্যাখ্যা আমাদিগকে শুনাইতে চাহিয়াছে।

'নবীঈনে'র সীমাবদ্ধ অর্থের জন্য যে দুই একটি উক্তির সাহায্যে তাহারা শূন্যে দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে, আমরা প্রথমতঃ তাহার দৃঢ়তা পরীক্ষা করিব।

এই প্রসংগে হযরত আলী মুর্তযার একটি উক্তি আওড়ান হইয়া থাকে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

الخاتم لما سبق والفاتح لما اغلق -

পূর্বে যাহা বিদ্যমান ছিল তিনি তাহার খাতিম—সমাপ্তকারী এবং অবরুদ্ধ দ্বারের উন্মোচনকারী। অর্থাৎ হযরত আলী বলিয়াছেন যে, যাহা অবরুদ্ধ ছিল তাহা রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুক্ত করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং নবী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে নবুওতের দ্বার মুক্তই ছিল এবং তিনি উহা অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই খাতিম হইয়াছেন, তিনি (সাঃ) নবুওতের দ্বার মুক্ত করেন নাই। হযরত আলীর এই উক্তির সাহায্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নবুওতকে অবারিত করা যে কোন ক্রমেই সাব্যস্ত হয় না, তাহা সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু 'খাতমে নবুওতে'র শত্রুদের জ্ঞান উপভোগ্য যে, তাহারা এই উক্তির সাহায্যে অভিনব নবুওতকে বাজারে চালু রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। অথচ এই হযরত আলীই রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র জানাযাকে গোছল দিবার সময়ে বলিয়া যাইতেছিলেন,

بابي انت وامي لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك :
من النبوة والانباء واخبار السماء -

আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হউন! কাহারো মরণে যে সকল বিষয় ছিন্ন হয় নাই, আপনার মৃত্যু দ্বারা সেগুলি ছিন্ন হইয়া গেল : নবুওত, অভিজ্ঞান এবং আকাশের সংবাদ! ১

পাঠক, পাঠিকা, আপনারা দেখিতেছেন যে, নূতন নবুওতের দালালরা কিরূপ সত্যবাদী এবং অপবাদ রচনা করিতে তাহারা কতদূর সিদ্ধহস্ত!

এই সকল ধনুর্ধররা একাদশ শতকের হানাফী ফকীহ মুল্লা আলী কারীর নামেও এক অদ্ভুত অপবাদ রটনা করিয়াছে। হযরত ঈসা, খিযর ও ইলয়াছ আলাইহিমুস সালামের আলোচনা প্রসংগে মুল্লা সাহেব লিখিয়াছেন,

১। নাহ্জুল বলাগত (১) ৪৯১ পৃঃ।

فلا يناقض قوله تعالى خاتم النبيين اذ المعنى انه لا ياتي نبي
بعده ينسخ ملته ولم يكن من امته -

তাঁহাদের পুনরাগমন কার্যকরী হইলেও উহা দ্বারা আল্লাহর উক্তি খাতমুন নবীঈন খণ্ডন হয় না, কারণ খাতমুন নবীঈনের অর্থ হইতেছে **রসূলুল্লাহর পর** কোন নবীর আগমন ঘটিবে না অর্থাৎ তাঁহার তরীকাকে মনসুখ করিবে এবং তাঁহার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হইবে না এরূপ কোন নবীর আগমন সম্ভাবনীয় নয়। ১

মুল্লা সাহেব বলিতে চাহিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর কোন নবীই আসিবেন না। ঈসা, খিযর ও ইলয়াস আলাইহিমুস সালাম ইঁহাদের কেহই রসূলুল্লাহর (সাঃ) পরবর্তী নবী নহেন, ইঁহারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর পুনরায় আগমন করিলেও তাঁহার শরীঅতকে মনসুখ করিতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিশিষ্ট উম্মতী রূপেই দ্বীনে-মোহাম্মদীর অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। এখন 'খতমে নবুওতের' শত্রুরা চালাকী করিয়া মুল্লা সাহেবের উক্তি হইতে بعده অর্থাৎ **রসূলুল্লাহ (সাঃ) পর** কথাটি বেমালুম হযম করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে যে, "মুল্লা আলী কারী বলিয়াছেন, খাতেমুন নবীঈনের তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে, "রসূলুল্লাহ (সাঃ) শরীঅতের মনসুখকারী এবং তাঁহার উম্মতের বহির্ভূত কোন নবীর আগমন ঘটিবে না।" অর্থাৎ তাঁহার শরীঅত মান্যকারী নূতন নূতন নবীদের অভ্যুদয় রসূলুল্লাহর (সাঃ) পরও ঘটিতে থাকিবে। কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিতরেও মিথ্যা-চার ও প্রক্ষেপ শিক্ষিত ব্যক্তিরা সহ্য করিতে পারেন না, কিন্তু 'খতমে নবুওতে'র শত্রু দলের ইহাই হইতেছে বিশিষ্ট রীতি, ইহারা শাস্ত্রীয় আলোচনার ভিতর তহ্রীফের বিদ্যায় ইয়াহুদদিগকেও মাৎ করিয়াছে। মিথ্যার এই বেসাতী লইয়াই তাহারা ইসলাম জগতকে চ্যালেঞ্জ করিয়া থাকে

১। মওযূআ:তে কবীর, মোহাম্মদী, লাহোর ৬৯ পৃঃ ও সিদ্দীকি লাহোর, (১৩০৪ হিঃ) ১১০ পৃঃ।

আর মুসলমানদিগকে তাহাদের নূতন নবীর কলেমা পড়াইবার দুরাশা পোষণ করে। যে মুল্লা আলী কারীকে 'খতমে নবুওতের' শত্রুরা তাহাদের কাল্পনিক মতবাদের সমর্থকরূপে দাঁড় করাইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তিনি স্বয়ং তাঁহার "শরহে ফিকূহে আকবর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,

ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالاجماع •

আমাদের নবীর (সাঃ) পর অন্য কাহারো নবুওতের দাবী বিদ্বানগণের সর্বসম্মতিক্রমে কুফর! মুল্লা আলী কারীর সাক্ষ্যকে নূতন নবুওতের দাবীদাররা যখন প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তখন তাঁহার উল্লিখিত সাক্ষ্যও তাহাদের মানিয়া লওয়া উচিত। ১

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں
لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا!

১। শরহে ফিকহে আকবর, ২০২ পৃঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

হাদীসী প্রমাণ

প্রামাণিকতার দিক দিয়া কুরআনের পর উহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রূপী হাদীসের স্থান, সুতরাং কুরআনী দলীল এবং তৎসম্পর্কীয় বিতর্ক ও বিচার শেষ করার পর আল্লাহর রসুল মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) পবিত্র উক্তির সাহায্যে নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ অতঃপর মুসনদের নিয়মে আমরা একশতটি হাদীস উপস্থাপিত করিব।

و الله يقول الحق وهو يهدى السبيل -

প্রথম প্রকরণ

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র নামাবলী।

(ক) জুবায়র বিনে মুতইমের হাদীস সমূহ :

১। ইমাম মালিক, বুখারী, ইবনে সা'দ, ইবনে আসাকির ও বাগাভী প্রভৃতি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

لى خمسة اسماء (وعند ابن عساكر : اسماء وعند البغوى : ان لى اسماء) انا محمد و (زاد مالك : انا احمد و انا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر و انا الحاشر الذى يحشر (زاد مالك و ابن سعد : الناس على قدمى) و انا العاقب -

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার পাঁচটি নাম : আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি নিশ্চিহ্নকারী, আমার দ্বারাই আল্লাহ কুফরকে নিশ্চিহ্ন করিবেন এবং আমি হাশির (সমবেতকারী), আমারই পদচিহ্ন সমগ্র মানবকে (পুনরুত্থান দিবসে) সমবেত করা হইবে এবং আমি সর্বশেষ। ১

১। মুওয়াত্তা মালিক (২) ২৫৭ পৃ; বুখারী (৬) ৪০৬ পৃঃ; তাবাকাতে ইবনে সা'দ (১) প্রথম প্রকরণ ৬৫ পৃঃ; তারীখে ইবনে আসাকির (১) ২৭৩ পৃঃ; শরহুস সুন্নাহ (MSS.) ১৯৮ পৃঃ।

২। মুসলিম ও ইবনে সা'দ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

انا محمد و انا احمد و انا الماحى الذى يمحى بى الكفر' و انا العاشر الذى يحشر الناس على عقبى' و انا العاقب الذى ليس بعده نبى -

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন আমি মোহাম্মদ এবং আমি আহমদ এবং আমি নিশ্চিহ্নকারী, আমার দ্বারাই কুফর নিশ্চিহ্নিত করা হইবে এবং আমি হাশির, আমার পিছনেই মানুষদিগকে সমবেত করা হইবে এবং আমি আকিব, যাহার পর কোন নবী নাই। ১

৩। মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

ان لى اسماء : انا محمد و انا احمد و انا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر و انا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى' وانا العاقب الذى ليس بعده احد - وقد سماه الله رؤفا رحيما -

আমার কতকগুলি নাম আছে : আমি মোহাম্মদ এবং আহমদ। আমি নিশ্চিহ্নকারী, আমার দ্বারা আল্লাহ কুফরকে নিশ্চিহ্নিত করিবেন এবং আমি হাশির, আমার অব্যবহিত পরেই মানুষদের হশর হইবে এবং আমি আকিব, যাহার পর (নবীরূপে) কেহই নাই এবং আল্লাহ তাঁহাকে রউফ ও রহীম নামে অভিহিত করিয়াছেন। ২

৪। উপরিউক্ত হাদীসটি সামান্য পরিবর্তন সহকারে ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামেআয়, বাগাভী শরহুস সুন্নাতে ও মআলিমুত-তনযীলে এবং ইবনে হজর ফতহুল বারীতে উধৃত করিয়াছেন। মুসলিমের রেওয়ায়ত "এবং আমি আকিব, যাহার পর আর কেহই নাই" বাক্যের পরিবর্তে তাঁহারা রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

وانا العاقب الذى ليس بعده نبى -

১। মুসলিম (২) ২৬১ পৃঃ; তাবাকাত (১) প্রথম প্রকরণ, ৬৫ পৃঃ।
২। মুসলিম, ঐ ঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, এবং আমি আকিব, যাহার পর আর কোন নবী নাই।"

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান সহীহ ও ইমাম বাগাভী সর্বসম্মত সহীহ বলিয়াছেন। ১

৫। ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

انا محمد و احمد والحاشر والماحى والخاتم والعاقب -

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি মোহাম্মদ ও আহমদ ও হাশির ও খাতিম ও আকিব।

ইবনে আসাকির বলেন, এই হাদীসটি দারমী, ইবনে মর্দওয়ে, ইবনে লা'ল, ইবনে মনদহ ও হাকিমও রেওয়ায়ত করিয়াছেন। মুসলিম আপন সহীহে, তিরমিযী জামেআতে এবং বুখারীও ইহা উধৃত করিয়াছেন আর বুখারী তাঁহার রেওয়ায়তে এই বাক্য বর্ধিত করিয়াছেন যে,

وانا الحاشر بعثت مع الساعة بين يدى عذاب شديد -

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, এবং আমি হাশির, প্রলয়ের সংগে আমার আবির্ভাব হইয়াছে, আমার অব্যবহিত পর কঠিন শাস্তি রহিয়াছে। ২

৬। হাকিম ও ইবনে সা'দ সনদ সহকারে বলিয়াছেন যে, জুবায়র বিনে মুতইমের পুত্র নাফে'অ খলীফা আবদুল মালিক বিনে মরওয়ানের নিকট উপস্থিত হইলে খলীফা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার পিতা রসূলুল্লাহর (সাঃ) যে নামগুলি বর্ণনা করিতেন, সেগুলি কি আপনার স্মরণ আছে? নাফে'অ বলিলেন,

১। তিরমিযী (৪) ৩০ পৃঃ, শরহুস সুন্নাহ, ১৯৭ পৃ', ম'আলিম; (৬) ৫৬৭ পৃঃ; ফতহুল বারী (১৪) ৩১৩ আনসারী।
২। ইবনে সাদ, তাবাকাত (১) ১ম প্রঃ, ৬৫ পৃঃ; ইবনে আসাকির ঃ তারীখ (১) ২৭৪ পৃঃ।

قال نعم' هن ست : محمد و احمد و خاتم و حاشر وعاقب وماح -

হাঁ! ছয়টি নাম : মোহাম্মদ, আহমদ, খাতিম, হাশির আকিব ও মাহ্। অতঃপর নাফে'অ বলিলেন,

واما العاقب' فانه عقب الانبياء-

হাশিরের তাৎপর্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রলয়ের প্রাক্কালে তোমাদের সম্মুখবর্তী কঠোর শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে আগমন করিয়াছেন এবং আকিবের তাৎপর্য তিনি সমস্ত নবীগণের পশ্চাতে আসিয়াছেন আর মাহীর অর্থ হইতেছে যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিবে, আল্লাহ তাদের অপরাধ তাঁহার দ্বারা মুছাইয়া দিবেন।

হাকিম বলেন, এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুসারে বিশুদ্ধ. যাহাবী তাঁহার এই সাক্ষ্য সমর্থন করিয়াছেন। ১

(খ) আবু মুসা আশআরীর হাদীস

৭। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন :

انا محمد و احمد والمقفى والحاشر ونبى التوبة و نبى الرحمة -

আমি মোহাম্মদ ও আহমদ ও মুকাফফী (পশ্চাদবর্তী) ও হাশির (সমবেতকারী) ও তওবার নবী এবং রহমতের নবী। ২

৮। মুসলিমের রেওয়ায়ত সূত্রে আবু মুসা আশআরী বলেন যে,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى لنا نفسه اسماء' فقال الحديث :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং নিজেকে কতকগুলি নামে আমাদের সম্মুখে অভিহিত করিলেন এবং বলিলেন, আমি মোহাম্মদ ও আহমদ ও মুকাফফী ও হাশির ও তওবার নবী এবং রহমতের নবী—মুসলিম। ৩

১। মুসতদরক ও তলখীস (৪) ২৪৭ পৃঃ; ইবনে সা'দ (১) ১ম প্রঃ, ৬৫ পৃঃ।
২। আহমদ
৩। সহীহ মুসলিম (২), ২৬১; কনযুল উম্মাল (৬), ১১৫ পৃঃ।

৯। আবু মুসা আশআরী বলেন,

سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه اسماء فمنها ما حفظناه و منها مانسيناه' فقال : انا محمد و انا احمد والمقفى والحاشر ونبى الرحمة والتوبة والملحمة -

রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং নিজেকে কতিপয় নামে আমাদের নিকট অভিহিত করিলেন, তন্মধ্যে কতক আমরা স্মরণ রাখিয়াছি আর কতক বিস্মৃত হইয়াছি, তিনি বলিলেন, আমি মোহাম্মদ এবং আমি আহমদ এবং মুকাফফী এবং হাশির এবং রহমত, তওবা ও সংগ্রামের নবী। ১

(গ) আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের হাদীস,

১০। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

انا احمد و محمد والحاشر والمقفى والخاتم -

আমি আহমদ ও মোহাম্মদ ও হাশির ও মুকাফফী এবং খাতিম। ২

১১। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

ان السيد بنى دارا واتخذ مادبة و داعيا' فالسيد الله' والمادبة القران والدار الجنة والداعى انا وانا اسمى فى القران محمد وفى الانجيل احمد وفى التوراة احيد' وانما سميت احيدا لانى احيد عن امتى نار جهنم !

প্রভু একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন এবং অতিথির জন্য ভোজ (প্রস্তুত) ও আহ্বানকারী (নিযুক্ত) করিলেন। প্রভু হইতেছেন আল্লাহ আর

১। মুসতদরক (২) ৬০৪; তাবাকাত ইবনে সা'দ, ইবনে আসাকীর (১) প্রথম প্রকরণ, ৬৫; তারীখ, (১) ২৭৪ পৃঃ।
২। তাবারানী, মুজমে সগীর ও আওসত [মজমউয যওয়ায়েদ (৮) ২৮৪ পৃঃ]; তারীখ ইবনে আসাকীর (১) ২৮৪ পৃঃ।

ভোজ্যবস্তু কুরআন, গৃহ হইতেছে বেহেশত আর আমি আহ্বানকারী। আমি কুরআনে মোহাম্মদ, ইনজীলে আহমদ আর তওরাতে অহীদ নামে কথিত হইয়াছি, আমাকে অহীদ বলার কারণ আমি আমার উম্মতকে নরকের অগ্নি হইতে বাহির করিয়া আনিব। ১

১২। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন,

انا حبيب الله ولا فخر' وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته ادم فمن دونه ولا فخر! وانا اول شافع و اول مشفع يوم القيامة ولا فخر' و انا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لى فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر! و انا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر!

আমি হাবীবুল্লাহ—আল্লাহর প্রেয়স! ইহা অহংকার নয়। আমি কিয়ামতের দিবসে হামদের পতাকধারী, আদম হইতে তাঁহার পরবর্তী সকলেই আমারই পতাকামূলে সমবেত হইবেন, ইহা অহংকার নয়। আমি কিয়ামত দিবসে সর্ব প্রথম শাফাআতকারী এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যাহার শফাআত গ্রাহ্য হইবে, ইহা অহংকার নয়। আমি সর্ব প্রথম বেহেশতের সিংহ দ্বারের কড়া নড়াইব এবং আমার জন্যই আল্লাহ দ্বারোদঘাটিত করিবেন এবং আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন, আমার সঙ্গে পৃথিবীর দীনহীন মুসলমানগণ থাকিবেন, ইহা অহংকার নয়! আর আমি আল্লাহর কাছে পূর্ব এবং শেষ দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মাননীয়, ইহাও অহংকার নয়! ২

(ঘ) জাবির বিনে আবদুল্লাহর হাদীস

১৩। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন,

انا احمد و انا محمد! وانا الحاشر الذى يحشر الله به الكفر' فاذا

১। তারীখ ইবনে আসাকীর (১) ১৭৪ পৃঃ।

২। শরহুস সুন্নাহ (MSS.) ৯৬ পৃঃ।

كان يوم القيامة كان لواء الحمد معى و كنت امام المرسلين و صاحب شفاعتهم -

আমি আহমদ এবং আমি মোহাম্মদ, আমি হাশির, আমার অব্যবহিত পরেই মানবদিগকে সমবেত করা হইবে, আমি নিশ্চিহ্নকারী যাহার দ্বারা আল্লাহ কুফরকে নিশ্চিহ্ন করিবেন। যে দিবস কিয়ামত হইবে, আমার সংগেই হামদের পতাকা থাকিবে। আমি রসূলগণের ইমাম এবং তাঁহাদের মনোনীত শাফাআতের কর্তা। ১

১৪। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন,

انا قائد المرسلين ولا فخر! وانا خاتم النبيين ولا فخر! وانا اول شافع و اول مشفع!

আমি রসূলগণের নেতা, ইহা অহংকার নয়! আমি রসূলগণের শেষ, ইহা অহংকার নয়! আমি প্রথম শাফাআতকারী এবং প্রথম ব্যক্তি যাহার শাফাআত গ্রাহ্য হইবে, দারমী,—ইবনে আসাকির ও তাবারানী। ২

(ঙ) হুযায়ফা বিনুল ইয়ামানের হাদীস

১৫। হুযায়ফা বলেন, একদা আমি মদীনার পথে বিচরণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে রসূলুল্লাহ (সা:) কে বলিতে শুনিলাম,

بينا انا امشى فى طريق المدينة اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: انا محمد و احمد و نبى الرحمة ونبى التوبة و الحاشر والمقفى ونبى الملاحم -

আমি মোহাম্মদ ও আহমদ, রহমতের নবী, ও তওবার নবী, হাশির ও মুকাফ্‌ফী এবং সংগ্রামের নবী—আহমদ ও বয্‌যার। ৩

১। মুআজমে কবীর ও আওসত (মজমউয যওয়ায়েদ) ৮ম খণ্ড ২৮৪ পৃঃ।

২। মুসনদে দারমী, ১৬ পৃঃ; মজমউয যওয়ায়েদ (৮, ২৫৪; কনযুল উম্মাল (৬) ১০৯ পৃঃ

৩। মজমউয যওয়ায়েদ (৮) ২৮৪ পৃঃ।

হুযায়ফা বলেন,

لقيت النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض طرق المدينة' فقال : انا محمد وانا احمد وانا نبى الرحمة ونبى التوبة وانا المقفى وانا الحاشر ونبى الملاحم .

১৬। মদীনার কোন এক পথে রসূলুল্লাহর (সা:)—সহিত আমার সাক্ষাৎ লাভ হয়। তখন তিনি বলিলেন,

আমি মোহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি রহমতের নবী ও তওবার নবী, আমি মুকাফ্‌ফী, আমি হাশির এবং আমি সংগ্রামের নবী—বাগাবী। ১

হুযায়ফা বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى سكة من سكك المدينة : انا محمد و احمد والحاشر والمقفى و نبى الرحمة -

১৭। আমি রসূলুল্লাহ (সা:)-কে মদীনার একটি পথে ইহা বলিতে শুনিলাম,

আমি মুহম্মদ ও আহমদ ও হাশির ও মুকাফ্‌ফী এবং রহমতের নবী। ২

১৮। হুযয়ফা বলেন রসূলুল্লাহ (সা:) নিজেকে আমাদের সম্মুখে নয়টি নামে অভিহিত করিলেন। তিনি বলিলেন,

انا احمد و محمد والحاشر ونبى الرحمة ونبى الملحمة -

আমি আহমদ ও মোহাম্মদ ও হাশির এবং রহমতের নবী ও সংগ্রামের নবী,—আবুইয়োলা। ৩

(চ) আবুত্‌তুফয়লের হাদীস

১৯। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন,

ان لى عند ربى عشرة اسماء - قال ابو الطفيل : قد حفظت منها

১। শরহুস সুন্নাহ, ১১৮ পৃঃ।
২। তাবাকাত ইবনে সা'দ (১) ১ম প্রকরণ, ৬৫ পৃঃ।
৩। তারীখ ইবনে আসাকির (১) ২৭৪ পৃঃ।

ثمانية ! محمد و احمد و ابو القاسم والفاتح والخاتم والماحى والعاقب والحاشر -

আমার প্রভুর নিকট আমার দশটি নাম রহিয়াছে। আবুত্‌তুফয়ল বলেন, তন্মধ্যে আমি আটটি স্মরণ রাখিয়াছি—মোহাম্মদ, আহমদ, আবুলকাসেম, ফাতিহ (উদ্ঘাটক, বিজেতা), খাতিম (সমাপ্তকারী), মাহী (নিশ্চিহ্নকারী), আকিব্ (পশ্চাদ্‌বর্তী) ও হাশির সমবেতকারী।—ইবনে-আদী। ১

(ছ) কাবুল আহ্‌বারের হাদীস

২০। কঅব বলেন,

ماد ماد ومعناه طيب و حمطايا والخاتم والحاتم

পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে রসূলুল্লাহর (সা:) নিম্ন বর্ণিত নামগুলি উল্লিখিত আছে—মাহ্‌দ মাহ্‌দ অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর, হমতায়া খাতিম ও হাতিম,—কাজী ইয়ায। ২

(জ) মুজাহীদের হাদীস

২১। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন,

انا محمد و احمد و انا رسول الرحمة' انا رسول الملحمة' انا المقفى والحاشر -

আমি মোহাম্মদ ও আহ্‌মদ এবং আমি রহমতের রসূল, আমি সংগ্রামের রসূল, আমি মুকাফ্‌ফী ও হাশির। ৩

(ঝ) কাযী ইয়াযের হাদীস

২২। কাযী ইয়ায তাঁহার অনুপম শিক্ষা গ্রন্থে একটি সনদহীন রেওয়ায়তে রসূলুল্লাহর (সা:) দশটি নাম গণনা করিয়াছেন,

১। তারীখ ইবনে আদী (১) ৭৪ পৃঃ।
২। শিফা, ১৯৫ পৃঃ।
৩। তাবাকাত ইবনে সা'দ (১) ১ম প্রঃ, ৬৫ পৃঃ

যথা মোহাম্মদ, আহমদ, মাহী, হাশির, আকিব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলিয়াছেন,

انا رسول الرحمة و رسول الراحة و رسول الملاحم و انا المقفى قفيت النبيين و انا قيم والقيم الجامع الكامل -

আমি রহমতের রসূল এবং স্বাচ্ছন্দের রসূল। আমি মুকাফ্‌ফী, নবীগণের পশ্চাতে আগমন করিয়াছি এবং আমি কাইয়েম আর কাইয়েমের অর্থ হইতেছে সর্বগুণসম্পন্ন নিখুঁৎ। ১

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র নামাবলী সম্পর্কে মোট বাইশটি হাদীস উদ্ধৃত হইল। এই সকল হাদীসে উল্লিখিত রসূলুল্লাহর (সাঃ) চারিটি নাম—হাশির, আকিব, মুকাফ্‌ফী ও খাতিম সম্বন্ধে সাহিত্যরথী এবং মুহাদ্দিসগণের প্রদত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করিব।

হাশির حاشر

(ক) আভিধানিক, ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস্ ইবনুল আসীর বলেন —

الذى يحشر الناس خلفه و على ملته دون ملة غيره -

যাঁহার পিছনে এবং শুধু যাঁহার তরীকায়, অন্য সমুদয় তরীকার পরিবর্তে মানবগণ সমবেত হইবে, তিনি হাশির। ২

(খ) কাযী ইয়ায বলেন, রসূলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি "আমি হাশির"

اى على زمانى و عهدى' اى ليس بعدى نبى كما قال و خاتم النبيين !

ইহার তাৎপর্য এই যে, আমার সময়ে এবং যুগে হশর হইবে। অর্থাৎ আমার পর আর কোন নবী নাই, যেমন আল্লাহ বলিয়াছেন,

১। শিফা, ১১২ পৃঃ।
২। নিহায়া, (১) ২৬২ পৃঃ।

খাতমুন্ নবীঈন। ১

(গ) ইমাম নববী বলেন,

يحشر الناس على عقبى و على قدمى' قال العلماء معناه : يحشرون على اثرى و زمان نبوتى و رسالتى و ليس بعدى نبى -

অর্থাৎ আমার পশ্চাতে ও আমার অব্যবহিত পরেই মানুষের হশর হইবে। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন,—"আমি হাশির" একথার তাৎপর্য এই যে, আমার অনুসরণে, আমার নবুওত ও রিসালতের যামানায় হশর হইবে এবং আমার পর নবী নাই। ২

(ঘ) ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন,

و اما الحاشر' فالحشر هو الضم والجمع' فهو الذى يحشر الناس على قدمه' فكانه بعث ليحشر الناس -

হশরের অর্থ হইল সংযোগ ও সমাবেশ। অতএব হাশিরের তাৎপর্য দাঁড়াইল—যাঁহার পশ্চাতে মানবগণকে সমবেত করা হইবে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেন মানবগণের চরম সমাবেশের নিমিত্ত স্বরূপ আগমন করিয়াছেন। ৩

(ঙ) হাফিয ইব্‌নে হজর আস্‌কালানী বলেন,

اى على اثرى ويحتمل ان يكون المراد بالقدم الزمان' اى وقت قيامى على قدمى بظهور علامات الحشر' اشارة الى انه ليس بعده نبى ولا شريعة... فلما كان لا امة بعد امته لانه لا نبى بعده نسب الحشر اليه لانه يقع عقبه -

অর্থাৎ আমার অনুসরণে, আমার কদমে—অব্যবহিত পরে হশর হওয়ার অর্থ—আমার যুগে হশর সংঘটিত হওয়াও গ্রহণ করা

১। শিফা, ১১১ পৃঃ।
২। শরহে মুসলিম, (২) ২৬১ পৃঃ।
৩। যাদুল মআদ, (১) ২৩ পৃঃ।

যাইতে পারে। অর্থাৎ আমার যুগ হইতেই হশরের নিদর্শনসমূহ প্রকাশলাভ করিবে। এই উক্তি দ্বারা ইংগিত করা হইয়াছে যে তাঁহার পর আর কোন নবী এবং শরীঅত নাই। যেহেতু তাঁহার পর আর কোন নবী নাই, সুতরাং তাঁহার উম্মতের পর আর কোন নূতন উম্মতেরও অভ্যুদয় হইবেনা, তাই হশরকে তাঁহার সংগেই সম্পর্কিত করা হইয়াছে, কারণ তাঁহার পশ্চাতেই হশর সংঘটিত হইবে। ১

বুখারীর রেওয়ায়তে এই ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা সমর্থিত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

و انا الحاشر بعثت مع الساعة -

প্রলয়ের সংগে আমার আগমন ঘটিয়াছে। (পঞ্চম হাদীস দ্রষ্টব্য)

(চ) আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ তাহির পট্টনী তাঁহার হাদীসাভিধানে বলেন,

اى يحشرون على اثرى و زمان نبوتى و ليس بعدى نبى -

অর্থাৎ আমার অনুসরণে এবং আমার নবুওতের যুগে মানবগণকে সমবেত করা হইবে এবং আমার পর আর কোন নবী নাই। ২

আকিব عاقب

কুরআনের বহুস্থানেই আকিব শেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সূরা আররূমে বলা হইয়াছে,

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ؟ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟

১। ফতহুল বারী (৬) ৪০৬ (মীরি)।
২। মজমউল বিহার (১) ২৬৮ পৃঃ।

তাহারা কি পৃথিবী পরিভ্রমণ করে নাই? তাহারা দেখুক তাহাদের পূর্ববর্তীগণের শেষ পরিণতি কি হইয়াছে? ৯ আয়াত।

আল আ'রাফে কথিত হইয়াছে,

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

এবং শেষ পরিণাম (জয়) মুত্তাকীদের জন্যই নির্দিষ্ট—১২৮ আয়াত।

ফিরোযাবাদী বলেন,

العقب : الجرى بعد الجرى والولد و ولد الولد كالعقب - العاقبة : الولد و اخر كل شئ - العاقب الذى يخلف السيد - والذى يخلف من كان قبله فى الخير كالعقوب -

'আলআক্ব' যাহা পরম্পরাগত—সন্তান, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রকে আল্আকিব বলে। সন্তান এবং প্রত্যেক বস্তুর শেষ আকিবত। যে স্বীয় প্রভুর স্থলাভিষিক্ত হয়, সে আকিব। যে সৎকার্যে পূর্ববর্তীর স্থলাভিষিক্ত হয় সে আকিব ও অকুব। ১

জওহরী বলেন,

عقب' عاقبة كل شئ : اخره و قولهم ليست لفلان عاقبة اى ولد - وقول النبى صلے الله عليه وسلم : انا العاقب يعنى اخر الانبياء - و كل من خلف بعد شئ فهو عاقبة -

প্রত্যেক বস্তুর শেষকে আক্ব ও আকিবত বলে। অমুক ব্যক্তির আকিবত নাই, অর্থাৎ সে নিঃসন্তান। রসূলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি আমি আকিব অর্থাৎ আমি নবীগণের শেষ। এক বস্তুর স্থলাভিষিক্ত যাহা, তাহা আকিবত। ২

আরাবী ভাষায় বৃহত্তম শব্দকোষ 'লিসানুল আরবে' আছে, প্রত্যেক বস্তুর শেষ উহার অকিব, আক্ব, আকিবত, আকিব, উক্বৎ, উক্বা,

১। কামুস (১) ১০৬ পৃঃ।
২। সিহাহ (১) ৮৩ পৃঃ।

ও উকবান। ইহাদের বহুবচন আওয়াকিব, উকুব ও উকবান। আকিবত ও উকবের মতই উকবা ব্যবহৃত হয়।

কুরআনে আছে,

ولا يخاف عقباها

এবং সে উহার উকবাকে ভয় করেনা, সা'লব বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে, সে তাহার কর্মের পারলৌকিক পরিণামের জন্য আল্লাহকে ভয় করেনা। উকব ও উকুব আকিবাতের মতই!

আল্লাহ্ বলেন,

هو خير ثوابا و خير عقبا -

উহা পুণ্যের দিক দিয়া উৎকৃষ্ট এবং পরিণামের (উকবা) দিক দিয়াও উৎকৃষ্ট। কোন নারীকে তাহার প্রথম স্বামীর পর অন্য কেহ বিবাহ করিলে বলা হইবে,—আকাবা ফুলানুন আলায়হা অর্থাৎ সে উক্ত নারীর অন্যান্য স্বামীগণের আকিব—শেষ। পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র প্রভৃতিকে আকিব, আকব ও আকিবত বলা হয়। এইরূপ যেবস্তু অন্যের পরবর্তী, সে তাহার আকিব ও আকিবত। - والعاقب الأخر আল্-আকিবের অর্থ: শেষ।

وفى الحديث : انا العاقب : اى أخر الرسل - قال ابو عبيد : العاقب أخر الأنبياء - و فى المحكم : أخر الرسل -

হাদীসে বলা হইয়াছে—আমি আকিব, অর্থাৎ : রসূলগণের শেষ! আবুউবায়দ বলেন, আকিবের অর্থ নবীগণের শেষ। মুহাক্কম নামক অভিধান গ্রন্থে আকিবের অর্থ করা হইয়াছে—রসূলগণের শেষ। ১

ইব্নে জরীর ও বাগাভী ইমাম যুহ্রীর উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন।

عن معمر قلت للزهرى : ما العاقب ؟ قال : الذى ليس بعده نبى -

১। লিসানুল আরব (২) ১০৪ পৃঃ।

মা'মর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আকিব কাহাকে বলে?

তিনি বলিলেন,

যাহার পর কোন নবী নাই। ১

قال يزيد بن هارون : سألت سفيان : ما العاقب ؟ قال : أخر الأنبياء -

ইয়াযীদ বিনে হারুন বলেন, আমি ছুফয়ান সওরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আকিবের অর্থ কি?

তিনি বলিলেন, নবীগণের শেষ। ২

ইবনুল আসীর বলেন,

وفى اسماء النبى صلى الله عليه وسلم العاقب هو اخر الانبياء -

আলআকিব রসূলুল্লাহর (সাঃ) অন্যতম নাম। উহার অর্থ নবীগণের শেষ! ৩

ইবনুল আরাবী বলেন,

العاقب والعقوب الذى يخلف فى الخير من كان قبله -

প্রত্যেক সৎকার্যে যে তাহার পূর্ববর্তীর স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহাকে আকিব ও অকুব বলা হইয়া থাকে।

ইমাম নববী বলেন,

اما العاقب ففسره فى الحديث بانه ليس بعده نبى اى جاء عقبهم -

হাদীসে আকীবের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, তাঁহার পর কোন নবী নাই অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবীগণের শেষে আগমন করিয়াছেন! ৪

১। তারীখে তাবারী (৩) ১৮৫ পৃঃ, শরহুস সুন্নাহ, ১১৮ পৃঃ।
২। তারীখে তাবারী (৩) ১৮৫ পৃঃ।
৩। নিহায়া (৩) ১৩৭ পৃঃ।
৪। শরহে মুসলিম (২) ২৬১ পৃঃ।

কাযী ইয়ায বলেন,

وسمى عاقبا لانه عقب غيره من الانبياء وفى الصحيح : انا العاقب الذى ليس بعدى نبى -

রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্য সমুদয় নবীর পরবর্তী বলিয়াই তাঁহাকে আকিব বলা হইয়াছে। সহীহ মুসলিমে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে, আমি আকিব, কারণ আমার পর নবী নাই। ১

হাফিয ইবনুল কাইয়েম বলেন,

والعاقب الذى جاء عقب الانبياء، فليس بعده نبى - فان العاقب هو الاخر فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمى العاقب على الاطلاق، اى عقب الانبياء، جاء بعقبهم -

যিনি নবীগণের শেষে আগমন করিয়াছেন তিনি আকিব, অতএব তাঁহার পর কোন নবী নাই। কারণ আকিবের অর্থ শেষ, উহা খাতিমের স্থলে ব্যবহৃত হয়। তাই মোটামুটি ভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে আকিব বলা হইয়াছে, অর্থাৎ নবীগণের পশ্চাদ্বর্তী, তিনি তাঁহাদেয় সকলের পশ্চাতে আগমন করিয়াছেন। ২

শায়খ মোহাম্মদ তাহির পট্টনী বলেন,

وفى اسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب - وهو اخر الانبياء -

আকিব রসূলুল্লাহর (সাঃ) অন্যতম নাম, উহার অর্থ নবীগণের শেষ। ৩

উসতাযুল হিন্দ শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন,

ومعنى العاقب انه اخر الانبياء ليس بعده نبى -

আকিবের অর্থ নবীগণের শেষ, অর্থাৎ তাঁহার পর আর কোন নবী নাই। ৪

১। শিফা, ১১১ পৃঃ। ২। যাদুল মাআদ (১) ২০ পৃঃ।
৩। মজমাউল বিহার (২) ৪০৪ পৃঃ।
৪। মুসাওওয়া শরহে মুওয়াত্তা (২) ২৪৭ পৃঃ।

মুকাফ্ফী,— مقفى

মুকাফ্ফী কফ্ওন ও কফ্ওওন ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। কুরআনে ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে। হযরত নুহ ও হযরত ইবরাহীম এবং তাঁহাদের বংশধরগণের আলোচনার পর আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ -

অতঃপর আমরা তাঁহাদের অনুসরণ পথে আমাদের রসূলদিগকে পশ্চাদ্বর্তী করিয়াছি এবং আমরা মরইয়মের পুত্র ঈসাকে পশ্চাদ্বর্তী করিয়াছি,—আলহদীদ, ২৭। এই আয়াত সূত্রে পশ্চাদানুসারীকে মুকাফ্ফী বলা হইবে।

ফিরোযাবাদী বলেন,

وقفوته تقفوا وقفوا تبعته كتقفيته واقتفيته......وفلانا بامر اتبعته به كقفيته، والقافية اخر كلمة فى البيت -

কফওতো, তাকাফ্ফয়তো ও অকতফয়তো শব্দগুলির অর্থ অভিন্ন। কোন কার্যে কাহারো অনুসরণ করিলে বলা হইবে, অকতফয়তুহু। কবিতার শেষ চরণকে কাফীয়া বলা হয়। ১

ইবনুল আরাবী বলেন,

هو المقفى للانبياء - يقال قفوته وقفيته اذا اتبعته، وقافية كل شئ اخره -

যিনি নবীগণের অনুসরণ করেন, তিনি মুকাফ্ফী। কফয়তোহু ও কফ্ফয়তোহু এর অর্থ যখন আমি তাহার পশ্চাদানুসরণ করিলাম। প্রত্যেক বস্তুর শেষকে কাফীয়া বলে। ২

ইবনুল আ'রাবী আরও বলিয়াছেন, يقال قفوت فلانا اتبعت اثره -

১। কামুস (৪) ৩৭৯ পৃঃ।
২। শরহে মুসলিম, নববী (২) ২৬১ পৃঃ।

আমি কাহারো পশ্চাদ্ধাবন বা পদাংকানুসরণ করিলে বলিব, কফ্ফওতো ফুলানান।

নওয়াদিরুল ই'রাবে কথিত হইয়াছে, قفا اثره اى تبعه -

কফা আসারাহু বাক্যের অর্থ হইল "সে তাহার অনুসরণ করিল"। অনুরূপ অর্থ আবুবকর, আবু উবায়দ প্রভৃতিও বলিয়াছেন।

ইম্‌রাউল কয়েস বলেন, وتقفى على اثار هن بحاصب -

অর্থাৎ নারীদের পশ্চাদানুসরণ কর। ১

ইবনুল আসীর বলেন,

রসূলুল্লাহর (সাঃ) অন্যতম নাম মুকাফ্ফী, যিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অতীত কালে কফ্ফা ভবিষ্যৎকালে মুকাফ্ফী,

يعنى انه اخر الانبياء والمتبع لهم فاذا قفى فلا نبى بعده -

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবীগণের শেষ এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী। যখন তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন, তখন তাঁহার পর আর কোন নবী নাই।

শিমরও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। তফসীর খাযিন, মজ্‌মউল বিহার এবং মজ্‌মউয্‌যওয়ায়েদের টীকা ও বাগাভীর শর্‌হুসসুন্নাহ নামক হাদীস গ্রন্থে মুকাফ্ফীর অনুরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। ২

কাযী ইয়ায ও শিমর বলিয়াছেন, ومعنى المقفى معنى العاقب -

মুকাফ্‌ফীর অর্থ আকিবের অর্থের ন্যায়। ৩

ইবনুল কাইয়েম বলেন,

واما المقفى وهو الذى قفى على اثار من تقدمه' فقفى الله به على اثار من سبقه من الرسل - وهذه اللفظة مشتقة من القفو - يقال : قفاه يقفوه اذا تأخر عنه ومنه قافية الراس وقافية البيت - فالمقفى الذى قفى من قبله من الرسل' فكان خاتمهم واخرهم -

যিনি পূর্ববর্তীগণের চিহ্ন অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি মুকাফ্‌ফী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে আল্লাহ পূর্ববর্তী নবীগণের পথের অনুসরণ করাইয়াছিলেন। এই শব্দ কফুওওন হইতে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত, কাহারো পশ্চাদ্বর্তী হইলে কফ্ফাহো ইয়াকাফ্‌ফুহু বলা হইবে। ইহা হইতে মস্তকের পার্শ্বদেশকে কাফীয়াতুর রা'ছ এবং কবিতার শেষ চরণকে 'কাফীয়াতুল বয়েত' বলা হয়। যিনি তাঁহার পূর্ববর্তী রসূলগণের সর্বপশ্চাৎ তিনি মুকাফ্‌ফী, অতএব তিনি তাঁহাদের সমাপ্তকারী ও শেষ। ১

খাতিম ও হাতিম, خاتم وحاتم -

খাতিমের ব্যাখ্যা কোর্‌আনী দলীলের আলোচনা প্রসংগে যেরূপ বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে, তারপর উহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। আরাবী সাহিত্য ও অভিধানের সাহায্যে এবং স্বয়ং রসূলুল্লাহর (সাঃ) বাচনিক অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সমাপ্তকারী বা শেষ এবং অনুরূপ অর্থবোধক তাৎপর্য ছাড়া খাতিমের অন্য কোন ব্যাখ্যা নাই। যাহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অন্য কোন অর্থ শুনাইতে চায় তাহারা আরাবী ভাষা ও ইসলামী সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এস্থলে কা'অ্‌বুল আহ্‌বারের হাদীসে উল্লিখিত রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র নামাবলীর অন্তর্গত খাতিম ও হাতিমের অর্থ সম্পর্কে মাত্র দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিব।

কাযী ইয়ায স্বনামধন্য সাহিত্যিক সা'লবের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন,

فالخاتم الذى ختم الانبياء والحاتم احسن الانبياء خلقا و خلقا -

যিনি নবীগণকে সমাপ্ত করিয়াছেন, তিনি খাতিম আর যিনি সৌন্দর্যে ও গুণে সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তিনি হাতিম। (২) শায়খ

১। লিসান (২০) ৫৫ পৃঃ।

২। লিসানুল আরব (২০) ৫৬ পৃঃ; শরহুস সুন্নাহ, ১৯৮ পৃঃ। নিহায়া (৩) ৩০২, তফসীর খাযিন (৩) ৪৯৫; মজমউয যওয়ায়েদ (৮) ২৮৪; মজমউল বিহার (৩) ১৬৪ পৃঃ।

৩। শিফা, ১৯২ পৃঃ।

১। যাদুল মা'দ (১) ২০ পৃঃ।

২। শিফা, ১৯৫ পৃঃ।

মোহাম্মদ তাহির পট্টনী তাঁহার হাদীসাভিধানে লিখিয়াছেন,

والخاتم والخاتم من اسماءه صلے الله عليه وسلم بالفتح : اسم اى اخرهم٬ وبالكسر اسم فاعل -

খাতম ও খাতিম রসূলুল্লাহর (সা:) পবিত্র নামাবলীর অন্তর্গত। ফত্‌হাযুক্ত খাতম বিশেষ্যপদ অর্থাৎ নবীগণের শেষ আর কস্‌রাযুক্ত খাতিম কর্তৃবাচক অর্থাৎ নবীগণের সমাপ্তকারী। ১

রসূলুল্লাহর (সা:) পবিত্র নাম সমূহের মধ্যে চারিটি নাম—হাশির, আকিব, মুকাফ্‌ফী ও খাতিম—নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি এবং রসূলুল্লাহর (সা:) শেষ নবী হইবার যে অকাট্য প্রমাণ তাহা প্রদর্শিত হইল। রসূলুল্লাহর (সা:) উপরিউক্ত নামগুলি বাইশটি হাদীস হইতে চয়ন করা হইয়াছে। খত্‌মে নবুওত সম্পর্কিত আমাদের প্রতিশ্রুতির অবশিষ্ট হাদীসগুলি অতঃপর আলোচিত হইবে।

وشق الاسه من اسمه ليجله
فذو العرش محمود و هذا محمد !

২। মজমউল বিহার (১) ৩৩০ পৃঃ।

❋ ❋ ❋

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় প্রকরণ

সৃষ্টির ইতিবৃত্ত

(ক) ইরবায বিনে সারিয়ার হাদীস সমূহ

২৩। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন,

انى عبد الله لخاتم النبيين٬ و ان ادم عليه السلام لمنجدل فى طينته - وسانبئكم بتاويل ذلك دعوة ابى ابراهيم و بشارة عيسى بى ورؤيا امى التى رأت وكذلك امهات النبيين قرين -

আমি আল্লাহর দাস, নবীগণের শেষ এবং তখন হযরত আদম তাঁহার মৃত্তিকায় কর্দমসিক্ত ছিলেন। ইহার তাৎপর্য আমি তোমাদিগকে বলিব, আমি আমার পিতা ইব্‌রাহীমের (আ:) প্রার্থনা এবং আমার সম্পর্কে হযরত ঈসার সুসংবাদ এবং আমার জননীর স্বপ্ন যাহা তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। নবীগণের গর্ভধারিণীরা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। ১

২৪। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন

انى عبد الله فى ام الكتاب لخاتم النبيين٬ و ان ادم لمنجدل فى طينته وسانبئكم بتاويل ذلك دعوة ابى ابراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا امى التى رأت انه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام و كذلك ترى امهات النبيين-

---

১। মুসনদে আহমদ (৪) ১২৭ পৃঃ।

আমি আল্লাহর নিকট উম্মুল কিতাবে নবীগণের শেষ বলিয়া অভিহিত এবং আদম (তখন) তাঁহার মৃত্তিকায় কর্দমাক্ত ছিলেন। তোমাদিগকে ইহার তাৎপর্য আমি বলিব, আমি আমার পিতা ইব্‌রাহীমের প্রার্থনা এবং ঈসার তাঁহার স্বজাতীয়গণের নিকট কথিত সুসমাচার এবং আমার জননীর স্বপ্ন, তিনি দর্শন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভিতর হইতে একটি জ্যোতি নিষ্ক্রান্ত হইল, যদ্বারা শামদেশের প্রাসাদমালা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং নবীগণের গর্ভধারিণীরা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। ১

২৫। তাবারানী ও বায়্‌যার উপরিউক্ত পাঠের (মত্‌নের) শুধু প্রথমাংশ এই ভাষায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমি আল্লাহর নিকট উম্মুল কিতাবে 'শেষনবী' রূপে অভিহিত। ২

হাফিয হয়সমী বলেন, ইমাম আহমদের সনদের পুরুষগণ সঈদ বিনে সুয়দ কলবী ছাড়া সকলেই বুখারীর পুরুষ আর সঈদকে ইবনে-হিব্বান বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। ৩

২৬। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

انى عبد الله وخاتم النبيين و انى منجدل فى طينته - وسأخبركم عن ذلك : انا دعوة ابى ابراهيم وبشارة عيسى و رؤيا امى آمنة التى رأت -

আমি আল্লাহর দাস এবং শেষ নবী. আমার পিতা (আদম) তখন তাঁহার মৃত্তিকায় কর্দমসিক্ত। আমি ইহার তাৎপর্য তোমাদিগকে বলিব, আমি পিতা ইব্‌রাহীমের প্রার্থনা, ঈসা নবীর সুসংবাদ এবং আমার জননী আমিনার স্বপ্ন. যাহা তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। —হাকিম।

১। মুসনদে আহমদ (৪) ১২৮ পৃঃ।

২। কনযুল উম্মাল (৬) ১০৪ পৃঃ।

৩। মজমাউয যওয়ায়েদ (৮) ২২৩ পৃঃ।

ইমাম হাকিম বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ, হাফিয যহবীও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। ১

২৭। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

انى عبد الله مكتوب لخاتم النبيين وان آدم لمنجدل فى طينته وسأخبركم باول ذلك : دعوة ابى ابراهيم وبشارة عيسى بى والرؤيا التى رأت امى و كذلك امهات المؤمنين يرين' انها رأت حين وضعتنى انه خرج منها نوراضاءت منه قصور الشام !

আমি আল্লাহর দাস, শেষ নবী বলিয়া লিখিত. তখন আদম তাঁহার মৃত্তিকায় কর্দমসিক্ত ছিলেন। ইহার ব্যাখ্যা এইযে, আমি পিতা ইব্‌রাহীমের প্রার্থনা, আমি—আমার সম্পর্কে ঈসা নবীর সুসমাচার এবং আমি আমার জননীর স্বপ্ন যাহা তিনি দর্শন করিয়াছিলেন, বিশ্বাসপরায়ণগণের গর্ভধারিণীরা এইরূপই স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। আমার জননী আমাকে যখন প্রসব করেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভিতর হইতে একটি জ্যোতি নিঃসৃত হইয়াছে এবং তদ্বারা শামদেশের প্রাসাদমালা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, —ইব্‌নে জরীর। ২

২৮। বাগাভীর রেওয়ায়তে খাতেমুন্ নবীঈনের পরিবর্তে শুধু খাতিম বর্ণিত হইয়াছে, انى عبد الله مكتوب خاتم -

অবশিষ্ট পাঠ ইব্‌নে জরীরের অনুরূপ। ৩

(খ) আবু হুরায়রার হাদীস

২৯। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

نزل آدم بالهند واستوحش' فنزل جبرئيل فنادى بالاذان' ...... فاذا

১। হাকিম, মুসতাদরক' যহবী, তলখীস (২) ৪১৮ পৃঃ।

২। ইবনে জরীর, তফসীর (২৮) ৫৭ পৃঃ।

৩। বাগাভী, শরহস সুন্নাহ MSS, ১৯৭ পৃঃ।

قال اشهد ان محمدا رسول الله مرتين، قال آدم : من محمد ؟ قال آخر
ولدك من الانبياء -

হযরত আ'দম হিন্দ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া অস্থিরতা বোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে জিব্রীল অবতীর্ণ হইয়া আযান ঘোষণা করিলেন। যখন তিনি দুইবার ঘোষণা করিলেন যে, "আমি সাক্ষ্য দান করি : মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল, তখন হযরত আদম জিজ্ঞাসা করিলেন, মোহাম্মদ কে? জিব্রীল বলিলেন, নবীগণের মধ্যে আপনার শেষ সন্তান।"—ইব্‌নে আসাকির। ২

২। ইবনে আসাকির, তারীখুল কবীর (৬) ৩৫৭।

বিংশ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় প্রকরণ

উদাহরণমালা

(ক) আবু হুরায়রার হাদীসসমূহ,

৩০। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

انما مثلى و مثل الانبياء كمثل رجل بنى بنيانا فاحسنه واجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون : ما راينا بنيانا احسن من هذه الا هذه اللبنة، فكنت انا تلك اللبنة !

আমার ও নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া উহা সুন্দর ও সুসজ্জিত করিলেন, মানুষেরা উহার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে ও বলাবলি করিতে লাগিল, ইহা অপেক্ষা সুন্দর অট্টালিকা আমরা দর্শন করি নাই, কিন্তু এই ইষ্টক খণ্ডটি যদি সংযোজিত হইত! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, আমি সেই ইষ্টক খণ্ড,—আহমদ ও মুসলিম। ১

৩১। আল্লাহর রসূল আবুল কাসিম (সাঃ) বলিয়াছেন,

مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتا فاحسنها واجملها واكملها الا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون به و يعجبهم البنيان، فيقولون الا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك فقال محمد النبى صلى الله عليه وسلم : فكنت انا اللبنة !

আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করিয়া উহার অন্যতম কোণের একটি ইষ্টকের স্থান ছাড়া উহাকে সুন্দর, সুসজ্জিত ও সম্পূর্ণ করিলেন। লোকেরা গৃহটির চতুষ্পার্শ্ব

১। মুসনদ, (২) ৩১২ পৃঃ; মুসলিম, (২) ২৪৮ পৃঃ।

ঘুরিয়া দেখিতে ও উহার শিল্পচাতুর্যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, এই স্থানে একটি ইষ্টক স্থাপিত হইলে অট্টালিকার নির্মাণ কার্য শেষ হইত! নবী মোহাম্মদ (সাঃ) বলিলেন, আমিই সেই ইষ্টক খণ্ড,—আহমদ ও মুসলিম। ১

৩২। ইমাম আহমদ সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন: রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

فكنت انا هذه اللبنة !

এই ইষ্টক খণ্ড আমি! ২

৩৩। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

مثلى ومثل الانبياء عليهم الصلوة والسلام كمثل رجل بنى قصرا فاكمل بناءه و احسن بنيانه الا موضع لبنة' فنظر الناس الى القصر' فقالوا : ما احسن بنيان هذا القصر لو تمت هذه اللبنة' الا فكنت انا اللبنة ! الا فكنت انا اللبنة !

আমার ও নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন এবং উহার নির্মাণ কার্য শেষ ও নির্মাণ কৌশল সর্বাংগ সুন্দর করিলেন—একটি ইষ্টকের স্থান ছাড়া। লোকেরা প্রাসাদটি দেখিয়া বলিতে লাগিল, এই গৃহের নির্মাণ কৌশল কি সুন্দর হইত যদি এই ইষ্টকটির স্থান পূর্ণ থাকিত! (রসূলুল্লাহ বলিলেন,) তোমরা অবহিত হও, আমি সেই ইষ্টক! আমিই সেই ইষ্টক!—আহমদ। ৩

৩৪। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

ان مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بنيانا (عند البخارى بيتا) فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية' فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة - قال : فانا تلك اللبنة و انا خاتم النبيين !

১। মুসনদ, (২) ৩১২ পৃঃ; মুসলিম, (২) ২৪৮ পৃঃ।
২। ঐ (২) ২৬৫ পৃঃ।
৩। মুসনদ (২) ৪১২ পৃঃ।

আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন এবং উহার কোণের একটি ইষ্টকের স্থান ছাড়া ঘরটিকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করিলেন। মানুষেরা উহা প্রদক্ষিণ করিতে এবং উহার শিল্প নৈপুণ্য দর্শনে বিস্ময় প্রকাশ করিতে আর বলাবলি করিতে লাগিল, এই স্থানে যদি ইষ্টক স্থাপিত হইত! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, আমি সেই ইষ্টক এবং আমি 'খাতেমুন্ নবীঈন'—নবীগণের শেষ!—আহমদ, বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও ইবনে মর্দওয়ে। ১

৩৫। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

مثلى ومثل الانبياء كمثل قصرا حسن بنيانا و ترك منه موضع لبنة' فطاف به النظار ويتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة لايعيبون سواها' فكنت انا سددت موضع تلك اللبنة ختم بى البنيان وختم بى الرسل !

আমার ও নবীগণের উদাহরণ, যেন একটি প্রাসাদ সুন্দরভাবে নির্মিত কিন্তু একটি ইষ্টক পরিমাণ স্থান উহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। দর্শকবৃন্দ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছে এবং গৃহের নির্মাণ কৌশলে চমৎকৃত হইতেছে, উক্ত ইষ্টকের শূন্যস্থান ছাড়া তাহারা প্রাসাদের আর কোনই দোষ ধরিতে পারিতেছে না। আমি সেই ইষ্টকের শূন্যস্থান বন্ধ করিয়াছি, আমার দ্বারা গৃহের নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে, আমার দ্বারা রসূলগণের আগমন শেষ করা হইয়াছে।—বাগাভী ও ইবনে আসাকির। ২

(খ) জাবির বিনে আবদুল্লাহর হাদীস

৩৬। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

مثلى و مثل الانبياء كرجل بنى دارا فاكملها و احسنها الا موضع لبنة' فجعل الناس يدخلونها و يتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة -

১। মুসনদ, (২) ৫৯৮; বুখারী (৬) ৪০৮; মুসলিম (২) ২৪৮, দুররে মনসুর (৫) ২০৪ পৃঃ।
২। মআলিমুত্-তন্‌যীল (৬) ৫৬৬; কন্‌যুল উম্মাল (৬) ১১৩ পৃঃ।

আমার এবং নবীগণের উদাহরণ, যেন একজন লোক একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন ও একটি ইষ্টকের স্থান ছাড়া উক্ত গৃহকে সম্পূর্ণ ও সর্বাংগ সুন্দর করিলেন। মানুষেরা উক্ত গৃহে প্রবেশ করিতে এবং বিস্ময় প্রকাশ করিতে ও বলিতে লাগিল, ইষ্টকের স্থানটি যদি অপূর্ণ না থাকিত! —বুখারী ও তিরমিযী। ১

৩৭। রসূলুল্লাহ (সাঃ বলিয়াছেন,

مثلى ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبنة فكان من دخلها فنظر اليها قال : ما احسنها الا موضع هذه اللبنة فانا موضع اللبنة ختم بى الانبياء!

আমার এবং নবীগণের উদাহরণ, যেন এক ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া একটি ইষ্টকের স্থান ব্যতীত উহাকে সম্পূর্ণ ও সর্বাংগ সুন্দর করিলেন। যে উক্ত গৃহে প্রবেশ করিল, সে উহা দর্শন করিয়া বলিতে লাগিল, ইষ্টকের স্থানটি ছাড়া এই গৃহটি কি সুন্দর! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, আমি সেই ইষ্টকের স্থান পূর্ণ করিয়াছি, আমার দ্বারা নবীগণের সিলসিলাকে শেষ করা হইয়াছে।—আবুদাউদ, তয়ালসী, ইবনো আবি হাতিম ও ইবনে মর্দওয়ে। ২

৩৮। রসূলল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

مثلى و مثل الانبياء كمثل رجل ابتنى دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبنة فجعل يدخلونها ويعجبون منها ويقولون : لولا موضع اللبنة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فانا موضع اللبنة جئت فختمت الانبياء!

আমার ও নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করিয়া একটি ইষ্টকের স্থান ব্যতীত উহাকে সম্পূর্ণ ও সুসজ্জিত করিলেন। মানুষেরা উক্ত গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং গৃহটির

১। বুখারী, (৬) ৪০৭ পৃঃ; তিরমিযী, (৪) ৩৭ পৃঃ।

২। তফসীর ইবনে কসীর, (৬) ৫৬৫; দুর্‌রেমনছুর, (৫) ২০৪ পৃঃ।

সৌন্দর্যে বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল ইষ্টকের স্থানটি শূন্য না থাকিলে গৃহটি কি চমৎকার হইত! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, আমি ইষ্টকের শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়াছি, আমি আগমন করিয়াছি এবং নবীগণের আগমন শেষ করিয়াছি।— আহমদ, মুসলিম, ইসমাঈলী। ১

(গ) উবাই বিনে কা'বের হাদীস

৩৯। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

مثلى فى النبيين كمثل رجل بنى دارا فاحسنها واكملها وزاد القرمذى واجملها وترك منها موضع لبنة زاد احمد لم يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنيان و يعجبون منه ويقولون : لو تم موضع تلك اللبنة! فانا فى النبيين موضع تلك اللبنة -

নবীগণের মধ্যে আমার উদাহরণ, যেন এক ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া উহাকে সুসজ্জিত ও সম্পূর্ণ করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহে একটি ইষ্টকের পরিমাণ স্থান বাদ রাখিয়া দিলেন। লোকেরা গৃহটির চতুর্দিকে ঘুরিতে এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল: ইষ্টকটির স্থান পূর্ণ হইলে কি সুন্দর হইত! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, আমি নবীগণের মধ্যে ইষ্টকের স্থান (পূরণ করিয়াছি),— আহমদ ও তিরমিযী। ২

(ঘ) আবু সাঈদ খুদরীর হাদীস,

৪০। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

مثلى و مثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى دارا فاتمها الا موضع لبنة واحدة فجئت انا فاتممت تلك اللبنة -

আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ, যেন জনৈক ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন এবং শুধু একটি মাত্র ইষ্টকের স্থান

১। মুসনদ (৩) ৩৬১; মুসলিম (২) ২৪৮; ফতহুলবারী (৬) ৪০৭ পৃঃ।

২। মুসনদ (৫) ১৩৭ পৃঃ; তিরমিযী (৪) ২৯৪ পৃঃ।

ব্যতীত গৃহটির নির্মাণ কার্য সমাধা করিলেন। আমি আগমন করিলাম এবং উক্ত ইষ্টকের স্থান পূর্ণ করিলাম,—আহমদ। ১

৪১। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন যে,

مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ! قال : فانا اللبنة وانا خاتم النبيين -

আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ, যেন এক ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া উহা সুসজ্জিত ও সর্বাংগ সুন্দর করিলেন কিন্তু উহার একটি কোণের একটি ইষ্টকের স্থান বাদ রাখিলেন। লোকেরা ঘরটি প্রদক্ষিণ করিতে এবং বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল এই ইষ্টকের স্থানটি যদি পূর্ণ হইত! রসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন, আমি সেই ইষ্টক এবং "খাতেমুন নবীঈন"।—মুসলিম ২

১। মুসনদ (৩) পৃঃ।

২। মুসলিম (২) ২৪৮ পৃঃ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

চতুর্থ প্রকরণ

প্রশস্তি

কুরআনের সূরা আল্-আহ্যাবে আল্লাহ তদীয় রসূল মোহাম্মদ মুস্তফাকে (সা:) সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا -

এবং যখন আমরা নবীগণের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতেছিলাম, তখন আপনার নিকট হইতে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মর্‌ঈয়মের পুত্র ঈসার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে কঠোর শপথ লইয়াছিলাম।—৭ আয়াত।

যে সকল রসূল ও নবীর নিকট হইতে সত্য প্রচার ও সত্য প্রতিষ্ঠার কঠোর প্রতিশ্রুতি গৃহীত হইয়াছিল, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সূত্রে তন্মধ্যে পর্যায়ক্রমে নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আলায়হিমুস্সালামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু সকলের পুরোভাগে উল্লিখিত হইয়াছেন হযরত নবীউল্লাহ মোহাম্মদ মুস্তফা আলায়হিস্সালাতো ওয়াস্সালাম। ইহার কারণ কি?

ক) উমর ফারূকের হাদীস

৪২। কাযী ইয়ায তাঁহার অমূল্য শিফা গ্রন্থে উমর ফারূকের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিয়া রসূলুল্লাহর (সা:) ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তিনি (হযরত উমর) বলিয়াছিলেন,

بابی انت وامی یارسول الله‘ لقد بلغ من فضلك عند الله ان بعثك آخر الانبياء و ذكرك فى اولهم -

হে আল্লাহর রসূল (সা:), আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হউন, আল্লাহর কাছে আপনার পদমর্যাদা এত অধিক যে, তিনি আপনাকে সর্বশেষ নবী "আখেরুল আম্বিয়া" রূপে প্রেরণ করিলেন, অথচ আপনি তাঁহাদের পুরোভাগে উল্লিখিত হইয়াছেন। ১

খ) আবুযর গিফারীর হাদীস

৪৩। আবুযর বলিতেছেন,

یارسول الله کم الانبياء ؟ قال مائة الف نبى واربعة وعشرون الفا - قلت : يا رسول الله کم الرسل منهم ؟ قال ثلث مائة و ثلاثة عشر جما غفيرا - ثم قال : يااباذر : اربعة بنو آدم : شيث ونوح وخنوخ وادريس‘ وهو اول من خط بالقلم - واربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك - و اول نبى من بنى اسرائيل موسى و اول نبى آدم وآخرهم نبيك عليهم الصلوة والسلام -

আমি রসূলুল্লাহ (সা:)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম,

হে আল্লাহর রসূল ! নবীগণের সংখ্যা কত ? হুযুর (সা:) বলিলেন, ১লক্ষ ২৪ হাজার। আবুযর বলিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের মধ্যে রসূল কত জন ? হুযুর (সা:) বলিলেন, তিন শত তের জন। এক বিরাট দল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন, হে আবুযর, বনুআদম চারিজন: শীস, নূহ, খনুখ ও ইদ্রীস—তিনিই সর্বপ্রথম

১। শিফা ফি হকুকিল মুসতফা, ৩৭ পৃঃ।

কলমের সাহায্যে লেখেন। আরবগণের মধ্যে চারিজন নবী আসিয়াছেন: হুদ, সালিহ, শুআইব আর তোমার নবী [অর্থাৎ স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা:)]। বনী ইস্রাইলদের প্রথম নবী মূসা আর সকল নবীর প্রথম আদম এবং তাঁহাদের সর্বশেষ তোমার নবী অর্থাৎ স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা:)।--ইবনে হিব্বান (সহীহ), হাকিম, ইবনে আসাকির, হাকিম-তিরমিযী ও আব্দ বিনে হোমায়দ। ১

গ) আবু হোরায়রার হাদীস

৪৪। রসূলুল্লাহ (সা:) মি'রাজের সুদীর্ঘ হাদীস প্রসঙ্গে উল্লেখ করিলেন যে,

قد اتخذ تك خليلا و حبيبا‘ فهو مكتوب فى التوراة : محمد حبيب الرحمن‘ و ارسلتك الى الناس كافة وجعلت امتك هم الاولون وهم الآخرون‘ و جعلت امتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا انك عبدى و رسولى - وجعلتك اول النبيين خلقا و آخرهم بعثا ...... و جعلتك فاتحا و خاتما -

তাঁহার প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ বলিলেন, আমি আপনাকে খলীল ও হাবীবরূপে গ্রহণ করিয়াছি আর একথা তওরাতে লিপিবদ্ধ আছে: মোহাম্মদ রহমানের হাবীব। আমি আপনাকে সমগ্র মানব-সমাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছি এবং আপনার উম্মতকে (পুনরুত্থান দিবসে) সর্বপ্রথম এবং তাহাদিগকে ইহজগতে সর্বশেষ করিয়াছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার উম্মতগণ ইহা সাক্ষ্যদান করিবে না যে, আপনি আমার দাস এবং রসূল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের কোন সম্ভাষণ (খুতবা) বৈধ হইবে না। আমি সৃষ্টির দিক দিয়া আপনাকে সকল নবীর প্রথম এবং আবির্ভাবের দিক দিয়া আপনাকে তাঁহাদের শেষ করিয়াছি। আপনাকে উদ্‌ঘাটক এবং সমাপ্তকারী করিয়াছি।

১। মুসতদরক (২) ৫৯৭, তফসীর মযহরী (৯) ৭৩৫ পৃঃ।

ইমাম আবু জা'ফর রাযী বলেন, খাতিমের অর্থ নবুওতের শেষকারী আর ফাতিহের তাৎপর্য কিয়ামতে শাফাআতের সূচনাকারী।—বয্যার ও ইব্নে জরীর। ১

৪৫। মিঅ্রাজের নিশীথে,

اتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه الى صخرة' فصلى مع الملائكة فلما قضيت الصلوة' قالوا : يا جبرئل من هذا معك ؟ قال هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين -

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বায়তুল মক্দসে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং সখরার সহিত তাঁহার অশ্ব বল্গা আবদ্ধ করিলেন, অতঃপর ফেরেশতাগণের সহিত নামায পড়িলেন। নামায অন্তে ফেরেশতাগণ বলিলেন, জিব্রীল, আপনার সঙ্গে ইনি কে? জিব্রীল বলিলেন, ইনি আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ (সাঃ) নবীগণের সমাপ্তকারী।—বয্যার।

হয়সমী বলেন, উভয় হাদীসের পুরুষগণ বিশ্বস্ত, শুধু ইহা অনির্দিষ্ট যে, এই হাদীস রুবাইয়অ বিনে আনস আবুল আলীয়ার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন, না অন্য কোন তাবেয়ীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ২

৪৬। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

فضلت على الانبياء بست : اعطيت جوامع الكلم و نصرت بالرعب واحلت لى الغنائم و جعلت لى الارض طهورا و مسجدا وارسلت الى الخلق كافة و ختم بى النبيون -

আমাকে—অন্যান্য নবীগণ অপেক্ষা ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে: আমাকে ভাষার সর্বাংগীন সম্পদ প্রদত্ত হইয়াছে, আমাকে সন্ত্রাসিত করার শক্তি দেওয়া হইয়াছে, আমার জন্য যুদ্ধের লুণ্ঠনকে হালাল করা হইয়াছে এবং মাটিকে আমার জন্য বিশুদ্ধতা

১। তফসীর তবরী (১৫) ৭ ও ৯ পৃঃ; মজমাউয্যওয়ায়েদ (১) ৭১ পৃঃ।

২। মজমাউয যওয়ায়েদ (১) ৬৮ ও ৭২ পৃঃ।

লাভের উপকরণ ও মস্জিদে পরিণত করা হইয়াছে। আমি সমগ্র মানব সমাজের জন্য প্রেরিত হইয়াছি এবং আমার দ্বারা নবীগণকে সমাপ্ত করা হইয়াছে।—আহ্মদ, মুস্লিম, তির্মিযী ও বাগাভী। ১

ঘ) আনস বিনে মালিকের হাদীস

৪৭। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

لما اسرى بى الى السماء قربنى ربى تعالى حتى كان بينى و بينه كقاب قوسين او ادنى' بل ادنى ! قال : يا حبيبى يا محمد' قلت : لبيك يا رب' قال ! هل غمك ان جعلتك أخر النبيين ؟ قلت : يارب لا ! قال : حبيبى' هل غم امتك ان جعلتهم أخر لامم ؟ قلت : يارب لا - قال : ابلغ امتك عنى السلام واخبرهم ان جعلتهم أخر الامم ولا افضحهم -

যেদিন আমার আকাশে নৈশভ্রমণ ঘটিয়াছিল, আমার প্রভু আমাকে তাঁহার এতদূর সান্নিধ্য দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ও আমার মধ্যে দুইটি পরস্পর সংলগ্ন ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধানের তুল্য বা তাহা অপেক্ষাও কম, আরো কম দূরত্ব অবশিষ্ট রহিয়াছিল। আল্লাহ বলিলেন, হে আমার প্রিয়, [হে মোহাম্মদ (সাঃ)!] যদি আমি আপনাকে সর্বশেষ নবী করি, তাহা হইলে কি আপনার পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হইবে? আমি বলিলাম, হে আমার প্রভু, না। পুনশ্চ আল্লাহ বলিলেন, হে আমার বন্ধু, আপনার উম্মতকে সর্বশেষ উম্মতে পরিণত করিলে তাহা কি আপনার উম্মতের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হইবে? আমি বলিলাম, না প্রভু! আল্লাহ বলিলেন, আপনার উম্মতকে আমার সালাম জানাইয়া দিন এবং তাহাদিগকে বলুন যে, আমি তাহাদিগকে সর্বশেষ উম্মত করিয়াছি, এবং আমি কদাচ তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিব না।—খতীব, হয়সমী ও ইবনে জওযী। ২

১। মুসনদ (২) ৪১২, মুসলিম (১) ১৯৯; তিরমিযী (২) ৪১২; মুসলিম (১) ১৯৯; তিরমিযী (২) শরহে সুন্নাহ (Ms) ১৯৫ পৃঃ।

২। কনযুল উম্মাল ১১৫ পৃঃ।

(ঙ) সহল সা'এদীর হাদীস.

৪৮। আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস রসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করিলে হুযুর (সাঃ) তাঁহাকে বলিলেন,

ياعم، اقم مكانك الذى انت فيه، فان الله عزوجل يختم بك الهجرة كما ختم بى النبوة ـ

চাচাজী, আপনি যে স্থানে রহিয়াছেন, সেই স্থানেই থাকুন, আল্লাহ যেরূপ আমার দ্বারা নবুওত শেষ করিয়াছেন, তদরূপ আপনার দ্বারা হিজরতকে সমাপ্ত করিবেন,—তাবারানী, আবুইয়োলা, ইবনে আসাকির, ইবনে নজ্জার।

হয়সমী বলেন, এই হাদীসের অন্যতম বর্ণনাদাতা ইসমাঈল বিনে কয়েস বর্জনীয়। ১

(চ) আবদুল্লাহ বিনে আমার বিনুল 'আসের হাদীস

৪৯। একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট এরূপভাবে আগমন করিলেন যেন তিনি আমাদিগকে চির বিদায় দান করিতেছেন। অতঃপর বলিলেন,

انا محمد النبى الامى ! انا محمد النبى الامى ! ! انا محمد النبى الامى ! ولا نبى بعدى ! اوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، و علمت كم خزنة النار و حملة العرش وتجوز بى و عوفيت امتى فاسمعوا واطيعوا مادمت فيكم، فاذا ذهب بى، فعليكم بكتاب الله !

আমি উম্মী নবী মোহাম্মদ (সাঃ)! আমি উম্মী নবী মোহাম্মদ (সাঃ)! আমি উম্মী নবী মোহাম্মদ (সাঃ), আমার পর আর কোন নবী নাই।

১। মজমাউযযওয়ায়েদ (৯) ২৬৯ পৃঃ।

আমাকে বাক্যের আদি অন্ত এবং পূর্ণত্ব দান করা হইয়াছে! দুযখের প্রহরী কয়জন আর আরশের উত্তোলনকারীদের সংখ্যা কত, তাহা আমি অবগত আছি। আমার কল্যাণে ধর্ম সহজসাধ্য এবং আমার উম্মতের পক্ষে শান্তিদায়ক হইয়াছে। অতএব যত দিন আমি তোমাদের মধ্যে রহিয়াছি, আমার কথা শ্রবণ ও প্রতিপালন কর আর চলিয়া গেলে তোমরা আল্লাহর গ্রন্থের অনুসরণ করিতে থাকিও। —আহমদ।

এই হাদীস ইমাম আহমদ বিভিন্ন সনদের সহিত তাঁহার মুসনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ১

১। মুসনদ (২) ১৭২ ও ২১২ পৃঃ। ইবনেরজবের জামেউল উলুমে ওয়াল হিকাম, ১৮৭ পৃঃ; কনযুল উম্মাল (১) ৪৮ পৃঃ।

পঞ্চম প্রকরণ

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর আর কোন নবী নাই

(ক) আবু হুরায়রার হাদীস

৫৬। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي و انه لا نبي بعدي و سيكون خلفاء فيكثرون -

বনী ইসরাঈলগণের শাসনকার্য নবীগণ পরিচালনা করিতেন, একজন নবীর মৃত্যু হইলে অন্য আর একজন নবী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন, অথচ **নিশ্চয় আমার পর আর কোন নবী নাই।** অবশ্য আমার পর খলীফা হইবেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা অনেক হইবে।—আহমদ, বুখারী ও মুসলিম। ১

৫৭। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

ان بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء كلما ذهب نبي خلفه نبي و انه ليس كائن بعدي نبي فيكم - قالوا فما يكون يا رسول الله ؟ قال : يكون خلفاء فيكثروا -

নবীগণ বনী-ইসরাঈলগণের শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন, একজন নবী চলিয়া গেলে আর একজন নবী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন, কিন্তু **আমার পর তোমাদের মধ্যে আর কোন নবীর অভ্যুদয় ঘটিবে না।** লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাহাহইলে কি হইবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, বহুসংখক খলীফা হইবেন—ইবনে শয়বা ও ইবনে মাজা। ২

১। মুসনদ (২) ২৯৭; বুখারী, ফতহসহ (৬) ৩৬০; মুসলিম (১) ১২৬ পৃঃ।

২। কনযুল উম্মাল (৩) ১৬৯, ইবনেমাজা, ২১২ পৃঃ।

৫৮। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

كلما هلك نبي قام نبي و انه لا نبي بعدي ।

(বনী ইসরাঈলের শাসনকার্য তাঁহাদের নবীরাই চালাইতেন), একজন নবীর মৃত্যু ঘটিলে আর একজন নবী দাঁড়াইতেন, কিন্তু **আমার পর আর কোন নবী নাই।**—ইবনে জরীর। ১

৫৯। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

اني آخر الانبياء و ان مسجدي آخر المساجد - وفي رواية انا خاتم الانبياء ومسجدي خاتم مساجد الانبياء -

আমি নবীগণের শেষ এবং আমার মসজিদ মসজিদসমূহের শেষ। অন্য রেওয়ায়তে আমি নবীগণের সমাপ্তকারী এবং আমার মসজিদ নবীগণের মসজিদসমূহের সমাপ্তকারী—মুসলিম। ২

(খ) সা'দ বিনে আবি ওয়াক্কাসের হাদীস

৬০। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তবুকের যুদ্ধে যাত্রা করেন এবং হযরত আলীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত রূপে মদীনায় রাখিয়া যান। আলী বলেন, আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের সংগে ফেলিয়া যাইতেছেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي -

হযরত মূসার সহিত হারূনের যে সম্পর্ক ছিল, আমার সহিত তোমার সেইরূপ সম্পর্কে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? তফাৎ শুধু এইযে, **আমার পর আর কোন নবী নাই।**—আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও আবু-ইয়োলা। ৩

১। কনযুল উম্মাল (৩) ১৬৮ পৃঃ।

২। মুসলিম (১) ৪৪৬; উম্মাল (৬) ২০৬ পৃঃ।

৩। মুসনদ (১) ২৯৭; বুখারী, ফতহ সহ (৮) ৮৬ পৃঃ, মুসলিম (২) ২৭৮ পৃঃ। মজমাউয যওয়ায়েদ (৯) ১০৯ পৃঃ।

৬১। রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বলিলেন,

انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لانبى بعدى !

হযরত মূসার জন্য যেমন হারূন, তুমিও আমার পক্ষে তেমনি! তফাৎ শুধু এইটুকু যে, **আমার পর আর কোন নবী নাই।** আহমদ ও মুসলিম। ১

৬২। আবু সুফয়ানের পুত্র মুআবীয়া সা'দ বিনে আবি ওয়াক্কাসকে একদা আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

ما منعك ان تسب ابا التراب ؟ فقال سعد : اما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقوله قد خلفه فى بعض مغازيه - فقال له على : يا رسول الله خلفتنى مع النساء والصبيان ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟ الا انه لانبوة بعدى !

আবুতোরাব অর্থাৎ আলীকে গালাগালি করিতে আপনি ইতস্তত: করেন কেন? সা'দ বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে যে তিনটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মরণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি কথা এই যে, কোন অভিযানে রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে পশ্চাদবর্তী করিয়াছিলেন। হযরত আলী বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহর রসুল, আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের দলে পিছনে ফেলিয়া গেলেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন মূসার জন্য যেমন হারূন ছিলেন আমার সহিত তোমার সেইরূপ সম্পর্কে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? তফাৎ শুধু এইটুকু যে, **আমার পর আর নবুওত নাই।**—আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযী। ২

৬৩। মুআবীয়া তাঁহার কোন এক হজ্ব উপলক্ষে আগমন করায় সা'দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। হযরত আলীর কথা উত্থাপিত

১। মুসনদ (২) ১৮৪ পৃঃ, মুসলিম (২) ২৭৮ পৃঃ।
২। মুসনদ (২) ১৮৪, মুসলিম (২) ২৭৮, তিরমিযী [৪] ৩২৯ পৃঃ।

হইলে সা'দ অতিশয় রুষ্ট হইয়া উঠেন এবং বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছিলেন:

من كنت مولاه فعلى مولاه و سمعته يقول : انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لانبى بعدى !

আমি যাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আলীও তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি হে আলী, মূসার জন্য যেমন হারূন তুমি আমার পক্ষে তাহাই। তফাৎ এইটুকু যে, **আমার পর আর নবী নাই।**—ইবনে মাজা। ১

(গ) জরীর বিনে আবদুল্লাহর হাদীস

৬৪। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আলীকে পিছনে রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন হযরত আলী বলিলেন, আপনি আমাকে পিছনে রাখিয়া গেলে লোকেরা কি বলিবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟ الا انه ليس بعدى نبى (او) لا يكون بعدى نبيا -

মূসার জন্য যেমন হারূন ছিলেন, আমার সহিত তোমার সেইরূপ সম্পর্কে তুমি কি সন্তুষ্ট নও? পার্থক্য শুধু এই টুকু যে, **আমার পর আর কোন নবী নাই** (অথবা বলিলেন) **আমার পর আর কেহ নবী হইবেনা।**—আহমদ। ২

৬৫। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, - انه لانبى بعدى আমার পর নবী নাই।— তিরমিযী। ৩

(ঘ) আবদুল্লাহ বিনে উমরের হাদীস

৬৬। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, - لانبوة بعدى ولا وراثة

১। ইবনে মাজা, মবদ্দিমা, ১২ পৃঃ।
২। মুসনদ (৩) ৩৩৮ পৃঃ।
৩। তিরমিযী (৪) ৩০১ পৃঃ।

আমার পর নবুওত নাই এবং আমার কেহ উত্তরাধিকারী নাই—তাবারানী।

হয়সমী বলেন, সনদের অন্যতম রাবী ইয়াহ্ইয়া বিনে ইয়াহ্ইয়া আস্‌লমী দুর্বল। ১

(ঙ) সা'দ বিনে মালিকের হাদীস

৬৭। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, انه لانبي بعدي ۰ আমার পর নবী নাই।—ইবনে সা'দ। ২

(চ) আবু সাঈদ খুদরীর হাদীস

৬৮। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করিলেন, যে আমার পর নবী নাই।—আহমদ, বযযার আবুবকর মতিরী।

হয়সমী বলেন, ইমাম আহমদের সনদের পুরুষগণ আতীঈয়াহ আওফী ছাড়া সকলেই বুখারীর পুরুষ এবং আওফী কে ইবনে মুঈন বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। ৩

(ছ) আবু উমামা বাহেলীর হাদীস

৬৯। বিদায় হজ্বের শেষ দিবস রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহার খুতবায় আদেশ করিলেন,

انه لانبي بعدي ولا امة بعد كم -

(জনগণ অবহিত হও), **আমার পর নবী নাই এবং তোমাদের পর আর উম্মত নাই।**—তাবারানী, ইবনে আসাকির ও ইবনে জরীর।

হয়সমী বলেন, বিবিধ সনদের একটির পুরুষগণ সকলেই বিশ্বস্ত। ৪

১। মজমাউয যওয়ায়েদ (৯) ১১০ পৃঃ।

২। তাবাকাত (৩) ১ম প্রঃ, ১৫ পৃঃ।

৩। মজমাউয যওয়ায়েদ (৯) ১০৯, কন্‌যুল উম্মাল (৬) ১৫০ পৃঃ।

৪। কন্‌যুল উম্মাল (৩) ৬২ ও মজমাউয যাওয়ায়েদ—(৮) ২৬০ পৃঃ।

(জ) বররা'বিনে 'আযিব ও যয়েদ বিনে আরকমের হাদীস

৭০। দারিদ্রের অভিযান অর্থাৎ তবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বলিলেন, মদীনায় হয় আমাকে, নয় তোমাকে অবশ্যই থাকিতে হইবে। অতঃপর তিনি হযরত আলীকে মদীনায় রাখিয়া গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন গাযী রূপে অগ্রসর হইলেন, তখন কতিপয় লোক বলাবলি করিতে লাগিল যে, আলীর কোন কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়াই রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহাকে পিছনে রাখিয়া গিয়াছেন। হযরত আলী ইহা শ্রবণ করিয়া রসূলুল্লাহর (সাঃ) পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলী, তোমার আগমনের কারণ কি? আলী বলিলেন, কতক লোকের ধারণা এই যে, আমার কোন কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া আপনি আমাকে মদীনায় রাখিয়া আসিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,

হে আলী, মূসার সহিত হারূনের যে সম্পর্ক, আমার সহিত তোমার সেই সম্পর্কে তুমি কি সন্তুষ্ট নও? তফাৎ এই যে,

غير انك لست نبي لانه ليس نبي بعدي -

তুমি নবী নও এবং আমার পর আর নবী নাই।

হযরত আলী বলিলেন, নিশ্চয়, হে আল্লাহর রসূল! হুযুর (সাঃ) বলিলেন, ব্যাপারও ইহাই।—ইবনে সা'দ ও তাবারানী।

হয়সমী বলেন, তাবারানীর সনদের পুরুষগণ ময়মুন আবু আবদুল্লাহ বসরী ব্যতীত সকলেই বুখারীর পুরুষ এবং ইবনে হিব্বান ময়মুনকে বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। (১)

(ঝ) আবু যিম্‌মলের হাদীস,

৭১। স্বপ্নফল সংক্রান্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু যিম্মলকে বলিলেন,

---

১। তাবাকাত (৩) ১ম প্রঃ, ১৫ পৃঃ; মজমাউয যওয়ায়েদ (৯) ১১১ পৃঃ।

و اما الناقة التى رايت و رايتنى ابعثها فهى الساعة علينا تقوم

لا نبى بعدى ولا امة بعدى

আর তুমি (স্বপ্নে) যে উষ্ট্রী দেখিয়াছ আর উহা আমাকে পরিচালনা করিতে দেখিয়াছ, উহা হইতেছে কিয়ামত, যাহা আমাদের সময়ে (অর্থাৎ রসূলুল্লাহর [সাঃ] নবুওতের কালের মধ্যে) সংঘটিত হইবে। **আমার পর (কিয়ামত পর্যন্ত) নবী নাই এবং আমার উম্মতের পর (কিয়ামত পর্যন্ত) আর উম্মত নাই**—বয়হকী (দালায়েল)। (১)

(ঞ) তামীম দারীর হাদীস

৭২। কবরের জিজ্ঞাসা সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

فيقول الميت : الاسلام دينى و محمد نبيى و هو خاتم النبيين

فيقولان له : صدقت !

মৃত ব্যক্তি কবরে বলিবে, ইসলাম আমার দ্বীন আর **মোহাম্মদ (সাঃ) আমার নবী এবং তিনি সমস্ত নবীর শেষ**। তখন ফেরেশতা দুই জন বলিবেন, তুমি সত্য বলিয়াছ।—আবূ ইয়োলা ও ইবনো আবিদ্ দুনয়া। ২

(ট) হাবশী বিনে জুনাদা'র হাদীস

৭৩। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বলিলেন,

يا على انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى -

হে আলী, মূসার যেমন হারূন, তুমিও আমার পক্ষে তেমনি, তফাৎ শুধু এই যে, **আমার পর নবী নাই**।—আবুনঈম। ৩

১। তফসীর ইবনে কসীর (৯) ৩৭০ পৃঃ।
২। তফসীর দুররে মনসুর (৬) ১৬৫ পৃঃ।
৩। কনযুল উম্মাল (৬)।

(ঠ) যয়েদ বিনে হারিসার হাদীস

৭৪। রসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট হইতে যয়েদ বিনে হারিসাকে তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পর তাঁহার আত্মীয়গণ লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া যয়েদকে বলিল, আমাদের সংগে চল। যয়েদ বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) পরিবর্তে বা তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও চাইনা। তাহারা রসূলুল্লাহকে (সাঃ) বলিল আমরা এই বালকের জন্য সকল প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত আছি, আপনি বলুন, আপনি কি চান? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

اسالكم ان تشهدوا ان لا اله الا الله و انى خاتم انبيائه و رسله و ارسله معكم -

আমি চাই: তোমরা সাক্ষ্য দান কর যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই এবং **আমি আল্লাহর নবী ও রসূলগণের সমাপ্তকারী**। তোমরা এই সাক্ষ্য দান করিলেই আমি যয়েদকে তোমাদের সংগে প্রেরণ করিব।—হাকিম। ১

(ড) আবূ কবীলার হাদীস

৭৫। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করিয়াছেন যে,

لا نبى بعدى ولا امة بعدكم فاعبدوا ربكم و صوموا شهركم و اطيعوا ولاة امركم تدخلوا جنة ربكم -

আমার পর নবী নাই এবং তোমাদের পর উম্মত নাই, অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর, তোমাদের রামাযান মাসে সিয়াম পালন কর এবং তোমাদের শাসনকর্তাগণের অনুগত থাক, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের প্রভুর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে।—তাবারানী—ও বাগাভী। ২

১। মুসতদরেক (৩) ২১৭ পৃঃ।
২। কনযুল উম্মাল।

(চ) মালিক বিনে হুয়াইরসের হাদীস

৭৬। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করিলেন যে,

و انه لا نبى بعدى -

আমার পর আর নবী নাই।—হাকেম ও তাবারানী। ১

(ণ) আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের হাদীস

৭৭। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, انه لا نبى بعدى -

আমার পর নবী নাই। বযযার।

হয়সমী বলেন যে, আবু বলজ কবীর ছাড়া সনদের বর্ণনাদাতাগণ বুখারীর পুরুষ এবং আবুবলজ বিশ্বস্ত। ২

(ত) আলী বিনে আবি তালিবের হাদীস

৭৮। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলিলেন

خلفتك ان تكون خليفتى' قال اتخلف منك يا رسول الله ؟ قال :
الا ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لنبى بعدى ।

আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য তোমাকে পিছনে রাখিয়াছি। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রসূল, আমি আপনার পিছনে পড়িয়া থাকিব? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, মুসার জন্য যেমন হারূন, আমার জন্য তুমি সেইরূপ হওয়ায় কি সন্তুষ্ট নও? তফাৎ শুধু এই যে, আমার পর নবী নাই।—তাবারানী (আওসত)

হয়সমী বলেন, সনদের পুরুষগণ সকলেই বুখারীর পুরুষ। ৩

(থ) আসমা বিনতে উমায়সের হাদীস

৭৯। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলীকে বলিলেন—

انت منى بمنزلة هارون من موسى' الا انه ليس بعدى نبى -

১। মজমাউয যাওয়ায়েদ (৯) ১০৯ পৃঃ।
২। মজমাউয যওয়ায়েদ (৯) ১১০ পৃঃ।
৩। মজমাউৎযায়েদ (৯) ১০৯ পৃ।

মুসার পক্ষে যেমন হারূণ, তুমি আমার পক্ষে তেমনি। পার্থক্য শুধু এই যে, আমার পর নবী নাই।—আহমদ ও তাবারানী।

হয়সমী বলেন, ফাতিমা বিনতে আলী ব্যতীত সনদের রাবীগণ সকলেই বুখারীর বর্ণনাদাতা এবং ফাতিমা বিশ্বস্ত। ১

(দ) (উর্ম্মুল মু'মেনীন) উম্মে সলমার হাদীস

৮০। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বলিলেন—

اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير انه لانبى بعدى -

মুসার পক্ষে যেমন হারূন ছিলেন, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ হইলে কি সন্তুষ্ট হওনা? তফাৎ এই যে, আমার পর নবী নাই।—আবুইয়োলা ও তাবারানী। ২

(ধ) ইমাম আহমদের হাদীস

৮১। ইবনে বদরান মদখলে ও আবুইয়োলা তাবাকাতে উল্লেখ করিয়াছেন, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল মুসদদদকে লিখিয়া পাঠান যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابابكر خليلا' ولكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا يعنى نفسه ولا نبى بعدى ।

আমি যদি কাহাকেও একমাত্র বন্ধু (খলীল) রূপে গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আবু বকরকেই গ্রহণ করিতাম কিন্তু আল্লাহ তোমাদের সহচর অর্থাৎ স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেই খলীলরূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং আমার পর নবী নাই। ৩

(ন) ইবনে মতাহ্হর ইমামীর হাদীস

৮২। শীআ মযহবের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ইবনে মুতাহ্হর আহলে-সুন্নতগণের বিরুদ্ধে 'মিনহাজুল কারামহ' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন,

১—২। কন্‌যুল উম্মাল (৬' ১৫৪ পৃঃ।
৩। আল্ মদখল, ১১ পৃঃ তাবাকাতুল হানাবিলা; ২৫০ পৃঃ।

ইহার প্রতিবাদে শায়খুল ইসলাম ইবনে তয়মিয়াকে তাঁহার অমূল্য মিনহাজুস সুন্নাহ নামক বিরাট গ্রন্থ রচনা করিতে হইয়াছিল। আহলে-সুন্নতগণের শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইয়াও সত্যের খাতিরে ইবনে মুতাহ্‌হরকে নবুওতের পরিসমাপ্তির হাদীস হযরত আলীর ফযীলত প্রসঙ্গে রেওয়ায়ত করিতে হইয়াছে। তিনি বলেন, তবুক যুদ্ধের সময়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাঁহাকে বলেন,

ان المدينة لا تصلح الا بى اوبك اما ترضى ان تكون منى بمنزلة
هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى -

তুমি অথবা আমি ছাড়া অন্য কেহ মদীনার উপযুক্ত নয়, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, মুসার জন্য যেমন হারূন, আমার পক্ষে তুমিও তেমনি হও, তফাৎ শুধু এই যে, **আমার পর নবী নাই**। ১

১। মিন্‌হাজুস্ সুন্নাহ (২ ১৭৫ পৃঃ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ
ষষ্ঠ প্রকরণ

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর সর্ববিধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নবুওতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

(ক) আনাস বিনে মালিকের হাদীস

৮৩। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করিয়াছেন,

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت' فلا رسول بعدى ولا نبى -

রিসালত ও নবুওত, (এর সূত্র) ছিন্ন হইয়া গিয়াছে অতএব আমার পর **কোন রসূল নাই, কোন নবীও নাই।**—আহমদ ও তিরমিযী।

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ১

(খ) আবু্‌ত্‌তুফায়লের হাদীস,

৮৪। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

لانبوة بعدى الا المبشرات ! قيل وما المبشرات يا رسول الله ؟
قال : الرؤيا الحسنة او قال : الرؤيا الصالحة !

আমার পর নবুওত নাই, শুধু সুসংবাদ সমূহ ছাড়া। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রসূল, সুসংবাদ কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেনঃ উৎকৃষ্ট স্বপ্ন। অথবা বলিলেন, শুভ স্বপ্ন। —আহমদ। ২

গ) আতা বিনে ইয়াসারের হাদীস

৮৫। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

لن يبقى بعدى من النبوة الا المبشرات' فقالوا : وما المبشرات

১। মুসনদ (৩) ২৬৭ পৃঃ ও তিরমিযী (৩) ২৪৮ পৃঃ।
২। মুসনদ (৫) ৪৫৪ পৃঃ।

يا رسول الله ؟ قال : الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح او ترى له -

আমার পর সুসংবাদ ছাড়া নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট রহিবেনা। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রসূল, সুসংবাদ কি! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেম, সৎ ব্যক্তি যে শুভস্বপ্ন দেখিয়া থাকেন বা তাঁহাকে দেখান হইয়া থাকে।—মালিক। ১

ঘ) আবু হুরায়রার হাদীস

৮৬। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

لم يبق من النبوة الا المبشرات ! قالو : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة !

সুসংবাদ ছাড়া নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট নাই। লোকেরা বলিলেন, সুসংবাদ কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, শুভ স্বপ্ন।—বুখারী। ২

৮৭। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

الا لن يبقى بعدى من النبوة الا الرؤيا الصالحة !

শুভ স্বপ্ন ব্যতীত আমার পর নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট রহিবেনা। —নাসায়ী। ৩

ঙ) আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের হাদীস

৮৮। ইব্‌নে আব্বাস বলেন,

كشف رسو الله صلى الله عليه وسلم الستارة وراسه معصوب فى مرضه الذى مات فيه والناس صفوف خلف ابى بكر رضى الله عنه فقال ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم او ترى له -

১। মুওয়াত্তা (২) ২৬৭ পৃঃ।

২। বুখারী, সহীহ (১২) ৩৩১ পৃঃ।

৩। ফতহুলবারী (১২) ৩৩৩ পৃঃ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহার অন্তিম রোগে মাথায় পটি বাঁধা অবস্থায় তদীয় গৃহদ্বারের পর্দা সরাইলেন। সাহাবাগণ হযরত আবু বক্‌রের পিছনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, হে জনগণ, নবুওতের সুসংবাদের মধ্যে আর কিছুই অবশিষ্ট রহিলনা, শুভস্বপ্ন ছাড়া, যাহা মুসলমান দর্শন করে বা তাহাকে দর্শন করান হয়।—আহ্‌মদ, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী ও ইব্‌নে সা'দ। ১

চ) উম্মুল মুমিনীন আয়েশার হাদীস

৮৯। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

لا يبقى بعدى من النبوة شئى الا المبشرات ! قالوا يا رسول الله، وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة يراها الرجل او ترى له !

আমার পর সুসংবাদ ব্যতীত নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট রহিবেনা। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, সুসংবাদ কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, শুভস্বপ্ন! মানুষ যাহা দর্শন করে অথবা তাহাকে দর্শন করান হইয়া থাকে—আহ্‌মদ। ২

ছ) উম্মুমে কুয কাআবীয়ার হাদীস

৯০। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

ذهبت النبوة وبقيت المبشرات -

নবুওত চলিয়া গিয়াছে এবং সুসংবাদ অবশিষ্ট রহিয়াছে। —দারমী ও ইব্‌নে মাজা। ৩

উল্লিখিত আটটি বিশুদ্ধ হাদীসের সাহায্যে কয়েকটি বিষয় সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

১। মুসনদ (১) ২১৯, ফতহুলবারী (১২) ৩৩২, তাবাকাৎ (২) ২ প্রঃ; ১৮ পৃঃ।

২। মুসনদ, (৬) ১১৯ পৃঃ।

৩। মুসনদে দারমী, ২৭৩ পৃঃ ও সুননে ইবনে মাজা ২৮৬ পৃঃ।

প্রথম, নবুওত ও রিসালতের কোন প্রকরণ, গুপ্ত (বাতেনী) বা প্রকাশ্য (যাহেরী), প্রতিফলিত (বরোযী) বা প্রত্যক্ষ (হকীকী) প্রতিচ্ছায়ামূলক (যিল্লী) বা অবয়বী (নফ্সী) কোন কিছুরই অস্তিত্ব রসূলুল্লাহর (সাঃ) মহা প্রয়াণের পর ধরাতলে অবশিষ্ট নাই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিতেছেন, নবুওত ও রিসালতের ছিলছিলা বা সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যাঁহারা সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পর অন্য কোন প্রকার নবুওতের সত্যতা মান্য করার উপায় নাই।

দ্বিতীয়, রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিয়োগের পর কিয়ামত পর্যন্ত মুবাশশরাৎ অর্থাৎ সুসংবাদ বিদ্যমান থাকিবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্পষ্টভাষায় নির্দেশ দান করিয়াছেন যে, সুসংবাদের অধিকারী প্রত্যেক সাধু মুসলমান হইতে পারেন, ইহা নবী বা রসূলগণের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। অতএব কেহ সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কদাচ নবুওত বা রিসালতের দাবী করার অধিকারী হইবেনা। যদি সুসংবাদ লাভ করিয়া কেহ নবুওতের দাবী করিয়া বসে, তবে তাহাকে সত্যবাদী স্বীকার করার উপায় নাই।

তৃতীয়, রসূলুল্লাহর (সাঃ) বাচনিক ইহাও নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায় উক্ত সুসংবাদের অধিকারী হইবেনা। সুসংবাদ ওহী বা ঐশীবাণীর পর্যায়ভুক্ত নয়, উহা কেবল স্বপ্নযোগে দর্শন করা যাইতে পারে। মুসলমানের সত্যিকার স্বপ্ন ছাড়া উহার অন্য কোন মূল্য নাই। অতএব স্বপ্নকে নবুওত বা রিসালত বলিয়া ধারণা করা শুধু অসত্য দাবীই নয়, উহা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়কও বটে।

চতুর্থ, এই হাদীসগুলি দ্বারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইহাও সুস্পষ্ট-ভাবে নির্দেশিত করিয়াছেন যে, তাঁহার পর যেরূপ নবুওত ও রিসালত শেষ হইয়া গিয়াছে, তেমনি তাঁহার পর কোন রসূল ও নবীরও আগমন ঘটার সম্ভাবনা নাই। যাহা অঘটন বলিয়া স্বয়ং

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাব্যস্ত করিয়াছেন, কোন মুসলমান তাহার সম্ভাব্যতার কল্পনাও করিতে পারেনা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, একদল অঘটন ঘটনপটিয়সী—রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে (মআযাল্লাহ) মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার ধৃষ্টতা দেখাইয়াও ক্ষান্ত রহে নাই, তাহারা নবুওতকে মুড়িমুড়কির ন্যায় বস্তু ধরিয়া লইয়াছে এবং ইসলামকেই নবুওত বলিয়া প্রচার করিতেছে! ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন! বাহক বাহিত ও যরফ মযরুফের প্রভেদ যাহাদের অনুভব করার মত হিতাহিত জ্ঞান নাই, তাহারাই নবুওতের ঠিকাদারী গ্রহণ করিতে চায়।

كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا -

সপ্তম প্রকরণ

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর কাহারও নবী হইবার উপায় নাই।

ক) উকবা বিনে আমিরের হাদীস

৯১। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

لو كان نبي بعدى لكن عمر بن الخطاب !

যদি আমার পর কেহ নবী হইতে পারিত তাহা হইলে খত্তাবের পুত্র উমরই নবী হইতেন।—আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম।

হাকেম এই হাদীসের সনদকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং যহবীও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ১

খ) আবু সঈদ খুদরীর হাদীস

৯২। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

لو كان الله باعثا رسولا بعدى لبعث عمر بن الخطاب !

আল্লাহ যদি আমার পর কাহাকেও রসূলরূপে প্রেরণ করিতেন তাহাহইলে খত্তাবের পুত্র উমরকেই প্রেরণ করিতেন।—তাবারানী। ২

১। মসনদে (৪) পৃঃ; তিরমিযী [৪] ৩১৫ ও মুসতদরক তলখীস সহ [৩] ৮৫ পৃঃ।

২। মজমউয়যওয়ায়েদ [৯] ৬৮ পৃঃ।

গ) আবদুল্লাহ বিনে উমরের হাদীস,

৯৩। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উমরকে বলিলেন,

لو كان بعدى نبى لكنته -

আমার পর যদি কেহ নবী হইতে পারিত, তাহা হইলে (হে উমর ।) তুমি নবী হইতে।—খতীব ও ইবনে আসাকির। ১

ঘ) ইসমত বিনে মালিকের হাদীস

৯৪। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

لو كان بعدى نبى لكان عمر -

যদি আমার পর কেহ নবী হইত, তাহাহইলে উমর নবী হইত।—তাবারানী। ২

উমর ফারূকের বৈশিষ্ট,

রসূলুল্লাহর (সাঃ উম্মতগণের মধ্যে হযরত আবু বক্‌র ও হযরত উমর এরূপ অতুল গৌরবের অধিকারী ছিলেন, যে, অপর কোন ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্যন্ত তাঁহাদের সমকক্ষতা করার যোগ্য বিবেচিত হইবেনা। আবু বক্‌র রসূলুল্লাহর (সাঃ) বাচনিক সিদ্দীক আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং উমর ফারূক ছিলেন উম্মতে মোহাম্মদীয়ার (সাঃ) মুহাদ্দস। বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি আবু হুরায়রা ও জননী আয়েশা'র বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)বলিয়াছেন,

لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون' فان يكن فى امتى احد فانه عمر !

তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহে মুহাদ্দস উত্থিত হইতেন। আমার উম্মতে যদি কেহ মুহাদ্দস থাকিয়া থাকেন তিনি উমর ! অন্য রেওয়ায়তে কথিত হইয়াছে,

১। কনযুল উম্মাল (৬) ১৪৭ পৃঃ।

২। মজমউয যওয়ায়েদ (৯) ৬৮ পৃঃ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

لقد كان فيما قبلكم من بنى اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء' فان يكن فى امتى منهم احد فعمر !

তোমাদের পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে একদল লোক নবী না হওয়া সত্বেও মুকাল্লম হইতেন। আমার উম্মতে যদি কেহ মুকাল্লম থাকেন তিনি উমর। ১

উল্লিখিত হাদীস দুইটি দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহাদের ঐশী প্রেরণা লাভ করার যোগ্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) পূর্বে জন্মলাভ করিলে হয়ত তাঁহারা নবী হইতেও পারিতেন, কিন্তু রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর তাঁহারাও কদাচ নবী বা রসূলরূপে অভিহিত হইবার অধিকারী হইবেন না। রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর যদি কাহারও এ অধিকার থাকিত, তাহা হইলে হযরত উমর উপরিউক্ত অধিকার বলে নবী বলিয়া কথিত হইতে পারিতেন। আজ কোন ব্যক্তি, যাহার মুকাল্লম বা মুহাদ্দস হওয়ারও কোন নিশ্চিত প্রমাণ (নস্) মওজুদ নাই, নবুওতের আসনে সমারূঢ় হইবার শওক পোষণ করিলে কোন মুসলমানের পক্ষে তাহার সে আবদার পূর্ণ করার উপায় নাই।

ঙ) আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের হাদীস

৯৫। রসূলুল্লাহর (সাঃ) শিশু পুত্র ইব্‌রাহীম মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছিলেন,

ولو عاش لكان صديقا نبيا !

ইব্‌রাহীম যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে সিদ্দীক ও নবী হইতেন—ইবনে মাজা। ২

এই হাদীসের সনদের কথা আমরা একটু পরেই আলোচনা করিব। এস্থলে এইটুকু বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই হাদীস দ্বারা

১। বুখারী (২) ১৮৯ ; মুসলিম (২ ২৭৬ পৃঃ।

১। সুনানে ইবনে মাজা, ১১০ পৃঃ।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর অন্য কাহারও পক্ষে নবী হওয়ার প্রাকৃতিক অসাম্ভব্যতা প্রমাণিত হইতেছে। অলংকার শাস্ত্রে ইহাকে "তা'লীক বিল মহাল" বলে। কুরআনেও এরূপ বাক্যের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সূরত আয্‌যুখরুফে আল্লাহ বলেন,

قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين -

'হে রসূল (সাঃ)' আপনি বলুন, যদি রহমানের পুত্র থাকিত তাহা হইলে আমি তাহার প্রথম উপাসনাকারী হইতাম—৮১ আয়াত। ইহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর পুত্র থাকা যেরূপ অলীক কথা তদ্রূপ সেই পুত্রকে মা'বূদ মান্য করাও অসম্ভব। এক্ষণে ইবনে আব্বাসের হাদীসের অর্থ পরিষ্কার হইয়া গেল, অর্থাৎ রসূলুল্লাহর (সাঃ) পুত্রের পক্ষে যেরূপ জীবিত থাকা সম্ভবপর ছিলনা, তাঁহার পক্ষে নবুওত লাভ করাও তেমনি সম্ভাবিত নয়।

ইবনে মাজার উপরিউক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী ইব্‌রাহীম বিনে উস্‌মানুল আবাসী—আবু শয়বা কুফীকে নসয়ী ও ইবনে হজর পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন। (১) সুতরাং প্রামাণিকতার দিক দিয়া এই হাদীসের কোনই মূল্য নাই। তথাপি খত্‌মে নবুওতের শত্রুরা এই হাদীসকে তাঁহাদের মতলবের অনুকূলে পেশ করিয়া থাকেন বলিয়া আমরা উহা উল্লেখ করিলাম। ফলতঃ হাদীসটিকে সঠিক বলিয়া মানিয়া লইলেও উহার সাহায্যে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর অন্য নবুওত বাতিল হওয়াই সাব্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে সাহাবাগণের প্রমুখাৎ এই ঘটনাটি সহীহ হাদীস সমূহে যেভাবে বর্ণিত আছে আমরা তাহা উল্লেখ করিব।

চ) আবদুল্লাহ বিনে আবি আওফার হদীস

لو قضى ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعدي -

১। তকরীব, ১৯ পৃঃ; খুলাসা তযহীব, ২০ পৃঃ।

১৬। যদি ইহা নির্ধারিত থাকিত যে, মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) পরও কেহ নবী হইবেন, তাহা হইলে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পুত্র ইব্‌রাহীম জীবিত থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার পর আর কেহ নবী নাই—বুখারী ও ইবনে মাজা। ১

ছ) আনস বিনে মালিকের হাদীস

لو بقي لكان نبيا ولكن لم يكن ليبقى لان نبيكم اخر الانبياء !

১৭। ইব্‌রাহীম যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই নবী হইতেন, কিন্তু তাঁহার বাঁচার কোন উপায় ছিলনা, কারণ তোমাদের নবী সকল নবীর শেষ—আহ্‌মদ, ইবনে মন্দাহ ও ইবনে আবদুল বর। ২

لو قضى ان يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابراهيم -

১৮। রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর যদি কাহারও নবী হওয়া নির্ধারিত থাকিত, তাহা হইলে ইব্‌রাহীম জীবিত থাকিতেন--ইবনে তায়মিয়া। ৩

অষ্টম প্রকরণ

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর নবুওতের দাবীদাররা মিথ্যাক ও দজ্জাল।

ক) আবু হুরায়রার হাদীস

১৯। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন,

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله -

কিয়ামত উত্থিত হইবেনা, যতক্ষণ না ত্রিশজনের কাছাকাছি মিথ্যাক দজ্জাল আবির্ভূত হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেই দাবী করিবে যে, সে আল্লাহর রসূল—আহমদ, বুখারী, মুস্‌লিম ও তিরমিযী। ৪

১। বুখারী (১০) ৪৭৭ পৃঃ, ইবনে মাজা; ১০৯ পৃঃ।
২। ফতহুল বারী (১০) ৪৭৭ পৃঃ; ইবনে মাজা, ১০৯পৃঃ।
৩। মিনহাজুস সুন্নাহ (২) ১২২ পৃঃ।
৪। মুসনদ (২) ২০৭; বুখারী ফতহ সহ (১৩) ৭৬, মুসলিম (২) ৩৯৭, তিরমিযী (৩ ২২৭ পৃঃ।

১০০। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন,

بين يدى الساعة قريب من ثلاثين دجالين كذابين' كلهم يقول : انا نبى ! انا نبى !

কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজনের কাছাকাছি দজ্জাল মিথ্যুক হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেই বলিবে আমি নবী ! আমি নবী !—আহ্‌মদ। ১

১০১। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন,

لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا رجالا كلهم يكذب على الله عز و جل ورسوله صلے الله عليه وسلم !

কিয়ামত উত্থিত হইবেনা, যতক্ষণ না ত্রিশজন মিথ্যুক পুরুষের আবির্ভাব হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের (সা:) উপর মিথ্যারোপ করিবে—আহ্‌মদ, ইব্‌নে শয়বা। ২

খ) জাবির বিনে সমুরার হাদীস

১০২। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন,

ان بين يدى الساعة ثلاثين كذابا دجالا كلهم يزعم انه نبى !

কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজন মিথ্যুক দজ্জালের আবির্ভাব ঘটিবে তাহাদের প্রত্যেকেই দাবী করিবে যে, সে নবী—মুসলিম। ৩

গ) আবদুল্লাহ বিনে উমরের হাদীস

১০৩। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন,

ان بين يدى الساعة ثلاثين دجالا كذابا -

কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজন দজ্জাল মিথ্যুক আবির্ভূত হইবে—আহ্‌মদ, আবূ ইয়োলা ও তাবারানী। ৪

১। মুসনদ (২) ৪২৯ পৃ:।
২। মুসনদ (২) ৪৫০;
৩। ফত হুল বারী (৬) ৪৫৪ পৃ:।
৪। মুসনদ (২) ১১৭; মজমাউয যওয়ায়েদ (৭) ৩৩২ পৃ:।

ঘ) হুযয়ফা বিনুল য়্যামানের হাদীস

১০৪। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন,

فى امتى كذابون و دجالون و انى خاتم النبيين لانبى بعدى !

আমার উম্মতে মিথ্যুকগণের ও দজ্জালগণের আবির্ভাব হইবে, কিন্তু আমি খাতেমুন্ নবীঈন—নবীগণের সমাপ্তকারী, আমার পর নবী নাই—আহ্‌মদ, তাবারানী, বয্‌যার।

হয়সমী বলেন, বয্‌যারের সনদের পুরুষগণ সকলেই বুখারীর পুরুষ। ১

ঙ) সওবানের হাদীস

১০৫। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন,

و اذا وضع السيف فى امتى فلن يرفع الى يوم القيامة و ان مما اتخوف على امتى ائمة مضلين' وستعبد قبائل من امتى الاوثان - وستلحق قبائل من امتى بالمشركين - و ان بين يدى الساعة دجالين كذابين قريبا من ثلاثين كلهم يزعم انه نبى !

আমার উম্মতে নিজেদের ভিতর একবার তরবারি নিষ্কাশিত হইলে কিয়ামত পর্যন্ত উহা আর বিদূরিত করা হইবেনা এবং আমি আমার উম্মতের পক্ষে পথভ্রষ্টকারী নেতাগণকেই ভয় করি ! কিয়ামতের পূর্বে আমার উম্মতের কতিপয় গোত্র প্রতীকপূজারী হইবে এবং আমার উম্মতের কতিপয় দল মুশ্‌রিকদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে এবং কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজনের কাছাকাছি মিথ্যুক দজ্জাল আবির্ভূত হইবে, তাহাদের প্রত্যেকের দাবী হইবে—সে নবী। ইবনে মাজা। ২

১০৬। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন,

و انه سيكون فى امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى و انا خاتم النبيين لانبى بعدى !

১। মুসনদ (৫) ৩৯৬ পৃ:, মযমাউয যওয়ায়েদ ৩৩২ পৃ:, কনযুল উম্মাল (৭/১৭০ পৃ:।
২। ইবনে মাজা, ২৯২ পৃ:।

আমার উম্মতে ত্রিশজন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটিবে, তাহাদের প্রত্যেকেই দাবী করিবে যে, সে নবী! অথচ আমি নবীগণের সমাপ্তকারী, আমার পর কোন নবী নাই। আহ্মদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকিম, বর্কানী, ইবনে হিব্বান ও ইবনে মর্দওয়ে। ১

মিথ্যুক ও দজ্জাল, যাহারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের পর নবুওতের দাবীদার হইবে, তাহাদের সম্পর্কে সিহাহ্ ও সুননের হাদীসগ্রন্থ সমূহে বর্ণিত ও সংকলিত ত্রিশটি হাদীসের মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়া মাত্র আটটি হাদীস উল্লিখিত হইল। পুঁথি বাড়িয়া যাওয়ার ভয়ে অবশিষ্ট হাদীসগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইলনা।

১। মুসনদ (৫) ২৭৮; আবু দাউদ (৪) ১৫৭; তিরমিযী (৩) ২২৭ পৃঃ। মুসতদরক (৪) ৪৫০; ফৎহুল বারী (১৩) ৭৬ পৃঃ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

আমরা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, আল্লাহর রসূল হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্ব লাভের অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ আমরা মুস্নদের নিয়মে একশতটি হাদীস পেশ করিব। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমরা ১০৬টি হাদীস পেশ করিয়াছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইয়াছে। বিদ্যার্থীগণের সুবিধার জন্য হাদীসগুলিকে ৮টি প্রকরণে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইসলামী মতবাদ (Faith) সমূহের মধ্যে রসূলুল্লাহর (সাঃ) খত্মে নবুওত সম্পর্কে যেরূপ বিস্তৃত ও বিশদ বিবরণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং প্রদান করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় অন্য কোন ইসলামী আকীদা এতদপেক্ষা বিস্তৃত ও বিশদাকারে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বাচনিক কথিত হয় নাই। আর এরূপ হওয়াও অপরিহার্য ছিল, কারণ ইসলামের সামগ্রিক রূপায়ণ দুইটি বাস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রথমতঃ সৃষ্টিকর্তার একত্ব, দ্বিতীয়তঃ মানবত্বের একত্ব। আল্লাহর একত্ব যেরূপ তওহীদের উপর কায়েম, মানবত্বের একত্বের আকীদাও তদ্রূপ নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই এক-নেতৃত্বের যে মতবাদ, ইহারই সক্রিয়তার উপর মানব জাতির মহাসম্মেলন এবং খিলাফতে কুব্রার রূপায়ণ সম্ভবপর। যাহারা নবুওতের রুদ্ধ-দ্বার মুক্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে গলদ্ঘর্ম হইতেছেন, তাঁহারা শুধু রসূলুল্লাহর (সাঃ) আগমনের যুগান্তকারী উদ্দেশ্যকে পণ্ড এবং জ্ঞান ও যুক্তির মুক্ত দ্বারকে পুনঃ রুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্রই করিতেছেননা, অধিকন্তু মানব জাতির একত্ব সাধনের প্রধানতম সেতুকে ধ্বংস করিয়া ফেলার প্রয়াসেও তাঁহারা লিপ্ত রহিয়াছেন। ইহারা ইসলামের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে মানবতা এবং স্বয়ং মানব জাতিরও শত্রুতা সাধন করিতেছেন। অতীতে খুলাফায়ে-রাশেদীনের যুগে এবং মুসলমানগণের এক-কেন্দ্রিক শাসনকালে এই দলের অপরাধ মার্জনীয় বিবেচিত হয় নাই। আজ জ্ঞান ও যুক্তির নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে জাতীয় সংহতির সর্বাপেক্ষা বড় দুশমনদের অভিমানের দুর্গ মিসমার করিয়া ফেলা প্রত্যেক বিশ্বাসী ও শিক্ষিত মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

ইমাম মালিক, আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে সা'দ, ইবনে আসাকির, বাগাভী, হাকিম, যহবী, আলী মুত্তাকী, তাবারানী, দারমী, কাযী ইয়ায, ইবনে জরীর তবরী, ইবনে হজর আসকালানী হয়সমী, সৈয়ূতী, ইবনে কাসীর, বয়হকী, আবু নঈম, বয্যার, দয়লমী, ইবনো আবিহাতিম, ইবনে মর্দওয়ে, ইবনে হিব্বান, আব্দ বিনে হুমায়দ, হাকীম-তিরমিযী, খতীব বাগদাদী, ইবনে জওযী, আবুইয়োলা, ইবনে নজ্জার, ইবনে শয়বা, ইবনে তায়মিয়া, ইবনো আবিদ্‌হুনয়া ও ইবনে বদ্‌রান প্রভৃতি আহ্‌লে সুন্নত মুহাদ্দিসগণ এবং শীয়া ফকীহ্‌গণের মধ্যে ইবনে মুত্তাহ্‌হর প্রভৃতি হযরত জুবায়র বিনে মুত্‌ঈম, আবু মুসা আশ্‌আরী, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস, জাবির বিনে আবদুল্লাহ, জাবির বিনে সম্‌রা সওবান—মওলা রসূলুল্লাহ, হুযয়ফা বিনুল ইয়ামান, আবুত্‌তুফায়েল, কা'বুল আহবার, ইর্‌বায বিনে সারিয়া, আবু হুরায়রা, উবাই বিনে কা'ব, আবু সঈদ খুদরী, আবুযর গিফারী, আনাস বিনে মালিক, সহল সাএদী, আবদুল্লাহ বিনে আমর বিনুল আস, সআদ বিনে আবি ওয়াক্‌কাস, আবদুল্লাহ বিনে উমর, সা'দ বিনে মালিক, আবু উমামা বাহেলী, বরা' বিনে আযিব, যায়েদ বিনে আরকাম, আবুযিম্মল, হাবশী বিনে জুনাদা, যায়েদ বিনে হারিসা, আবুকবীলা, আলী বিনে আবি-তালিব, আতা বিনে ইয়াসার, মালিক বিনে হোওয়ায়রস, উক্‌বা বিনে আমির, ইসমত বিনে মালিক, আবদুল্লাহ বিনে আবিআওফা, আসমা বিনতে উমায়স উম্মেসলমা উম্মুল মুমিনীন, আয়েশা উম্মুল মুমিনীন, উম্মে কুর্য কাআবীয়া প্রভৃতি অন্যূন আটত্রিশজন সাহাবী ও সাহাবীয়ার প্রমুখাৎ নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি সম্পর্কে আমাদের উল্লিখিত একশত ছয়টি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তাৎপর্যের দিক দিয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির হাদীস পৌনঃ

পুনিক [মুতাওয়াতর] ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ইসলামের কোন আকীদাই ইহাপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে প্রমাণিত নয়। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নবুওতের পরিসমাপ্তির এই অকাট্য ও সর্বসম্মত মতবাদ যাঁহাদের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়াছে এবং আল্লাহর তওহীদ ও হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) রিসালতের স্বীকৃতিকে ঈমানের কলেমার জন্য যথেষ্ট মনে না করিয়া যাহারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) পরও ভুঁইফোড় ও কপোলকল্পিত নবুওতের ঢক্কা নিনাদিত করিয়া বেড়াইতেছে এবং এই স্বপ্নবিলাসকে অস্বীকার করার অপরাধে যাহারা বিশ্বমুসলিমকে কাফের বানাইবার অপবিত্র স্পর্ধায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কলমের এক আঁচড়ে উল্লিখিত হাদীসগুলিকে উড়াইয়া দিবার অর্বাচীনতায় মত্ত হইয়াছে।

كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا -

তাই আমরা অতঃপর খত্‌মে নবুওতের শত্রুদলের বাগাড়ম্বরগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) নবুওতের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য, ধর্মের পূর্ণতা প্রাপ্তির অকাট্য প্রমাণ, জ্ঞানযুগের অভ্যুদয়ের জ্বলন্ত নিদর্শন এবং জাতীয় ভাবাদর্শের কেন্দ্রীয় নীতি নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি অপরিহার্য ঈমানের (Faith) মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মদনী রসূল মোহাম্মদ আরাবীর (সাঃ) পর কদনী বা কাদিয়ানী রসূল মীর্‌যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবের মনগড়া নবুওতকে প্রতিষ্ঠা করার দুরভিসন্ধিতে পাঞ্জাবী নবীর উম্মতরা এক অভিনব ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই পাড়িয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের নৈয়ায়িকতার সারমর্ম এই যে,

রসূলুল্লাহর (সাঃ) স্পষ্ট নির্দেশ, انـه لانبي بعدى -

"আমার পর কোন নবী নাই" দ্বারা তাঁহার পর নবুওতের পরিসমাপ্তি সাব্যস্ত হয় না। কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নাকি একথাও বলিয়াছেন যে, يأتى نبى الله عيسى بعدى -

আল্লাহর নবী ঈসা আমার পর আগমন করিবেন।

কাদিয়ানী সাহেবান বলেন,—'এই দুইটি হাদীসই হয় একেবারে মিথ্যা, নয় একই অর্থে অসত্য।"

কাদিয়ানী নবুওতের মত কাদিয়ানী স্থায়শাস্ত্রও এক অভিনব চীয! যারা অজ্ঞতাকে স্থায়শাস্ত্র ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে আর আল্লাহর ওয়াহীর রদ ও কবুলের মাপকাঠি স্বরূপ সেই অপূর্ব স্থায়শাস্ত্র অপরের ঘাড়ে চাপাইবার স্পর্ধা রাখে তাহারা ততোধিক অদ্ভুত জীব! যে কেহ ইচ্ছা করিলে সুস্পষ্ট কুরআন ও প্রমাণিত হাদীসকে স্বচ্ছন্দে উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু এই অধিকার যাহারা উপভোগ করিতে চায়, তাহাদিগকে মুসলিম হইবার অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইবেই। আমরা আটত্রিশজন সাহাবার বাচনিক রসূলুল্লাহর (সাঃ) একশত ছয়টী হাদীস দ্বারা নবুওতের পরিসমাপ্তি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত করিয়াছি। "আমার পর নবী নাই" রসূলুল্লাহর (সাঃ) শুধু এই নির্দেশই আমরা এযাবৎ জুবয়র বিনে মুতঈম,—আবদুল্লাহ বিনে আমর বিনুল আস, আবু হুরায়রা, সা'দ বিনে আবিওয়াকাস, জাবির বিনে আবদুল্লাহ, আনাস বিনে মালিক, সওবান—মওলা রসূলুল্লাহ (সাঃ), আবদুল্লাহ বিনে উমর, সা'দ বিনে মালিক, আবু সাঈদ খুদ্‌রী, আবু উমামা বাহেলী, বরা' বিনে আযিব, যায়েদ বিনে আর্‌কম, আবু যিম্মল, আবু কবীলা, মালিক বিনে হুওয়ায়রস, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস, আলী বিনে আবিতালিব, আসমা বিনতে উমায়স ও জননী উম্মে সালমা মোট কুড়িজন সাহাবা ও সাহাবীয়ার প্রমুখাৎ উদ্ধৃত করিয়াছি। সনদ ও মতন, রেওয়ায়ত ওদিরায়ত সকল দিক দিয়াই এই হাদীসগুলি বিশুদ্ধ। কুরআনের স্পষ্ট নস্ কর্তৃক সমর্থিত এরূপ মুতাওয়াতর ও বিশুদ্ধ হাদীসকে মিথ্যা বলার স্পর্ধা কোন মুসলমান করিতে পারেনা।

অথচ চমৎকার ব্যাপার এই যে, যে হাদীসকে ইহার বিরুদ্ধে আমদানী করা হইয়াছে এবং যাহার সাহায্যে এই পৌনঃপুনিক ও পরম বিশুদ্ধ

হাদীসকে মিথ্যা বলার প্রগল্ভতা দেখানো হইয়াছে অর্থাৎ—"আল্লাহর নবী ঈসা আমার পর আগমন করিবেন" ঠিক এই শব্দ বা মতনের (Text) কোন হাদীসের অস্তিত্ব হাদীসের বিশ্বস্ত গ্রন্থসমূহে আদৌ নাই। সনদ আর উল্লেখের বালাই এর ধার পাঞ্জাবী নবীর উম্মতরা কোন দিনই ধারেন না। আমাদের এ উক্তি কাদিয়ানী সাহেবান অশোভন বিবেচনা করিলে এই মতনের হাদীস - يأتي نبي الله عيسى بعدي সহীহ সনদ সহকারে হাদীসের প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া দেখাইবার জন্য আমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছি। তাহারা তাহাদের সমবেত শক্তিকে একত্রিত করিয়াও যদি ইহা প্রদর্শন করিতে পারেন, আমরা আমাদের উক্তি প্রত্যাহার করিয়া লইব এবং তাহাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিব, অন্যথায় আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, জাল হাদীস আর মিথ্যা উদ্ধৃতি দ্বারা তাঁহারা অজ্ঞ মুসলমানদিগকে প্রতারিত করিতে চাহেন। সাধারণ এবং সুলভ পুস্তকাদি হইতে তাহাদের প্রতারণামুলক উদ্ধৃতির প্রমাণ আমরা একাধিকবার প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু এসকল অভিযোগের আজ পর্যন্ত তাহারা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ প্রদান করেন নাই।

প্রকৃতপক্ষে মর্‌য়ঈমের পুত্র হযরত ঈসার (আঃ) অবতরণ করার সংবাদ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি সিহাহের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। কোন হাদীসে বলা হইয়াছে, - ينزل فيكم ابن مريم

তোমাদের মধ্যে মরঈয়মের পুত্র অবতরণ করিবেন, কোনটায় কথিত হইয়াছে, - لينزلن ابن مريم

মর্‌ঈয়মের পুত্র অবশ্যই অবতীর্ণ হইবেন, কোন হাদীসে উক্ত হইয়াছে, - فينزل عيسى ابن مريم

অতঃপর মর্‌ঈয়মের পুত্র ঈসা অবতরণ করিবেন। কোন কোন হাদীসে বলা হইয়াছে,

- فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق

মসীহ পূর্ব দেমশকের শুভ্র স্তম্ভের নিকট অবতরণ করিবেন। (১)

হযরত ঈসার (আঃ) অবতরণের সংবাদ বিশুদ্ধ হইলেও খত্‌মে নবুওতের হাদীসের ন্যায় অকাট্য ও পৌনঃপুনিক নয়। নবুওতের পরিসমাপ্তি একাধারে স্পষ্ট কুরআন এবং অকাট্য ও পৌনঃপুনিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু হযরত ঈসার অবতরণের সংবাদ এই প্রণালীতে প্রমাণিত হয় নাই। নবুওতের পরিসমাপ্তির হাদীস মুতাওয়াতর, পৌনঃপুনিক এবং বিপুলসংখ্যক রাবীর প্রমুখাৎ বর্ণিত, নযুলে-ঈসার হাদীস আহাদ—(احاد)। নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির হাদীস দ্ব্যর্থহীন এবং একেবারে সুস্পষ্ট, কিন্তু হযরত ঈসার (আঃ) অবতরণ সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ ঘটিতে পারে এবং ঘটিয়াছে. সুতরাং অসুলে হাদীসের নিয়ম অনুসারে নযুলে ঈসার (আঃ) হাদীসকে খতমে নবুওতের হাদীসের সমকক্ষ কোন ক্রমেই স্বীকার করা যাইতে পারেনা, নাসিখ (খণ্ডনকারী) মান্যকরা তো বহুদূরের কথা!

আর অসুলে হাদীসের নিয়ম কানুনগুলিকে অস্বীকার করিয়া কিছুক্ষণের জন্য উভয় হাদীসকে সকল দিক দিয়া সমতুল্য স্বীকার করিয়া লইলেও 'নযুলে ঈসার' হাদীসদ্বারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সর্বশেষ নবী হওয়া কোনক্রমেই বাতিল হইতে পারেনা। কোন সহীহ হাদীস প্রকৃতপক্ষে অপর সহীহ হাদীসের কস্মিনকালেও বিরুদ্ধ নয়, যাহা প্রতিকূল বলিয়া কাদিয়ানী সাহেবান অনুমান করিতেছেন, তাহা হয় তাহাদের অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টিবিভ্রম, নয় ইচ্ছাকৃত প্রতারণার ফাসাদ। কুরআনের এক আয়াতের সহিত অপর আয়াতের বা সহীহ হাদীসের অথবা এক সহীহ হাদীসের সহিত অপর সহীহ হাদীসের সামঞ্জস্য প্রমাণিত করাই প্রজ্ঞাশীল আলেমগণের কর্তব্য, কোন বিষয়কে বুঝিতে না পারিয়া উহার সত্যতাকে উড়াইয়া দিবার রীতি বিদআতী ও মূর্খদের পরিগৃহীত তরীকা। 'খত্‌মে-নবুওত' আর 'নযুলে-ঈসা'র

১। বুখারী (২) ১৮, ৪৮ ও ১৬৪ পৃঃ; মুসলিম (১) ৮৭ ৩১২ ও ৫০১ পৃঃ; আবু দাউদ (৪) ২০০ পৃঃ; তিরমিযী (৩) ২০২ ও ১০৬ পৃঃ।

মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ রহিয়াছে কিনা, এবং যাহাকে বিরোধ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, তাহা সুসমঞ্জস বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে কি না আমরা এক্ষণে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

انه لا نبي بعدي - "আমার পর আর নবী নাই"।

হাদীসটি বিভিন্ন মতনে (Text) রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রমুখাৎ প্রমাণিত হইয়াছে। যথা, সা'দ বিনে আবি ওয়াক্কাসের রেওয়ায়তে আছে, انه لا نبي بعدي - আমার পর নবুওত নাই—আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী। আবু হুরায়রার রেওয়াতে আছে لم يبق من النبوة -

নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট নাই—বুখারী।

আতা বিনে ইয়াসরের রেওয়ায়তে আছে, لن يبقى بعدي من النبوة - আমার পর নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট রহিবেনা—মুওয়াত্তা ইমাম মালিক। জননী আয়েশার রেওয়ায়তে আছে, لا يبقى بعدي من النبوة شيئا - আমার পর নবুওতের কণামাত্রও অবশিষ্ট রহিবেনা—আহমদ।

আবু হুরায়রার আর এক রেওয়ায়তে আছে, انه ليس كائن بعدي نبي فيكم আমার পর তোমাদের মধ্যে আর কোন নবীর অভ্যুদয় ঘটিবেনা—ইবনে মাজা ও ইবনে শয়বা।

"আমার পর কোন নবী নাই" রসূলুল্লাহর (সাঃ) এই নির্দেশের পরিপোষক হইতেছে উপরিউক্ত হাদীসগুলি-সমুদয় হাদীস একত্রিত ভাবে মিলাইলে তাৎপর্য সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকেনা এবং সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর কাহাকেও নবুওত দান করা হইবেনা, তাঁহার পর আর কেহই নবীর আসনে অধিষ্ঠিত হইবেন না অর্থাৎ সোজা কথায়—রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর আর কেহ নবী হইবেন না। তাঁহার পূর্বে কেহ নবী ছিলেন কিনা এবং পূর্ববর্তী কোন নবী পৃথিবীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবেন কিনা সেসব বিষয়ের সহিত (لا نبي بعدي) "আমার পর কোন নবী নাই" হাদীসের পূর্বাপর কোনই সম্পর্ক নাই। হযরত ঈসার (আঃ) অবতরণ দ্বারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর অন্য কাহারো নবী হওয়া বা অন্য কোন

ব্যক্তির নবুওত লাভ করা অথবা অন্য কাহারো পক্ষে নবুওতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া কেমন করিয়া প্রতিপন্ন হইবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) যদি আদেশ করিতেন, আমার পূর্ববর্তী কোন নবীর পৃথিবীতে পুনরাগমন ঘটিবেনা, তাহা হইলে বরং কতকটা কথা চলিতে পারিত, তিনি বলিতেছেন, আমার পর কাহাকেও নবুওত দান করা হইবেনা, ইহার সহিত হযরত ঈসা, ইদ্রিস ও ইল্‌য়াসের নবুওতের কি সম্পর্ক? হযরত ঈসাকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর নবুওত দান করা হইয়াছিল কি? তিনি কি রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর নবীর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন? ঈসা কি মোহাম্মদের (আলায়হিমাস্ সালাম) পরবর্তী নবী? আমরা জানি কাদিয়ানী সাহেবান পরবর্তী ও পূর্ববর্তীর মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করিতে চান না এবং মুসলমানগণ রসূলুল্লাহর (সাঃ) পরবর্তী নবীর আগমন বিশ্বাস করেন না বলিয়া কাদিয়ানীরা নূতন পুরাতন নবীর প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, চিত্ত ওয়াহীর ভাষাদ্বারা কেবল পরবর্তী নবীর আগমনই নিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের এ বিদ্রূপবাণের প্রকৃত লক্ষ স্থল কে, তাহা বিবেচনা করার মত সদ্‌বুদ্ধি তাঁহাদের মধ্যে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওতের বৈশিষ্টকে উড়াইয়া দিতে যাহারা কৃতসংকল্প, হযরতের ওয়াহী লইয়া বিদ্রূপ করিতে তাহারা সংকোচবোধ করিবে কেন?

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহার ওয়াহীর পবিত্র রসনায় উচ্চারণ করিতেছেন, 'আমার পর নবী নাই,' আর তাঁহাকে মা'আযাল্লাহ্ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য কাদিয়ানী সাহেবান তাঁহার পূর্ববর্তী নবী ঈসাকে দেখাইয়া বলিতেছেন, ঐ দেখ। রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওয়াহী সত্য নয়, তাঁর পরবর্তী নবী হইতেছেন ঈসা মসীহ। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন!

* * * *

কিয়ামতের বিভিন্ন নিদর্শন যথা—ইয়াজুজ মাজুজের উত্থান, দাব্বাতুল আর্‌যের নিক্রমণ, দজ্জালের অভ্যুদয় প্রভৃতির ন্যায়

ঈসা বিনে মর্‌ঈয়মের আকাশ হইতে অবতরণ মহাপ্রলয়েরই একটি সংকেত। কুরআনের সূরা আয্‌যুখ্‌রুফে পরিষ্কারভাবে তাঁহার অবতরণকে কিয়ামতের নিশানী বলা হইয়াছে,

وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها -

এবং নিশ্চয় তিনি মহামুহূর্তের একটি স্পষ্ট নিদর্শন, এ বিষয়ে তোমরা সন্দিগ্ধ হইওনা,—৬১ আয়াত।

কাদিয়ানী সাহেবান বলেন, শায়খুল ইস্‌লাম ইবনে তায়মিয়া এবং তদীয় ছাত্র হাফিয ইবনুল কাইয়েম প্রভৃতি হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এ অভিমত তাঁহারা তাঁহাদের কোন্ গ্রন্থের কত পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ প্রদান করা কাদিয়ানী সাহেবান তাঁহাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী আবশ্যক মনে করেন নাই। এ সম্পর্কে শায়খুল ইসলামের নিজস্ব উক্তি আমরা তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল-জওয়াবুস্ সহীহ্" হইতে উধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,

و قد اخبر ان المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدى ينزل الى الارض على المنارة البيضاء مشرقى دمشق فيقتل مسيح الضلالة و هذا هوالذى تنتظر اليهود -

এ কথার সংবাদ নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে যে, মর্‌ঈয়মের পুত্র ঈসা মসীহ, যিনি হিদায়তের মসীহ, পূর্ব দেমশকের শুভ্র স্তম্ভের উপরে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন এবং গোমরাহীর মসীহকে হত্যা করিবেন, এই গোমরাহীর মসীহের জন্য ইয়াহুদরা অপেক্ষমান হইয়া রহিয়াছে, তাহারা মর্‌ঈয়মের পুত্র ঈসার অবতরণকে অস্বীকার করে আর বলিয়া থাকে যে, পয়গম্বররা মরঈয়মের পুত্রের কথা বলেন নাই, গোমরাহীর মসীহের আগমনের কথাই বলিয়াছেন। ইস্‌ফিহানের ৭০ হাজার বিদ্বান ইয়াহুদী তাহার অনুগমন করিবে

এবং মুসলমানগণ মরঈয়মের পুত্র ঈসার সমবায়ে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিবেন. (১) ৩৩৬ পৃঃ। ইবনে তায়মিয়ার উক্তির সাহায্যে জানা যাইতেছে যে তিনি মরঈয়মের পুত্র হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটার অভিমত পোষণ করেন না বরং দেমশ্‌কে তাঁহার আকাশ হইতে অবতীর্ণ হওয়ার কথাই বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার উক্তিতে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, মুসলমানগণ মরঈয়ম পুত্র ঈসার পুনরাগমনের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকেন. অন্য কাহারো আবির্ভাবকে বিশ্বাস করেননা. ইয়াহুদীরাই তাঁহার পরিবর্তে অন্য মসীহের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। কাদিয়ানী সাহেবান ইমাম ইবনে তায়মিয়ার নাম শুনাইয়া নিরীহ মুসলমানদিগকে চমকাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন এক্ষণে ইবনে তায়মিয়ার প্রকৃত অভিমত যাহা, তাহারা তাহা মানিয়া লইবেন কি? শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া আরও লিখিয়াছেন মুসলমান আর খৃষ্টানগণ এ বিষয়ে একমত যে, হিদায়তের মসীহ হইতেছেন মরঈয়মের পুত্র ঈসা এবং আল্লাহ তাঁহাকেই রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনিই দ্বিতীয় বার আগমন করিবেন, কিন্তু মুসলমানগণ বলেন,

انه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يبقى دينا الا دين الاسلام ويؤمن به اهل الكتاب اليهود والنصارى كما قال تعالى : و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته والقول الصحيح قبل موت المسيح وقال تعالى و انه لعلم الساعة فلا تمترن بها -

তাঁহার আগমন কিয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে ঘটিবে, তিনি গোমরাহীর মসীহ অর্থাৎ দজ্জালকে হত্যা করিবেন, ক্রুশকে বিধ্বস্ত এবং শূকরকে হত্যা করিবেন, ইসলাম ছাড়া তখন অন্য কোন ধর্ম রহিবেনা এবং সমুদয় আহ্‌লে কিতাব—ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তাঁহার উপর ঈমান আনিবে, যেরূপ আল্লাহ বলিয়াছেন,

গ্রন্থধারীগণের মধ্যে এমন কেহই রহিবেনা যে, হযরত ঈসার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে না। ইবনে তায়মিয়া বলেন, "তাঁহার মৃত্যু"র অর্থ মসীহের মৃত্যুই সঠিক অর্থ, গ্রন্থধারীদের মৃত্যু নয়। আল্লাহ আরও বলিয়াছেন, হযরত ঈসার আগমন কিয়ামতের লক্ষণ, সে বিষয়ে তোমরা সন্দিগ্ধ হইও না,—আলজওয়াব (১) ৩৪১ পৃঃ!

প্রিয় পাঠক পাঠিকা, আপনারা দেখিলেন ইমাম ইবনে তায়মিয়া হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া—কিরূপ অভিমত পোষণ করিয়াছেন। ইহাই হইতেছে কাদিয়ানী সততার নমুনা!

তারপর হযরত ঈসার যদি মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি আর কাদিয়ানী সাহেবানের কি লাভ? তাঁহারা কি কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণিত করিতে পারিবেন যে, ঈসা মসীহ পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করিয়া তাঁহার নবুওত প্রতিষ্ঠা করার কার্যে লাগিয়া যাইবেন? তাঁহার উপর নূতন করিয়া ঈমান আনার জন্য তিনি মুসলমানদিগকে বাধ্য করিবেন? আর যাহারা নূতন করিয়া তাঁহার কলেমা পড়িবেনা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শেষ নবী বরণ করার অপরাধে তিনি তাহাদিগকে মিল্লতে-ইস্‌লাম হইতে খারিজ করিয়া দিবেন? রসূলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার নবুওত প্রতিষ্ঠা করার বিপরীত উম্মতে-মোহাম্মদীয়ার তৎকালীন ইমামের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইবেন এবং তাঁহার পিছনেই নামায পড়িতে থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নে দশটি হাদীস উল্লিখিত হইতেছে:

১। ইমাম আহ্‌মদ, বুখারী, মুসলিম, ইবনে জরীর, ইবনে হিব্বান প্রভৃতি আবু হুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

كيف انتم اذا انزل عيسى ابن مريم فيكم و اما مكم منكم

তোমাদের তখন কি অবস্থা ঘটিবে, যখন তোমাদের কাছে মরইয়মের পুত্র ঈসা অবতীর্ণ হইবেন এবং তোমাদের নেতা তোমাদের মধ্যেই অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীয়াতেই মওজুদ থাকিবেন? ১

২। মুসলিম স্বীয় সহীহ গ্রন্থে ও আবু নঈম তাঁহার মুসনদে জাবির বিনে আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ এক দীর্ঘ হাদীস প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

فينزل عيسى ابن مريم، فيقول اميرهم، صل لنا، فيقول : لا ان بعضكم على بعض امير تكرمة من الله لهذه الامة -

অতঃপর হযরত ঈসা অবতরণ করিবেন, মুসলমানগণের নেতা তাঁহাকে বলিবেন, আপনি আমাদের নামাযের ইমামত করুন। হযরত ঈসা বলিবেন, না! আল্লাহর পক্ষ হইতে এই উম্মতকে গৌরব দান করা হইয়াছে যে, তোমরাই পরস্পরের শাসন কর্তা! ২

৩। আবু নঈম আবু সাঈদ খুদরীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

و الامام منا الذى يصلى عيسى ابن مريم خلفه -

ইমাম আমার উম্মত হইতে হইবেন যাঁহার পিছনে হযরত ঈসা নামায পড়িবেন।

৪। ইবনে মাজা, আবু ওয়ায়না, ইবনে খুযায়মা, হাকিম, আবু নঈম (হিল্য়ায়) ও যিয়া মকদসী আবু উমামা বাহেলীর প্রমুখাৎ বর্ণিত এক সুদীর্ঘ হাদীস প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

و امامهم المهدى رجل صالح فبينما امامهم قد تقدم ليصلى بهم الصبح، اذ نزل عليهم عيسى ابن مريم وقت الصبح، فيرجع الامام ينكص

১। বুখারী ফতহ সহ (৬) ১৫৮ পৃঃ; মুসলিম ৭৮ পৃঃ।
২। মুসলিম (১) ৮৭ পৃঃ।
৩। ফতহুল বারী (মীরী) ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৫৮ পৃঃ।

يمشى القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه، ثم يقول له : تقدم، فصل، فانها لك اقيمت، فيصلى بهم امامهم !

মুসলমানগণের ইমাম জনৈক সাধু ব্যক্তি মহ্দী হইবেন। একদা তাহাদের ইমাম ফজরের জামাআতের ইমামত করার জন্য অগ্রসর হইবার সময়ে হযরত ঈসা অবতীর্ণ হইবেন, মুসলিম জামাআতের ইমাম মহ্দী হযরত ঈসাকে অগ্রণী করার জন্য তাড়াতাড়ি পিছনে হটিয়া আসিবেন, কিন্তু ঈসা তাঁহার দুই কাঁধের মাঝে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিবেন, আপনি অগ্রসর হউন এবং নামায পড়ান, আপনার ইমামতেই জামাআত দাঁড়াইয়াছে। অতঃপর মুসলমানদের ইমাম নামায পড়াইবেন। ১

৫। হযরত হুযায়ফার বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

فيصلى خلف رجل من ولدى -

হযরত ঈসা আমার জনৈক বংশধরের পশ্চাতে নামায পড়িবেন।

৬। জাবিরের অন্য রেওয়ায়তে কথিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

تقدم يا روح الله، فيقول ليتقدم امامكم فليصلى بكم -

মুসলমানগণ বলিলেন, হে রূহুল্লাহ, আপনি নামায পড়ান। তিনি বলিবেন, তোমাদের ইমামকে অগ্রণী হইয়া নামায পড়াইতে হইবে—আহমদ। ২

৭। হাফিয আবু আমর তাঁহার সুননে জাবিরের প্রমুখাৎ ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

هذه الامة امراء بعضهم على بعض -

১। কনযুল উম্মাল (৭) ১৯০ পৃঃ, ফতহুল বারী (৬) ৩৫৮ পৃঃ।
২। ফতহুল বারী (৬) ৩৫৮ পৃঃ।

হযরত ঈসা বলিবেন, এই উম্মত পরস্পর পরস্পরের শাসনকর্তা।

৮। হাফিয ইবনে হয্‌মও উপরিউক্ত মর্মের হাদীস জাবিরের বাচনিক উধৃত করিয়াছেন। ১

৯। আবদুল্লাহ্ বিনে আম্‌র বিনুল 'আস বলিয়াছেন যে,

المهدى الذى ينزل عليه عيسى ابن مريم ويصلى خلفه عيسى -

মহ্‌দীর সময়ে মর্‌ইয়মের পুত্র ঈসা অবতরণ করিবেন এবং মহ্‌দীর পিছনেই ঈসা নামায পড়িবেন।

১০। ইবনে সীরীন বলেন,

المهدى من هذه الامة وهوالذى يؤم عيسى ابن مريم -

মহ্‌দী উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং তিনিই হযরত ঈসার ইমামত করিবেন।—ইবনো আবি শয়বা।

"মানাকিবুশ্‌শাফেয়ী" গ্রন্থে আবুল হাসান আবাদী লিখিয়াছেন: উপর্যুপরিভাবে সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে যে, মহ্‌দী এই উম্মতেরই একজন এবং হযরত ঈসা তাঁহার পিছনে নামায পড়িবেন।

হযরত ঈসার মুসলমানের জামাআতের ইমামত না করার তাৎপর্য সম্বন্ধে ইমাম ইবনে জওযী যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ করা কর্তব্য। তিনি বলেন:—

যদি হযরত ঈসা অগ্রসর হইয়া ইমামত করিতেন, তাহাহইলে একটি সমস্যার উদ্ভব হইতে পারিত, ইহা বলা যাইতে পারিত যে, তিনি প্রতিনিধি অথবা শরীঅতের সূচনাকারী হিসাবেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সন্দেহের নিরসনকল্পে তিনি মুক্তদী হইয়াই নামায পড়িবেন যাহাতে রসূলুল্লাহর (সা:) স্পষ্ট নির্দেশ **"আমার পর নবী নাই"** কোন প্রকার সন্দেহের ধুঁয়ায় মলিন না হয়। যুগের শেষ ও মহাপ্রলয়ের নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও হযরত ঈসার

১। আল মুহাল্লা (১) ৮ ও ৯ পৃঃ।

এই উম্মতেরই জনৈক ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ার ব্যাপার দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী কোন সময়েই আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠাতা হইতে শূন্য হইবেনা। ১

উল্লিখিত হাদীসগুলি দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহও সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হইতেছে—

(ক) হযরত ঈসা পৃথিবীতে পুনরাগমন করিয়া তাঁহার নবুওতের প্রতিষ্ঠাকল্পে সচেষ্ট হইবেন না।

(খ) তিনি মুসলিম বাহিনীর তৎকালীন শাসনকর্তার অনুগমনকারী হইবেন। হযরত দাউদের জীবনে ইহার নযীর কুরআনেও বিদ্যমান রহিয়াছে।

(গ) হযরত ঈসা সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে তাঁহাদের ইমামের পিছনে নামায পড়িবেন। নিজের পৃথক ধর্মীয় গোঠ তিনি রচনা করিবেন না, সাধারণ মুসলমানের পিছনে নামায পড়িতে আপত্তি করিবেন না এবং তাহাদের জানাযায় শরীক হইবার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিবেন না।

(ঘ) তাঁহার নবুওতের কোন প্রশ্নই তখন উঠিবেনা।

হযরত ঈসার নযুলের পর তাঁহার পরিচয় লাভ করা এবং তাঁহার উপর ঈমান আনা পৃথিবীর সমুদয় মুসলমানের উপর ফর্‌য, ইহার কোন প্রমাণ কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে বিদ্যমান নাই। কোন ভবিষ্যদ্বাণীর তাশাখ্‌খুস ও তাআইয়ুন—প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা এবং উহা নির্ধারণ করা ঈমানীয়াতের ক্ষুদ্রতম অংশও নয়, শুধু বিশ্বাস করিয়া লওয়াই যথেষ্ট। ঈসা, দজ্জাল, মহ্‌দী, দাব্বাতুল আর্‌য, ইয়াজুজ মাজুজ—প্রভৃতিকে চিনিয়া বাহির না করা পর্য্যন্ত কেহ মুসলমান হইবেন না, এরূপ আকীদা বিদ্‌আতে যলালা ও মূর্খতাব্যঞ্জক।

ومن ادعى خلافه فعليه البيان -

১। ফতহুল বারী (৬) ৩৫৮ পৃঃ।

যাহা না চিনিলেই নয়, আর যাহা না করিলে চলিবেনা, তাহা রসূলুল্লাহ (সাঃ) চিনাইয়া ও তাহার নির্দেশ দান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন. বিশ্বাস ও ইতিকর্তব্যের তালিকা শেষ হইয়া-গিয়াছে বলিয়াই রসূলুল্লাহ (সাঃ) শেষনবী এবং তাঁহার উম্মত আখেরী উম্মত। এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ফযীলত এই যে, জ্ঞানযুগের সুব্‌হে-সাদিকে ইহার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, অনির্দিষ্ট ও অতীন্দ্রিয় সংস্কার ও দাবীর সত্যতা বিচার করার পুরাতন ঝঞ্ঝাট হইতে আল্লাহ জ্ঞান-যুগের প্রদীপ্ত ভাস্কর মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) বদওলতে এ উম্মতকে মুক্তি দিয়াছেন। ইবনে হজর মক্কী 'খয়রাতুল হিসান, গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইমামে-আ'যম আবু হানীফার (রহঃ) সময়ে জনৈক ব্যক্তি নবুওতের দাবী করিয়াছিল এবং প্রমাণের বেলায় নবুওতের নিদর্শন প্রদর্শন করার জন্য কয়েক দিবসের অবসর চাহিয়াছিল। হযরত ইমাম ফত্‌ওয়া দেন যে, উহার কাছে যেব্যক্তি নবুওতের নিশান তলব করিবে, সে কাফির হইয়া যাইবে, কারণ সে প্রকৃত প্রস্তাবে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র নির্দেশ—"আমার পর নবী নাই" কে অবিশ্বাস করিতেছে।

আজ কোন নিশানী দেখাইয়া অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়া এবং কলেরা ও প্লেগের বাহন সাজিয়া রসূলুল্লাহর (সাঃ) শেষ নবী হওয়া বাতিল করার উপায় নাই। হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) আগমন সম্পর্কে হযরত ঈসার যেরূপ স্পষ্ট সুসংবাদ বর্ণিত ছিল, ঠিক সেইরূপ রসূলুল্লাহর (সাঃ) পরবর্তী যুগেও নবুওত দানকরা হইবে এবং কোন ব্যক্তিকে নবী বানানো হইবে, স্পষ্ট কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তাহা প্রমাণিত না করা পর্যন্ত এবং কুরআনের মুহাকম আয়ত "মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল এবং নবীগণের শেষ এবং সমাপ্তকারী" এবং "আমি নবীগণের শেষ" "আমি নবীগণের সমাপ্তকারী" 'আমি নবুওতের প্রসাদের শেষ ইষ্টক", "আমার পর কেহ নবী হইবেনা" ইত্যাদি রসূলুল্লাহর (সাঃ) বলিষ্ঠ ও মুতাওয়াতর

হাদীসকে ওসূলের সূত্রানুসারে অসত্য অথবা মনসুখ সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত কোন গলাবাজি, তোড়জোড় কশফ ও ইলহামের আস্ফালনকে আহলে-হাদীস ও আহলে সুন্নতগণ একটি কাণাকড়ির সমানও মূল্য প্রদান করিবেননা। কাদীয়ানী সাহেবান প্রমাণ-প্রয়োগের এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে রাযী আছেন কি ?

অবশ্য কাদীয়ানী সাহেবান হীলা বাহানা ছাড়িয়া দিয়া যদি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারেন যে, তাঁহাদের ধর্মে কুরআন ও সুন্নতে সহীহা ইসলামী আকীদার কবুল ও রদ্দের মানদণ্ড নয়, তাহা হইলে আমরা অতঃপর তাঁহাদের কাছে উপরিউক্ত নিয়মে তাঁহাদের দাবীর প্রমাণ তলব করিব না, তখন তাঁহাদের দাবী, কশ্‌ফ, ইল্‌হাম ইত্যাদি আমরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাচাই করিয়া দেখিব।

سنبھل کے رکھنا قدم دشت خار پر اے مجنون'
کہ اس نواح میں سودا برهنه پا بھی ہے !

ঈসা ও মহ্‌দী,

হযরত ঈসা ও মহ্‌দী সম্বন্ধে যে হাদীসগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং মহ্‌দী সম্বন্ধে আরও যে সকল হাদীস বর্ণিত আছে, সেগুলি পাঠ করিলে একটি কথা অবিসম্বাদিত রূপে জানা যায় যে, নাম, পরিচয় ও আচরণ সকল দিক দিয়াই হযরত ঈসা ও মহ্‌দী স্বতন্ত্র ব্যক্তি। অথচ কাদীয়ানী সাহেবান স্বীয় অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য ঈসা ও মহ্‌দীকে অভিন্ন ব্যক্তি সাব্যস্ত করিতে চাহেন এবং মহ্‌দী সম্পর্কিত সমুদয় হাদীস বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়া একটি অতিশয় দুর্বল হাদীস তাঁহাদের দাবীর পোষকতায় উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তব্য যে,

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, - لا مهدی الا عیسی بن مریم
ঈসা বিনে মর্‌ইয়ম ছাড়া মহ্‌দী নাই।

আমি বলিতে চাই, এই হাদীসটি অগ্রাহ্য। ইবনে মাজা এই হাদীস ইউনুস বিনে আবদুল আলা'র প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং ইউনুসের বাচনিক কথিত হইয়াছে: তিনি বলিয়াছেন যে, শাফেয়ীর হাদীস হইতে উহা সংগৃহীত। পুনশ্চ বলিয়াছেন, মোহাম্মদ বিনে খালিদ জুন্দীর হাদীস হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহা স্পষ্ট তদলীস ছাড়া আর কিছুই নয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াও উল্লিখিত হাদীসকে দুর্বল ও দূষিত বলিয়াছেন, তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, কতিপয় বিদ্বানের অভিমত সূত্রে ইমাম শাফেয়ী উক্ত হাদীস আদৌ রেওয়ায়ত করেন নাই।—মিনহাজুস্ সুন্নাহ (২), ১৩৪ পৃঃ।

তারপর ঈসা ও মহদী যে অভিন্ন ব্যক্তি উল্লিখিত হাদীসের সে তাৎপর্য্য কেন গৃহীত হইবে? ঈসা ব্যতিরেকে মহদী এককভাবে আসিবেন না, এ অর্থ পরিগৃহীত হইবে না কেন?

কুরআন ও সহীহ হাদীস সমূহের কুত্রাপি হযরত ঈসার পুনর্জন্মের ইংগিত নাই, যাহার আগমন সংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রদান করিয়াছেন, তিনি মরঈয়ম সিদ্দীকার পুত্র ঈসা নবী, তিনিই রসূলুল্লাহর (সাঃ) আবির্ভাবের প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার শুভাগমনের সংবাদ ইসরাঈলীদিগকে শুনাইয়াছিলেন এবং তিনিই আবার কিয়ামতের নিদর্শন স্বরূপ প্রলয় উষার প্রাক্কালে রসূলুল্লাহর (সাঃ) মুসদ্দিক এবং দজ্জালের নিধনকারীরূপে দমশকের শুভ্র স্তম্ভে অবতরণ করিবেন। রসূলগণের জন্য আবহমানকাল হইতে মুবাশ্শির (শুভ সংবাদদাতা) এবং মুসাদ্দিক (শনাখ্তকারী) আগমন করার রীতি বলবৎ ছিল। রসূলুল্লাহর (সাঃ) শনাখ্তকারী স্বরূপ নূতন কোন নবীর আগমন করা সম্ভবপর হইবে না, কারণ নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহর (সাঃ) আবির্ভাব দ্বারা চরমভাবে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। তিনি সর্বশেষ নবীর গৌরবান্বিত আসন অধিকার

করায় নূতন কোন নবী তাঁহার শনাখ্তকারীরূপে আসিতে পারেন না, এরূপ ঘটার অনুমতি দিলে রসূলুল্লাহর (সাঃ) এবং তাঁহার উম্মতের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইত না এবং তিনি ও তাঁহার উম্মত মূসা, ঈসার মত নবীগণের এবং তাঁহাদের উম্মতের সম পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িতেন, নবুওতের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর বহুবিশ্রুত মুতাওয়াতর ওয়াহীর অলীকতা প্রতিপন্ন হইত এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রজ্ঞা ও যুক্তিবাদের যে হিরণ্ময় যুগের উদ্বোধন করিয়াছেন, তাহার সার্থকতাও কিছুমাত্র থাকিত না। অতএব যে মরঈয়ম-পুত্র ঈসা রসূলুল্লাহর (সাঃ) আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার নবুওতের পরিসমাপ্তির জ্বলন্ত প্রমাণরূপে তাঁহার তসদীকের (সত্যায়ন) উদ্দেশ্যে সেই ঈসাকেই আবার অবতরণ করিতে হইবে।

আমরা প্রমাণিত করিয়াছি যে, হযরত ঈসা অবতীর্ণ হইয়া মোহাম্মদী শরীঅতের প্রতিষ্ঠার কার্য্য ব্যতীত তাঁহার নিজের নবুওতের নূতনভাবে স্বীকৃতি ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবেন না। তিনি মুসলিম জাতির এবং তাহাদের নেতার সার্বভৌমত্ব মান্য করিয়া লইবেন। তখন উম্মতে মোহাম্মদীয়ার নেতৃত্ব করিবেন মহ্দী। আর তিনি মরঈমের পুত্র হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবেন। তিনি ইসরাঈলী হইবেন না, তিনি হইবেন ইসমাঈলী। তিনিই মুসলমানদের সমবায়ে মসীহ দজ্জালের বিরুদ্ধে সমরাভিযান পরিচালনা করিবেন এবং তাঁহারই সাহায্য কল্পে আল্লাহ হযরত ঈসাকে অবতীর্ণ করিবেন। এসব ভবিষ্যবাণী রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্ব লাভেরই ইঙ্গিত এবং "আমার পর নবী নাই" (لا نبي بعدي) হাদীসের অভিব্যক্তি মাত্র। কাদিয়ানী ন্যায় শাস্ত্রের বলিহারী এই যে,

"কাহাঁকা ইট কাহাঁকা রোড়া
ভানুমতি নে খব্বা জোড়া"

এই প্রবাদ বাক্যের অনুসরণ করিয়া পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে ভূমিষ্ঠ জনৈক মুগল জনাব মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব যাহার

নিজের নামও ঈসা নয়, যাহার মায়ের নামও মরঈয়ম নয়, যিনি স্বপ্নেও কোন দিন সিরিয়া পরিভ্রমণ করেন নাই, তিনি যুগপৎভাবে মরঈয়মের পুত্র ঈসা আর মহদী হইবার শওক করিয়া বসিলেন আর আমরণ ঢোল পিটিয়া গেলেন যে, তাঁহার অলীক নবুওত আর ভূঁইফোড় মহদিয়ত স্বীকার না করা পর্যন্ত মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) প্রতি ঈমান কায়েম করার কাণাকড়িও দাম নাই। মুসলিম জাতি এবং তাহাদের নেতার সাহায্য ও সাহচর্য্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তিনি দজ্জালী ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব কল্পে আলমারী বোঝাই করিয়া পুস্তকাদি রচনা করিলেন। আলমে ইসলামকে কাফের জাহান্নামী এবং তাঁহাদের নেতাদিগকে 'হারামযাদা' প্রতিপন্ন করার সাধনায় তাঁহার জীবন নিঃশেষিত হইল।

* * * *

ঈসা ইবনে মরঈয়মের অবতরণ বা মৃত্যুর সহিত কাদিয়ানী মীর্য্যা সাহেবের নবুওতের প্রামাণিকতা আমরা অস্বীকার করি। ইহা প্রতারণামূলক অপ সিদ্ধান্ত। ঈসার জীবন ও মরণের তর্ক তুলিয়া কাদিয়ানী সাহেবান আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারিবেন না।

মীর্য্যা সাহেব তাঁহার নবুওতের দাবীর প্রস্তাবনা স্বরূপ তাঁহার 'ইযালাতুল আওহাম' পুস্তকে বলিয়াছেন,

ক] হযরত ঈসা মরিয়া গিয়াছেন,

খ] মৃত ব্যক্তি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেনা।—৫৬৫ পৃঃ।

আমরা বলি মীর্য্যা সাহেবের প্রস্তাবনা দুইটি মানিয়া লইতে আমরা কি বাধ্য? তর্কশাস্ত্রের কোন্ ধারা সূত্রে দাবীর প্রস্তাবনা প্রতিপক্ষের জন্য অবশ্য স্বীকার্য? আমরা কদিয়ানী সাহেবানকে জিজ্ঞাসা করি—মরঈয়মের পুত্র হযরত ঈসার মৃত্যুকে যে সকল সাহাবা, তাবেয়ীন এবং বিদ্বান ব্যক্তি স্বীকার করেন নাই, অথবা আজও ঈসা আলমে বরযখে জীবিত আছেন একথা যাহারা বিশ্বাস করেন, তাহারা সকলেই কাফের, ইহার প্রমাণ কি? মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবন

লাভ এবং কিয়ামতের নিদর্শন স্বরূপ কোন মৃত ব্যক্তির ধরাতলে পুনরাগমন শরাঅ্ আর যুক্তির দিকদিয়া কি অসম্ভব? যে বা যাহারা ইহাকে সম্ভব মনে করে, তাহাদের পাগল বা কাফের হইবারই বা প্রমাণ কি?

তারপর কিছুক্ষণের জন্য যদি মানিয়াও লওয়া হয় যে, হযরত ঈসার সত্য সত্যই মৃত্যু ঘটিয়াছে আর মরা মানুষের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন সম্ভবপর নয়, তথাপি এই প্রস্তাবনা দুইটির সাহায্যে মীর্য্যা সাহেবের ঈসা বিনে মরঈয়ম হওয়া কেমন করিয়া সাব্যস্ত হইবে? ইহা কি 'মারে ঘুটনা, ফুটে, আখ' নয়? মীর্য্যাজীও স্বয়ং বুঝিয়াছিলেন, উল্লিখিত প্রস্তাবনা (Preamble) দুইটিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার নবুওত প্রমাণিত করার উপায় নাই, কাজেই তিনি তাহার দাবীর শেষ প্রস্তাবনারূপে দাঁড় করাইয়াছেন, আল্লাহ আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন, انا جعلناك المسيح ابن مريم

আমরা তোমাকে মাসীহ বিনে মরঈয়ম বানাইয়াছি।—ইযালা, ৬৭৩ পৃঃ।

বস! সব আফত চুকিয়া গেল। এখন বুঝা গেল মীর্য্যা সাহেবের নবুওতের দলীল তাঁহার ইলহাম। ঈসার জীবন মরণের প্রশ্ন আলোচনা করিয়া তাঁহার নবুওত সাব্যস্ত হইবার উপায় নাই। সুতরাং ঈসা ইবনে মরঈয়মের জীবন ও মৃত্যুর বিতর্ক কুতর্ক (Fallacious Argument) মাত্র। কিন্তু তাঁহার এই ইলহাম যে সঠিক আমরা সে কথাই বা কেন স্বীকার করিতে যাইব? যাহাদের কাছে ইলহাম হইয়াছে যে, মীর্য্যা সাহেবের উপরিউক্ত ইলহাম সত্য নয়, কোন্ ন্যায় শাস্ত্র বলে তাহাদিগকে আমরা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিব?

* * *

আমরা বলিতেছি যে, মীর্য্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের ঈসা ইবনে মরঈয়ম হইবার ইলহাম বাস্তবিক সঠিক নয়। উক্ত

ইল্‌হামের ভ্রান্তি স্বয়ং রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওয়াহী দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। পুনরাগমনকারী ঈসা ইবনে মরঈয়মের যে সকল নিদর্শন রসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশিত করিয়াছেন, সেগুলির একটিও মীর্য্যা সাহেবের মধ্যে পাওয়া যায় নাই। সব কথা স্থগিত রাখিয়া এস্থলে মাত্র তিনটি স্পষ্ট নিদর্শনের কথা উল্লেখ করিব আর এ জন্য তিনটি হাদীস উদ্ধৃত করিব।

প্রথম হাদীস

বুখারী মুসলিম প্রভৃতি আবু হুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا و عند مسلم عادلا، فیکسر صلیب و یقتل الخنزیر و یضع الجزیة و یفیض المال حتی لا یقبله احد - وزاد مسلم ولیترکن القلاص فلا یسعی علیها -

যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ ন্যস্ত তাঁহার শপথ! অচিরেই তোমাদের মধ্যে মরঈয়মের পুত্র ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তারূপে অবতরণ করিবেন, জিয্‌য়া রহিত করিয়া দিবেন, তিনি ক্রুস ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিবেন, শূকর হত্যা করিবেন, জিয্‌য়া রহিত করিবেন, প্রচুর সম্পদ বিতরণ করিবেন (ফলে সকলের অবস্থার উন্নতি ঘটায়) আর কেহই উহা গ্রহণ করিবে না। মুসলিম তাহার অন্যতম রেওয়ায়তে ইহার উপর বর্ধিত করিয়াছেন যে, উষ্ট্রের সওয়ারী পরিত্যক্ত হইবে, উহার পৃষ্ঠে তখন কেহ আরোহণ করিবে না। *

দ্বিতীয় হাদীস:

মুসলিম প্রভৃতি উক্ত আবু হুরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

لیهلن ابن مریم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او لیثنینهما -

* বুখারী (২) ১৮ পৃঃ, মুসলিম (১) ৮৭ পৃঃ

যাহারা হস্তে মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রাণ ন্যস্ত, তাঁহার শপথ। মরঈয়ম পুত্র (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান) ফজ্জুর রওহা হইতে হজ্ব বা উমরা অথবা উভয়ের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধিবেন। *

তৃতীয় হাদীস:

হাফিয ইবনে জওফী তাঁহার 'কিতাবুল ওফা' গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিনে আম্‌র বিনুল আসের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج و یولد له و یمکث خمسا و اربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری، فاقوم انا و عیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر -

মরঈয়মের পুত্র পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া বিবাহ করিবেন এবং তিনি সন্তানের পিতা হইবেন। ৪৫ বৎসর জীবিত থাকার পর তাহার মৃত্যু ঘটিবে এবং তাঁহাকে আমার সঙ্গে একই মকবরায় দাফন করা হইবে, আমি ও ঈসা বিনে মরঈয়ম একই মকবরা হইতে আবু বকর ও উমরের মাঝখানে উত্থান করিব। —মিশকাতুল মাসাবীহ, ৪৮০ পৃঃ।

শেষোক্ত হাদীসের সনদ আমার অজ্ঞাত হইলেও কাদিয়ানীদের নবী মীর্য্যা গোলাম আহমদ সাহেব স্বয়ং তাঁহার দাবীর পোষকতায় উল্লিখিত হাদীসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। †

অতএব কাদিয়ানী সাহেবানের কাছে এ হাদীসের প্রামাণিকতা সন্দিগ্ধ হওয়া উচিত নয়।

মোটের উপর উল্লিখিত হাদীস ত্রয়ের সাহায্যে ইবনে মরঈয়মের অন্ততঃ তিনটি নিদর্শন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রমাণিত হইতেছে, যথা

* মুসলিম (১) ৪০৮ পৃঃ

† দেখ! মীর্য্যা সাহেব প্রণীত: আন্‌জামে আথম: যমীমা, ৫৩ পৃঃ ও তৎ সকলিত হমামাতুল বুশ্‌রা, ২৬ পৃঃ।

১। তাঁহার পুনরাগমন কালে প্রথম আবির্ভাবের বিপরীত তিনি রাজ শক্তির অধিকারী হইবেন,

২। তিনি মক্কা মুআযযমায় হজ্ব করিবেন,

৩। তিনি মদীনা তাইয়েবায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র রওযায় সমাধিস্থ হইবেন।

একণে আমরা জানিতে চাই— ১। মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব ভূ-মণ্ডলের কোন প্রান্তে তাঁহার রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কি?

২। মীর্যা সাহেব কোন দিন হজ্ব করিতে গিয়াছিলেন কি?

৩। মীর্যা সাহেব রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পবিত্র রওযায় সমাধিস্থ হইয়াছেন কি?

রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক কথিত ঈসা বিনে মরইয়মের উল্লিখিত ত্রিবিধ নিদর্শনের একটিও যদি কাদিয়ানী সাহেবান মীর্যা সাহেবের প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া দেখাইতে না পারেন তাহা হইলে মুসলমানরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ওয়াহীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে, না মীর্যা সাহেবের ইলহামকে? কাদিয়ানীরা হয়ত তাহাদের নবীর প্রত্যাদেশের অসত্যতা স্বীকার করিতে চাহিবেন না, ইহা তাহাদের খুশী, কিন্তু তাহাদের খুশখিয়ালীকে পরিতৃপ্ত করার জন্য মুসলমানগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওয়াহীকে যে মিথ্যা মানিতে প্রস্তুত হইবে না, একথা কাদিয়ানী সাহেবান যত শীঘ্র বুঝিতে পারেন, তাহাদের পক্ষে ততই মঙ্গল।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওয়াহীর সত্যতা স্বীকার করিয়া লওয়ার পর মীর্যা সাহেবকে ঈসা বিনে মরইয়ম রূপে বাজারে চালাইয়া দিবার অসাধু প্রচেষ্টা অতিশয় লজ্জাকর। আমরা পুরাতন কবির ভাষায় কাদিয়ানী সাহেবানের খিদমতে আরয করিব,

دو رنگی چھوڑ یک رنگی ہوجا
سراسر موم یا سنگ ہوجا -

দু রঙা ভাব ছেড়ে দাও, এক রঙা হও, হয় সম্পূর্ণ মোম হও, নয় পাথর হয়ে যাও!

صبغة الله و من احسن من الله صبغة ।

আল্লাহর রঙ! সেই রঙ অপেক্ষা সুন্দর ও পাকা রঙ আর কাহারও নাই। এই ইলাহী রঙ্গের পরিচয় হইতেছে তাঁহার রসূল মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে সকল অনুরাগ ও মূল্যের বিনিময়ে সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী বলিয়া মানিয়া লওয়া,

الذى جاء بالصدق و صدق به -।

কারণ তিনিই সত্য সহকারে আগমন করিয়াছেন এবং মুসলমানরাই তাঁহার সত্যতা মানিয়া লইয়াছেন।

* * *

মীর্যা কাদিয়ানী সাহেবের কোন উম্মত যদি বলিয়া বসেন, হাদীসে উল্লেখিত ইবনে মরইয়ম এবং তাঁহার লক্ষণাদি সমস্তই রূপকভাবে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহার উত্তরে বলিব, ইহা সর্বৈব মিথ্যা। কেবল প্রবৃত্তির অনুসরণে কোন উক্তিকে রূপকভাবে গ্রহণ করা বিদ্‌আতীদের তরীকা। কোন বাক্যকে কেবল সেই অবস্থার রূপক স্বীকার করা চলে, যখন প্রকাশ্য অর্থে উহা গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, অলঙ্কার শাস্ত্রের যে কোন ছাত্রের কাছে এ কথা অবিদিত নাই। একণে রাজ শক্তির অধিকার বা হজ্ব করিতে যাওয়া কিংবা রসূলুল্লাহর (সাঃ) রওযা শরীফে দাফন হওয়া এগুলির মধ্যে একটিও অসম্ভব নয়, দৈহিকভাবেও নয়, যুক্তির দিক দিয়াও নয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম শাস্ত্রে ব্যাখ্যার এরূপ অরাজকতা বরদাশত করিলে পৃথিবীতে বাস্তব ও প্রকাশ্য বলিয়া কিছুই থাকিবে না, স্বয়ং আল্লাহর মহিমান্বিত সত্তাও নয়!

কাদিয়ানীদের নবী মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেবও হযরত ঈসার প্রকাশ্য হাদীস অনুসারে পুনরাগমনের সম্ভবপরতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:

بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ کوئی ایسا مسیح بھی آجائے
جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسکیں' کیونکہ یہ عاجز
اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا' درویشی اور
غربت کے لباس میں آیا ہے' اور جبکہ یہ حال ہے تو پھر علماء کیلئے
اشکال ہی کیا ہے؟ ممکن ہے کسی وقت ان کی مراد بھی پوری ہوجائے۔

কোন সময়ে এরূপ মসীহের আগমনও সম্পূর্ণ সম্ভবপর যাঁহার উপর হাদীস সমূহের কতক প্রকাশ্য শব্দ সুসমঞ্জস হইতে পারিবে, কারণ, এই অক্ষম পার্থিব রাজত্ব ও শাসনাধিকার সহকারে আগমন করে নাই, দরবেশী আর গরীবী পোষাকে আসিয়াছে, এরূপ অবস্থায় আলেমদের অসুবিধার কারণ কি? তাহাদের মনোবাঞ্ছাও কোন সময়ে পূর্ণ হওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। [ইযালাতুল আওহাম, প্রথম সংস্করণ, ২০০ পৃঃ]

উলামায়ে ইসলামের অসুবিধার কারণ হইতেছে দ্বিবিধ। প্রথম, যাহা স্পষ্ট আকারে ঘটিতে পারে, যাহা ন্যায় শাস্ত্রে 'হাকীকাতে মুমকিনা' নামে অভিহিত, তাহাকে শুধু নিজের মতলব সিদ্ধির জন্য রূপকভাবে ধরিয়া লইয়া তাহার পরোক্ষ ব্যাখ্যা করা ঈমানদারীর কাজও নয়, বিদ্বানেরও আচরণ নয়। আর কাদিয়ানী সাহেবান উভয় গুণের অধিকারী হইবার দাবী করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাদের এই দাবী মানিয়া লওয়া আলেম মণ্ডলীর অসুবিধার অন্যতম কারণ। মীর্যা সাহেব যখন নিজেই স্বীকার করিতেছেন, আসল ঈসা যাহার নিদর্শন হাদীসে উল্লেখিত আছে, তাহার আগমন অসম্ভব নয় তখন আমরা নকল বা রূপক ঈসার সত্যতা স্বীকার করিতে যাইব কি জন্য? আলেম মণ্ডলীর অসুবিধার দ্বিতীয় কারণ এই যে, হাদীসে মাত্র দুই মসীহের আগমন সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে, দজ্জাল মসীহ আর ইবনে মরঈয়ম মসীহ। পরবর্তী মসীহ রাজশক্তির অধিকারী হইবেন। এক্ষণে মীর্যা সাহেব স্বয়ং বলিতেছেন, তিনি সে মসীহ নন, প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন সম্ভাব্য ও প্রতীক্ষিত,

এরূপ ক্ষেত্রে তিনি তাহা হইলে কোন্ মসীহ? হাদীসের প্রামাণ্য গ্রন্থ সমূহে তৃতীয় কোন মসীহের কোন সন্ধান কাদিয়ানী সাহেবান অনুগ্রহপূর্বক আমাদের প্রদান করিবেন কি?

ফলকথা সংশয়াতীত ভাবে ইহা প্রমাণিত হইল যে, মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব কিছুতেই প্রতিশ্রুত মসীহ (মসীহে মাওউদ) নহেন, হইতে পারেন না।

কাদিয়ানী নবীর উম্মতের আব্দার মত যদি কিছুক্ষণের জন্যও আমরা হযরত ঈসার পুনরাগমনকে রূপক স্বীকার করিয়াও লই, তাহা হইলে এ সম্পর্কে আমার শেষ কথা এই যে, রূপক আয়াত বা হাদীসের সাহায্যে কোন মতবাদ (আকীদা) সাব্যস্ত হইতে পারেনা। আকীদার জন্য অকাট্য ও স্পষ্ট দলীল আবশ্যক। আল্লাহর আদেশ:

فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
وابتغاء تأويله -

যে সকল ব্যক্তির মনে বক্রতা আছে, শুধু তাহারাই ফিতনা সৃষ্টি করার এবং অপ-ব্যাখ্যার মতলবে রূপকের পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়। —[আলে ইমরান: ৭ আয়াত]

ومن ادعى خلافه فعليه البيان -

* * *

কাদিয়ানীরা নবুওতের পরিসমাপ্তির বিরুদ্ধে হযরত আয়িশা সিদ্দীকার একটি উক্তি দলীল স্বরূপ উপস্থিত করিয়া না কি বলিয়াছেন,

قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده -

"তোমরা খাতিমিন নাবীঈন বল, কিন্তু একথা বলিওনা যে, তাহার পর আর নবী নাই।"

হযরত আয়িশার বর্ণিত উক্তির সনদ কি? হাদীস ও আসারের কোন্ কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে? কাদিয়ানী সাহেবান

এগুলির সন্ধান রাখা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। তাহারা মজমাউল বিহার নামক একখানা অভিধান গ্রন্থের বরাতে উক্ত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই খালাস হইয়াছেন। অথচ হাদীস শাস্ত্রবিশারদগণ

حدیث بے سند مانند گوز شتراست -

'সনদ বিহীন হাদীসকে উষ্ট্রের মলদ্বার হইতে নিঃসৃত বায়ুর ন্যায়' বিবেচনা করেন। (দেখঃ উজালায় নাফি'আ)

কাদিয়ানী সাহেবানের দুঃসাহস দেখিয়া আমরা হাসিব না কাঁদিব? তাহারা মুসলমান সমাজকে কি এতই অপদার্থ মনে করেন যে, হযরত আয়িশার নামে একটি সনদহীন কথা তাহাদিগকে শুনাইয়া দিলেই তাহারা ভড়কাইয়া যাইবে? আমি ইহা অবগত আছি যে, হযরত আয়িশার নামে বর্ণিত উপরিউক্ত আসার কোন কোন তফসীরেও উল্লিখিত আছে। কিন্তু কোন গ্রন্থেই ইহার সনদ প্রদান করা হয় নাই।

তারপর যদি হযরত আয়িশা একথা বলিয়াই থাকেন, তাহাতে কি আসে যায়? তিনি কি এই উক্তির সাহায্যে মুসলমানদিগকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) পরও হামেশা নূতন নূতন নবীর আবির্ভাব ঘটিতে থাকিবে?

"না, আমার পর নবী নাই।" রসূলুল্লাহর (সাঃ) এই বহুলভাবে প্রমাণিত ও মহা বলিষ্ঠ হাদীসকে তিনি কি কাদিয়ানীদের মত উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন?

আল্লাহর শপথ! এতদুভয়ের একটিও হযরত আয়িশার উদ্দেশ্য নয়, হইতে পারে না। কারণ তিনি স্বয়ং রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন:

لا يبقى بعدي من النبوة شيئ الا المبشرات ! قالوا يارسول الله وما المبشرات ؟ قال الرؤيا الصالحات' يراها الرجل 'او يرى له -

"আমার পর সুসংবাদ ছাড়া নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট রহিবেনা।

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রসূল! সুসংবাদ কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, উৎকৃষ্ট স্বপ্ন যাহা মানুষ দেখিয়া থাকে অথবা তাহাকে দেখানো হয়। [মুসনদে আহমদ (৬) ১২৯ পৃঃ]

তারপর একাধিক প্রামাণ্য হাদীসে উল্লিখিত আছে যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,

انا خاتم النبيين لا نبي بعدي -

আমি খাতিমুন নাবীঈন, আমার পর নবী নাই।

অবিকল এই শব্দ সহকারে এই হাদীস ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকিম, ইবনে হিব্বান ও ইবনে মর্দওয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) ভৃত্য সওবানের প্রমুখাৎ এবং ইমাম আহমদ, তাবারানী, বযযার ও যিয়া মকদসী হুযায়ফার বাচনিক মরফূ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান তাঁহাদের হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়ায়েন। হাকিম উহাকে বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলিয়াছেন। দ্বিতীয় হাদীসের সনদের রাবীদিগকে হাফিয হয়সমী বুখারীর পুরুষ বলিয়াছেন। [দেখ—মুসনদে আহমদ (৫) ২৭৮ ও ৩৯৬ পৃঃ, আবু দাউদ (৪) ১৫৭ পৃঃ; তিরমিযী (৩) ২০৭ পৃঃ; মুসতদরকে হাকিম (৪) ৫৫০ পৃঃ; ফতহুল বারী (১৩) ৭৬ পৃঃ; মজমাউয যওয়ায়েদ (১) ৩৩২ পৃঃ; কানযুল উম্মাল (৭) ১৭০ পৃঃ]

এক্ষণে মুসলমানদের ইহা চিন্তা করা উচিত যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রমাণিত ও বলিষ্ঠ উক্তি—"আমি খাতিমুন নবীঈন, আমার পর কোন নবী নাই" ইহার কি মুল্য হইতে পারে।

অবশ্য তর্কস্থলে কিছু ক্ষণের জন্য হযরত আয়িশার কথিত উক্তিকে বিশুদ্ধ মানিয়া লইয়াই আমি একথা বলিলাম, নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে জননী আয়িশা যে একথা সত্য সত্যই বলিয়াছেন তার কোন প্রমাণ নাই। কাদিয়ানী সাহেবান ইহার সনদের বিশুদ্ধতা, ইনশা আল্লাহ, কোন ক্রমেই সাব্যস্ত করিতে পারিবেন না।

এই প্রসঙ্গে আমার শেষ কথা এই যে, আহলে হাদীসগণের কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সহীহ্ ইরশাদের বিপরীত কোন সাহাবী, তাবেয়ী, ইমাম, পীর, ও মুলহিমের ব্যক্তিগত উক্তির কানাকড়িও মূল্য নাই। তাঁহারা আমার পিতামাতা, উসতায ও হাদী হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই রসূল নহেন, তাঁহাদের অভ্রান্তির দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকিয়াও আমরা তাঁহাদের ইজতিহাদকে আল্লার রসূল মুহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) নির্দেশের অগ্রবর্তী করিব না, করিতে পারিব না, কোন মুসলমানেরই এরূপ করা চলিবে না।

محمد عربی کابروئے ہر دو سرا است
کسیکہ خاک درش نیست خاک برسر او !

আরাবী মোহাম্মদ আমাদের জন্য উভয় লোকের আব্রু!
যে তাঁহার দুয়ারের মাটি হয় নাই, তাহার মাথায় ছাই!

যুরকানী আর ফকরুদ্দীন রাযী খাতিমুন নাবীঈনের অন্যতম অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম নবী বলিয়াছেন —একথা শুনাইয়া কাদিয়ানী পণ্ডিত আমাদিগকে কি বুঝাইতে চান? তাঁহারা খাতিমুন নাবীঈনের প্রকৃত তাৎপর্য্য সর্বশেষ নবী হওয়াও কোন স্থলে অস্বীকার করিয়াছেন কি? তাঁহাদের উভয়ের উক্তি নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির কুরআনী দলিল প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করিয়াছি [দেখ: এই গ্রন্থের ১৩৯-৪০ পৃঃ ও ১৪৭ পৃঃ।

যিনি নবুওতের অবসান ঘটাইবেন, তাঁহার পক্ষে সকল নবীর শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা সুন্দর হওয়া যে আবশ্যক একথা কে না জানে? কিন্তু মতলব মত আনুষঙ্গিক অর্থ উল্লেখ করিয়া আসল তাৎপর্য্যকে বেমালুম হযম করার অসাধু প্রচেষ্টা কেবল কাদিয়ানী ধর্মেরই অপূর্ব মহিমা। কিতমানে হক বা সত্য গোপন করার যে রীতি ইয়াহুদ ও নাসারাদের মধ্যে আছে কুরআনে জ্বলন্ত ভাষায় তাহা নিন্দিত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন,

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينت والهدى
من بعد ما بينه للناس في الكتب أولئك يلعنهم
الله ويلعنهم اللعنون -

"যে সকল ব্যক্তি আমাদের অবতীর্ণ দলীল ও হিদায়তের কতকাংশ আমরা গ্রন্থে মানুষের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পরও গোপন করিয়া থাকে, তাহাদের উপর আল্লাহ্ অভিসম্পাৎ করেন এবং অভিসম্পাতকারীরাও তাহাদিগকে অভিসম্পাৎ করিয়া থাকেন।" [সূরা বাকরা: ১৫৯ আয়াত]

আল্লাহ আমাদিগকে এবং সমুদয় মুসলমানকে এই অভিসম্পাতের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার তওফীক দান করুন! কাদিয়ানী সাহেবান আল্লাহর সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করিবেন না, ইহাই তাঁহাদের খিদমতে আমার ঐকান্তিক অনুরোধ।

وما علينا الا البلاغ

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت
وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت عضدي ونصيري، لا حول ولا
قوة الا بالله العلي العظيم -

পরিশিষ্ট

কাদিয়ানী অভিযোগ ও উহার জওয়াব

প্রথম অভিযোগ :

কাদিয়ানী সাহেবান আমাদের উপর চটিয়া গিয়াছেন। তাঁহা-দিগকে কাদিয়ানী বলিয়া অভিহিত করায় আমাদের মার্জিত রুচির অভাব নাকি ধরা পড়িয়াছে। তর্জুমানের দীন সম্পাদককে "পাবনা মিঞা" বলিয়া আখ্যাত করিলে কেমন লাগিবে তাঁহারা আমাদিগকে তাহা অনুধাবন করাইতে চাহিয়াছেন। 'কাদিয়ানী' আর "পাবনা মিঞা'র মধ্যে সৌসাদৃশ্যিক যোগ সম্বন্ধে যে সকল বিজ্ঞাদিগগজের ধারণা এত সুস্পষ্ট, তাহাদের সহিত বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইবার মত অবসর আমাদের নাই, এ কথা কাদিয়ানী সাহেবান জানিয়া রাখিলে ভাল হয়।

পাবনার অধিবাসী না হইলেও ইদানীং পাবনায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছি বলিয়া কোন বন্ধু যদি তর্জুমানের দীন সম্পাদককে 'পাবনাভী' বলিয়া আখ্যাত করেন তাহাতে আমাদের যে কিছু মাত্র আপত্তির কারণ হইবে না এবং আমরা যে তজ্জন্য বন্ধুবরের রুচিহীনতায় দোষ ধরিব না, কাদিয়ানী সাহেবান সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

আর একজন কাদিয়ানী ভদ্রলোক "কাফী সাহেবের প্রতিবাদ" রচনা করিয়াছেন এবং ''তনাবুয বিল্ আলকাবের" আয়াত আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন "তনাবুয বিল আলকাবের" তাৎপর্যের সঙ্গে আমরা প্রতিবাদকারীকে "আবদুল্লাহেল কাফী" এর তরকীব অবগত হইবার পরামর্শ দিতেছি। মুসলমানদের নামগুলি যে শুধু Proper Names নয়, বরং অধিকন্তুভাবে অর্থবোধক, ইসলামী

আকায়েদ সম্বন্ধে যাহারা কলমবাজী করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে ইহা অবগত থাকা উচিত।

تنابز 'তনাবুয' শব্দটি 'নবযুন' ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। নবযুন শব্দের অর্থ উপনাম, নিন্দাসূচক নাম। তনাবুযের তাৎপর্য হইল : নিন্দাসূচক নামে অভিহিত করা। কুরআনের সূরা আল হুজুরাতের একাদশ আয়তে কোন মু'মিনকে নিন্দাসূচক নামে অভি-হিত করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে তাহার পয়গম্বর, পীর বা জন্ম স্থানের সহিত সম্পর্কিত করা কি নিন্দাসূচক? মক্কা ও মদীনার সম্পর্কে মক্কী ও মদনী, বুখারা ও তিরমিযীর সম্পর্কে বুখারী ও তিরমিযী, চিশ্‌ত ও সুহরাওয়ার্দের সম্পর্কে চিশতী ও সুহরাওয়ার্দী বলা কি তনাবুয বিল আল্‌কাব? কাদিয়ানীদের নবী মীর্যা গোলাম আহমদ পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর যিলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনি নিজেকে আজীবন কাদিয়ানী রূপে আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। কাদিয়ানী উম্মত তথাকথিত পবিত্র ভূমি কাদিয়ানের যশোগাথা গাহিয়াছেন এই ভাবে :

زمین قادیاں اب محترم ہے
ہجوم خلق سے ارض حرم ہے!
عرب نازاں ہے گر ارض حرم پر
تو ارض قادیاں فخر عجم ہے!

কাদিয়ানের মৃত্তিকা এখন সম্মানিত,
জনতার প্রাদুর্ভাবে পবিত্র হরমের মাটিতে পরিণত।
মক্কা ভূমির জন্য যদি আরব গর্ব করে,
তাহা হইলে কাদিয়ান ভূমি আজমের গৌরব।

—আল ফযল, কাদিয়ান (২০)
৬৭ সংখ্যা, ২৫/১২/৩২

কাদিয়ানী ধর্মের উক্ত মুখপত্রে "কদনী রসূলের" নাতিয়া গাওয়া হইয়াছে এই ভাবে :

اے میرے پیارے میرے جان رسول قدنی
تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی !
انت منی و انا منک خدا فرمائے
میں بتاؤں تیرے کیا شان رسول قدنی !
عرش اعظم پہ تیری حمد خدا کرتا ہے
ہم ہیں نا چیز سے انسان رسول قدنی !
اسماں اور زمیں تونے بنائے ہیں نئے
تیرے کشفوں پہ ہے ایمان رسول قدنی !
پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے
تجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی !

হে আমার প্রিয়, হে আমার প্রাণ, কদনী রসূল।
তোমার জন্য উৎসর্গ হই, তোমার জন্য কুরবান, হে কদনী রসূল !
খোদা বলেন, 'তুমি আমার মধ্য হইতে আর আমি তোমার মধ্য হইতে'
কি বলিব তোমার মহিমা ? হে কদনী রসূল !
মহত্তম আরশের উপর খোদা করেন তোমার হাম্দ,
আমরা অতি নগণ্য মানুষ, হে কদনী রসূল !
তুমি নূতন আকাশ আর নূতন পৃথিবী করিয়াছ সৃজন
তোমার কশ্‌ফে আমার ঈমান আছে, হে কদনী রসূল !
প্রথম আবির্ভাবে তুমিই ছিলে মুহাম্মদ, এখন তুমি আহমদ,
তোমার উপর পুনরায় কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, হে কদনী রসূল !

—আল ফজল, ১০ম খণ্ড, ৩০ সংখ্যা, ২৯/১০/২২

এহেন মহিমান্বিত 'কদনী রসূলের' উম্মতদিগকে কদনী বা কাদিয়ানী বলিয়া অভিহিত করিলে তাহা নিন্দাসূচক ও সুরুচির প্রতিকূল হয়, ইহা কি আশ্চর্যজনক নয় ?

দ্বিতীয় অভিযোগ :

"কাদিয়ানীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে শেষ নবী মানেন না" তর্জুমান-সম্পাদকের এই উক্তি সম্বন্ধে জনৈক কাদিয়ানী মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'উহা মিথ্যা বই আর কিছুই নয়" যাহারা নিজেদের নবীর উক্তি ও দাবী সম্বন্ধেই অজ্ঞ, তাহাদের সহিত সত্য আর মিথ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সময়ের অপচয় মাত্র। যে কবিতাগুলি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, কদনী রসূল মীর্যা গোলাম আহমদকে নবী মান্য করা কাদিয়ানী মতবাদের অপরিহার্য কলেমা কি না। আমরা এ সম্পর্কে মীর্যা সাহেবের নিজস্ব একটি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے' اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے' اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کیلئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں۔

অর্থাৎ যে খোদার হাতে আমার প্রাণ আছে, আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে নবী নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে 'প্রতিশ্রুত মসীহ' বলিয়া ডাকিয়াছেন এবং তিনি আমার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ বড় বড় লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন।—হাকীকাতুল ওয়াহীর উপসংহার, কাদিয়ান ম্যাগাজিন প্রেসে মুদ্রিত (১৯০৭), ৬৮ পৃঃ।

এখন কাদিয়ানীরা যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামকে শেষ নবী মান্য করেন না এবং মান্য করিতে পারেন না, তর্জুমান সম্পাদকের এ উক্তি সত্য না মিথ্যা, তাহা সত্যবান ও ন্যায়নিষ্ঠ পাঠকগণই বিচার করিবেন।

আমরা কাদিয়ানীদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, মুসলমানগণ পুনর্জন্মবাদ ও অবতারবাদকে বিশ্বাস করে না। এগুলি কুফরী আকীদা, স্পষ্ট কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের প্রতিকূল। ইসলামকে বুঝিবার জন্য আমরা কুরআন ও হাদীস ছাড়া অন্য কাহারও এবং অন্য কিছুরই মুখাপেক্ষী নই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পর কোন ব্যক্তিকে স্বাধীন বা অধীন নবুওত প্রদান করা হইবে এবং সেই নূতন নবীর পরিচয় লাভ এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কেহ মুসলিম পদবাচ্য হইবে না—একথার প্রমাণ স্পষ্টাক্ষরে কুরআন ও হাদীস হইতে প্রদর্শন না করা পর্যন্ত কাহারো কশ্‌ফ, ইলহাম বা দাবীকে আমরা দুঃস্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছুই মনে করিব না।

ইমামতকে রিসালতের ছায়া বলিলে কি ইমামত দ্বারা স্বয়ং রিসালত বুঝাইবে? হাদীসে সুলতানকেও আল্লাহর ছায়া বলা হইয়াছে, তাহা হইলে কি সুলতান বা শাসনকর্তাদিগকে আল্লাহ বলিতে হইবে? কিংবা তাহাদেরও কি নিজদিগকে আল্লাহ বলিয়া দাবী করার অধিকার জন্মিবে? যাহাদের বুদ্ধির দৌড় এত অধিক, যাহারা ছায়াকে কায়া মনে করে, তাহাদের বুদ্ধির বাহাদুরী স্বীকার করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাদিগকে সম্বোধনের অধিকারী মনে করা চলেনা। মওলানা ইসমাঈল শহীদ লিখিয়াছেন যে, "খলীফায় রাশিদ হুকমী নবী" কিন্তু তার পরেই তিনি কি লিখিয়াছেন, তাহা বেমালুম হজম করা নূতন নবুওতের টেকনিক বা হিকমত হইতে পারে কিন্তু ঈমানদারীর পরিচায়ক নয়। আল্লামা শহীদ যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা অভিনিবেশ সহ পাঠ করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিরা বুঝিয়া লউন যে, কাদিয়ানীরা কি পরিমাণ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। মুজাদ্দিদ শহীদ (রঃ) বলেন,

خلیفۂ راشد نبی حکمی ست هر چند فی الحقیقت بدرجۂ رسالت نرسیده، اما منصب خلافت چندے از احکام انبیاء الله درو جاری گردیده -

খলীফায় রাশেদ আপেক্ষিক (Relative) নবী, যদিও সে প্রকৃত প্রস্তাবে রিসালতের দরজায় পোঁছে নাই কিন্তু খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার দরুণ আল্লাহর নবীগণের কতক আদেশ তাহার উপর বলবৎ হইয়াছে।—মনসবে ইমামৎ, ৮১ পৃঃ।

আল্লামা ইসমাঈল শহীদ বলিতেছেন যে, খলীফায় রাশিদ প্রকৃত পক্ষে রিসালতের দরজায় পৌছিতে পারে না কিন্তু নবীগণের মত তাঁহার আনুগত্য জাতির জন্য ওয়াজিব হয় বলিয়া সে হুকমী নবী, কারণ তিনি নবীদের শিক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা।

অপর পক্ষে কাদিয়ানীরা বলিতেছেন যে, মীর্যা সাহেব নবুওতের দরজায় পৌছিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাকে নবীরূপে স্বীকার করিতেই হইবে। উভয় বিধ উক্তির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আছে কি? কিন্তু অসংলগ্নতা ও ফাঁকিবাযী কাদিয়ানী ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ··· ·· হযরত ঈসা বিনে মরইয়মের অবতরণ সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সর্বশেষ নবী হইবার প্রমাণ যেমন ক্ষুণ্ন হয় না, তেমনি 'নযুলে ঈসা'র সহিত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের নওবুতের কোন দূর অথবা নিকট সম্পর্কও নাই। ইহা হাটুর বেদনায় চোখে না দেখার ন্যায়শাস্ত্রের মতই।

কাদিয়ানীদের তৃতীয় অভিযোগ

কাদিয়ানী ন্যায়শাস্ত্রের ধারা এমনই চমৎকার যে, তাহাদের গৃহ-পালিত নবুওতের শরণার্থী ছাড়া সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি তাহাদের উক্তি সমূহের পারম্পর্য অনুধাবন করিতে পারেনা। আমরা বলিয়াছিলাম আর পুনরায় বলিতেছি যে, মুষ্টিমেয় কাদিয়ানী বিশ্ব মুসলিমকে কাফের বিশ্বাস করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কাদিয়ানীরা এই ধৃষ্টতাকে "কাদিয়ানীগণের বিজয়ের (!) শুভ ইংগিত" নির্দেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একই নিশ্বাসে ইহাও বলিতেছেন যে,

কাদিয়ানীরা বিশ্ব মুসলিমকে কখনও কাফের বলেন নাই। তাহাদের নাকি সেরূপ অভ্যাস নাই। কাহাকেও তাহারা কাফের কাফের বলিয়া চিৎকার দেননা (!) এই ব্যবসায়ের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীগণকে মুবারকবাদ জানাইয়াছেন। কাদিয়ানী সমাজ পৃথিবীর মুসলমানদিগকে কতখানি যে বেওকুফ ঠাওরাইতে ইচ্ছা করেন তাহারাই জানেন, কিন্তু যাহারা দুনিয়াকে নির্বোধ মনে করে, তাহাদের বুদ্ধিমত্তা প্রশংসনীয় নয়। কাদিয়ানীরা যে উদারতার ভান দ্বারা মুসলমানদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চান, তাহার প্রকৃত স্বরূপ মুসলমানদের কাছে গোপন নাই। কাদিয়ানীদের জানিয়া রাখা উচিত যে, মুসলমানগণকে তাঁহারা আর ফাঁকি দিতে পারিবেন না, ইহা দুরাশা, মিথ্যার ছলনা মাত্র। কাদীয়ানীদের পয়গম্বর মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব স্বয়ং বলিয়াছেন,

خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے -

খোদা তা'লা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক এরূপ ব্যক্তি যাহার কাছে আমার আহ্বান পৌছিয়াছে, অথচ সে আমাকে গ্রহণ করে নাই, সে মুসলমান নয়।—আল্ ফযল, কাদিয়ান ১৫/১/১৯৩৫ ইং

তিনি আরও বলিয়াছেন,

مجھے الہام ہوا جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے -

আমার উপর প্রত্যাদেশ হইয়াছে: যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করিবেনা এবং তোমার বয়'অতে দাখিল হইবে না, সে আল্লাহ এবং

রসূলের অবাধ্য, জাহান্নামী—নারকী।—তবলীগে রিসালত (৯) ২৭ পৃ: ১

সাহেবজাদা বশীর আহমদ কাদিয়ানী বলেন,

ہر ایک شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا یا محمد کو تو مانتا ہے پر مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ فتویٰ ہمارے طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے ہے جس نے اپنی کلام میں ایسی لوگوں کے لئے اولئک هم الکافرون حقا فرمایا ہے -

প্রত্যেক ব্যক্তি যে মূসাকে মান্য করে, কিন্তু ঈসাকে মান্য করে না, অথবা ঈসাকে মান্য করে বটে কিন্তু মুহাম্মদকে (মূলের অনুলিখন) মানেনা, কিংবা মুহাম্মদকে (মূলের অনুলিখন) মানে বটে কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহ অর্থাৎ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবকে মান্য করে না, সে শুধু কাফের নয়, বরং পাকা কাফের এবং ইসলাম হইতে খারিজ। এই ফত্ওয়া আমার তরফ হইতে নয়, যিনি স্বীয় বাক্যে এরূপ ব্যক্তিকে **"তাহারাই তো নিশ্চিত কাফের"** বলিয়াছেন, ইহা তাঁহারই ফত্ওয়া।—রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স (১৪), সংখ্যা, ৩য় ১১০ পৃ:।

কাযী মুহাম্মদ ইউসুফ কাদিয়ানী বলেন,

جری اللہ فی حلل الانبیاء' سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت احمد علیہ السلام یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ایک عظیم الشان نبی اللہ ہیں اور انکا انکار موجب غضب الہی اور کفر ہے -

'জরীউল্লাহ ফী হুলালিল আম্বিয়া' (ইহা মির্যা সাহেবের ইলহাম।) দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব আল্লাহর একজন মহা গৌরবান্বিত নবী,

১। কাদিয়ানী কওল, ১০ পৃ:।

তাঁহাকে অস্বীকার করা আল্লাহর গযবের কারণ এবং উহা কুফর। —নবুওত ফিল ইলহাম, ১০ পৃঃ। ১

শুধু কি ইহাই? যাহারা কাদিয়ানী হইতে পারে নাই, তাহাদের আত্মার মুক্তির জন্য দোআ করা, মুসলমানের জানাযায় শরীক হওয়া, এমন কি তাহাদের অপগণ্ড শিশুদের জানাযাতে যোগদান করাও কাদিয়ানী ধর্মে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। প্রয়োজন হইলে আমরা আমাদের প্রত্যেকটি দাবীর পোষকতায় প্রমাণ উপস্থিত করিতে রাযী আছি। ইহাই হইতেছে কাদিয়ানী ধর্মের এবং বিশ্ব মুসলিমের সহিত তাহাদের সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ আর এই সম্পর্কের স্পর্ধাতেই তাহারা গর্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা তাহাদের এই দুরভিসন্ধির কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছি বলিয়াই অপরাধী (!) হইয়াছি কিন্তু আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা সঠিক কিনা, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিরাই বিচার করিয়া দেখিবেন এবং ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, মুসলমানদিগকে কাফের সাব্যস্ত করার প্রকৃত হেতুবাদ কি? ইহা পাল্টা কুফ্‌রের ফতওয়া, না তাহাদের মতবাদ বিশ্ব মুসলিম কর্তৃক সমর্থিত নয় বলিয়াই কাদিয়ানীদের গৃহপালিত নবুওতের দরবার হইতে পৃথিবীর মুসলমান-দিগকে কাফের প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ইমামের বয়অতের সদুপদেশও বিতরণ করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে আমরা "পাকিস্তানের শাসন সংবিধান" গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইসলামী রাজত্বে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার অধিকারী কেবল শাসনকর্তা—'উলুল আম্‌রের' দল, যাহাদের কাছে এই আনুগত্যের মূল্য নাই এবং যাহারা রাষ্ট্রের ভিতর পৃথক ও স্বাধীন আনুগত্যের কেন্দ্র গঠন করিতে চায়, তাহারা বাগী ও রাষ্ট্রদ্রোহী। মুসলমানদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য উস্কানী দেওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করাই কাদিয়ানী সাহেবানের পক্ষে মঙ্গলজনক।

২। কাদিয়ানী কওল ১২ পৃঃ

আমরা কাদিয়ানীদিগকে কোন দিন বিড়াল বলি নাই। যাহারা সাহিত্য চর্চা করেন, তাঁহারা অলঙ্কার শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এরূপ ধারণা আমাদের ছিল না। কাহারো নিদ্রাকে 'খরগোশের নিদ্রা', কাহারো চলনকে 'কচ্ছপ গতি', কাহারো আশাকে 'বামনের চাঁদ ধরার আশা' বলিলেই যে সম্পর্কিত ব্যক্তিদিগকে খরগোশ, কচ্ছপ বা বামন বলা হইল, একথা কেহই স্বীকার করিবে না, কিন্তু যে 'উপনবী' সমগ্র মুসলিম জাহানের উলামায়ে কিরামকে "বেশ্যার সন্তান" (ذرية البغايا) বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই তাঁহার উম্মত যদি তাহাদের কল্পনাবিলাসকে বিড়ালের স্বপ্নের সহিত উপ-মিত করার জন্য আমাদিগকে গালাগালি করেন, তজ্জন্য আমরা আদৌ দুঃখিত নই।

আমরা তাহাদিগকে জানাইতে চাই যে, কাদিয়ানীদের সহিত আমাদের মতানৈক্য অস্থূলে দ্বীনের আকীদা—যে আকীদার উপর ঈমান ও কুফ্‌রের ভেদরেখা বিরচিত হইয়াছে। ইহা কাহারো মুখের কথা, কাব্য, স্বপ্ন বা কশ্‌ফ ও ইলহাম দ্বারা সাব্যস্ত হইবার নয়। আমরা ইজতিহাদের সচলতা স্বীকার করি কিন্তু ঈমানিয়ত শুধু অকাট্য কুরআন (মুহাকমাত) ও পৌনঃ-পুনিক (মুতাওয়াতর) হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হইবে। যদি উল্লিখিত প্রমাণপদ্ধতির সাহায্যে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পরও নবুওতের সিলসিলা সচল থাকা কাদিয়ানী সাহেবান সাব্যস্ত করিতে পারেন, আমরা অবশ্যই তাহা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিব এবং সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পেশ করিতে চেষ্টা করিব ইন্‌শা আল্লাহ।

والله المستعان و عليه التكلان -

সমাপ্ত